পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 355 Wednesday, 19 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৫৫ সংখ্যা ✱ ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

৬ ডিসেম্বর একমঞ্চে মমতা-অভিষেক! বড় বার্তার ইঙ্গিত?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ ৪ নভেম্বরের পর ফের তৃণমূলের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা যেতে পারে দলের সুপ্রিমো এবং সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে। আগামী ৬ ডিসেম্বর তৃণমূলের সংহতি দিবসের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানে মঞ্চে থাকতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরের আবহে দলের সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে মমতা ও অভিষেক কী বার্তা দেবেন, তা নিয়ে বাড়ছে কৌতূহল। ৪ নভেম্বর রাজ্যে এসআইআর-র জন্য এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হয়েছিল। ওইদিন 'এসআইআর আতঙ্কের' প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে হেঁটেছিলেন মমতা ও অভিষেক। এসআইআর নিয়ে ২ জনই জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেন। আগামী ৯ ডিসেম্বর এসআইআর-র খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তার তিনদিন আগেই তৃণমূলের সংহতি দিবসের অনুষ্ঠান। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে (৬ ডিসেম্বর) সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল। বিগত দিনে এই সমাবেশ পালন করত তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল। এবছর পালন করবে তৃণমূলের ছাত্র যুব শাখা। তৃণমূল সূত্রে

জানা গিয়েছে, ছাব্বিশের ভোটের আগে সংহতি দিবসে বড় সমাবেশ করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। গত বছর দলের এই অনুষ্ঠানে তৃণমূল সুপ্রিমো কিংবা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন না। এবার ২ জনেরই থাকার কথা। এসআইআর আবহে মমতা ও অভিষেক সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। সংহতি দিবসের মঞ্চে মমতা ও অভিষেকের থাকার সম্ভাবনা নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওই দিনে সংহতি দিবস পালন করে তৃণমূল। এর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ধর্মের লোককে নিয়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। এবছর সংহতি দিবসে সমাবেশ পালন করবে যুব তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সহায়তা করবে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদ ও অন্য শাখা সংগঠনগুলি। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। অনেকে বলছেন, গতবছর তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল সমাবেশ আয়োজন করেছিল। আমরা মাইনরিটি, মেজরিটি বলে সংহতি দিবস করি না। সংহতি দিবস হচ্ছে, সমস্ত ধর্মের সমানাধিকারের বার্তা ও সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা। এই নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। ২০২৬-র ভোটের আগে বিজেপি বলছে, মুসলমানদের নাম আমরা বাদ দেব। সেক্ষেত্রে সংহতি দিবসে আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব থাকবেন। তাঁরা সংহতি ও সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দেবেন।''

'স্কুলই শূন্য হয়ে গেছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ নতুন করে এসএসসি-র পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু তারপরও বিতর্ক রয়ে গেছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিল ও নতুন ভেরিফিকেশন তালিকা প্রকাশের দাবিতে সরব হয়েছেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। সেই নিয়ে সোমবার বিকাশ ভবনের সামনে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবারও শহরের রাস্তায় প্রতিবাদ দেখিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। আর এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকেই নিশানা করছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সাংবাদিক বৈঠক থেকে নানাবিধ ইস্যুতে মুখ খোলেন তিনি। তবে এসএসসি প্রসঙ্গ উঠতেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ওপর একটু বেশিই ক্ষোভ উগরে দেন। শমীক দাবি করেন- এরা চাকরি দেবে কোথা থেকে, এদের কাছে টাকা নেই। এরা চাকরি দিতে পারবে না। আর বাকি সব যা হচ্ছে, তা চাকরি দেওয়ার নাম করে আবার টাকা তোলার ফন্দি! অভিজ্ঞতার জন্য ধার্য বাড়তি ১০ নম্বরকে ঘিরে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। নতুন চাকরিপ্রার্থীদের সাফ বক্তব্য, এমনটা হলে তারা বঞ্চিত হবেন এবং পুনরায় অযোগ্যরাও চাকরি পেয়ে যেতে পারেন। আবেদনকারীদের প্রশ্ন, সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যদি অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর পান,

তবে সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা কেন বঞ্চিত হবেন? এই প্রসঙ্গে নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসকে উদ্দেশ করে শমীকের চাঁচাছোলা আক্রমণ - তৃণমূলের নিয়োগ মানে সেখানে জল থাকবেই। ফলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ হবে। কিন্তু তিনি এও দাবি করেন, শূন্যপদ বাড়ানোর যে দাবি চাকরিপ্রার্থীরা করছেন, তাতেও বিশেষ লাভ হওয়ার নয়। কারণ - শূন্যপদ বাড়ানোর জায়গা নেই, স্কুলই শূন্য হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, চাকরিপ্রার্থীদের অন্যতম অভিযোগ, ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ফুল মার্কস পাওয়া বহু প্রার্থীই নাকি ইন্টারভিউ কলই পাননি। তাঁদের দাবি, ফুল মার্কস পেয়েও ইন্টারভিউ তালিকায় নাম না থাকার মানে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন থেকেই যায়। সেই কারণে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধার্য অতিরিক্ত ১০ নম্বর সম্পূর্ণ তুলে দেওয়ারই দাবি তাঁদের মুখে মুখে। চাকরি দুর্নীতি থেকে শুরু করে এসআইআর - সব ইস্যুর জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস চাপে রয়েছে বলে দাবি করেন শমীক ভট্টাচার্য। স্পষ্ট করে ফের একবার বলেন, যারা বলেছিলেন এসআইআর হবে না, পশ্চিমবাংলায় তারাই সবচেয়ে বেশি লোক নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। তৃণমূল রাস্তায় নেমেছে। অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে যাবতীয় কারসাজি করছে শাসক দল। শমীকের কথায়, কলকাতায় কিছু 'লুম্পেন ক্যাপিটিলস্টদের' উদ্ভব হয়েছে। এরা সব তৃণমূল। আর এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কিছু আমলা।

'দাসত্বের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসুন'

১০ বছরের রোডম্যাপ তৈরি করে দিলেন মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ ম্যাকলের শিক্ষা নীতির ২০০ বছর হতে চলেছে। আর তাকে সামনে রেখেই আগামী এক দশকে ঔপনিবেশিক মানসিকতার অবসান ঘটানোর আর্জি জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার ষষ্ঠ রামনাথ গোয়েঙ্কা বক্তৃতায় তিনি বলেন, ''ম্যাকলে যে দাসত্বের মানসিকতা তৈরি করে গেছিলেন, তা থেকে দেশকে মুক্ত করতেই হবে।'' প্রধানমন্ত্রীর মতে, ১৮৩৫ সালে টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন, তা ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যকে আছাড় মেরে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। মোদি বলেন, ''ম্যাকলে তখন ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এমন ভারতীয় তৈরি করবেন যারা দেখতে ভারতীয় হলেও ভাববে ব্রিটিশদের মতো।'' তাঁর মতে, ওই নীতির ফলে দেশের আত্মবিশ্বাস ভেঙে যায়, এবং 'বিদেশি পথেই সাফল্য' - এই ধারণা মাথায় গেঁথে বসে। মোদি দাবি করেছেন, স্বাধীনতার পরও সেই মানসিকতা টিকে রয়েছে বহু মানুষের মধ্যে। তাঁর কথায়, ''আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি একসময় দক্ষতা আর বিদ্যার সমান সম্মান দিত। ম্যাকলে সেই মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করা বন্ধ করতে হবে।'' ব্রিটিশ ভাষা ও চিন্তাভাবনার গুরুত্ব বাড়ার পরিণাম বহু দশক ধরে ভুগেছে দেশ, এমনই মত মোদির। তাঁর সংযোজন, এর জেরে মহাত্মা গান্ধির স্বদেশি দর্শনেও আগ্রহ কমতে থাকে। পাশাপাশি, শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ভাবন - সব ক্ষেত্রেই দেশের মানুষ বিদেশমুখী হয়ে পড়ে। আমদানি-কেন্দ্রিক মানসিকতা এমন জায়গায় পৌঁছয় যেখানে বিদেশি পণ্য, বিদেশি ভাবনা - সবকিছুই 'উত্তম' বলে মনে হতে থাকে। মোদির বক্তব্য, কোনও দেশ নিজের গৌরবকে অস্বীকার করলে তার স্থানীয় ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে দেশের নির্মাণশিল্প থেকে উদ্ভাবনের স্বনির্ভর পরিকাঠামো পর্যন্ত। তাই তো তিনি বলেছেন, ''আগামী দশ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যেই আমাদের ম্যাকলের দাসত্বের মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে।'' এদিকে, পর্যটনের উদাহরণ টেনে মোদি এও বলেন, বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করে, কিন্তু স্বাধীনতার পরে ভারত তার নিজস্ব বহু ঐতিহ্যকে অবহেলায় ঠেলে দিয়েছে। যদিও এই প্রেক্ষিতে তিনি স্পষ্ট করেন, সরকার ইংরেজির বিরোধী নয় বরং ভারতীয় ভাষার মর্যাদা বাড়াতেই উদ্যোগী। তাঁর কথায়, ''যে মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মায় যে মহান হতে হলে বিদেশি পদ্ধতিই একমাত্র পথ, তখনই সমস্যা শুরু হয়।'' স্বাধীনতার পর সেই ধারণাই আরও পোক্ত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এসআইআর-এর কোপে প্রাথমিকের রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে ফের বাড়ল অস্থিরতা। এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত থাকার যুক্তি দেখিয়ে স্থগিত করা হল প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের রাজ্য স্তরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ১৭ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের নির্ধারিত সূচি আপাতত বাতিল করে সব জেলার ডিপিএসসি চেয়ারম্যানদের কাছে পাঠানো হয়েছে নোটিস। পরে নতুন করে সময়সূচি জানানো হবে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিম করছে, আবার সেই এসআইআর-এর কারণেই বাতিল করা হচ্ছে রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা বলছেন, বিএলও হিসেবে কাজ করা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুবিধার কথা ভেবেই স্থগিতের সিদ্ধান্ত। এটাকে বিতর্ক করার কিছু নেই। অন্যদিকে শিক্ষক মহলের বড় অংশ এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি পাচ্ছেন। ডব্লুবিপিটিএ-র জেলা নেতৃত্ব স্থগিতাদেশকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ''একদিকে স্কুল চালানো, অন্যদিকে বিএলও-র কাজ-তার উপর ক্রীড়া

মেদিনীপুর ডিপিএসসির চেয়ারম্যান অনিমেশ দে নোটিস প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, ''অনেক শিক্ষকই এখন বিএলও হিসেবে নিযুক্ত। এসআইআর-এর কাজের সঙ্গে স্কুলের দায়িত্ব মিলিয়ে যে চাপ তৈরি হয়েছে, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চালানো সম্ভব নয়।'' কারণ, রাজ্য জুড়ে চলা এসআইআর প্রকল্পে প্রাথমিকের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই বিএলও। এই সিদ্ধান্তে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্কও। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের 'দুমুখো নীতি' ফের প্রমাণিত। তাদের বক্তব্য, এক দিকে প্রথম দিন থেকে সরকারই নাকি মানুষকে এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্ত প্রতিযোগিতা হলে কার্যত অসম্ভব চাপ পড়ত। খেলা পিছোনোয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্তত কিছুটা স্বস্তি পেলেন।'' উল্লেখ্য, চলতি মাসেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নির্দেশ দিয়েছিল-এই শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই শেষ করতে হবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই আবার জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা শেষ করার তাগিদ ছিল। তার মধ্যেই এসআইআর-এর কাজ জুড়ে যাওয়ায় ধাক্কা খেল নির্ধারিত সূচি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রশাসনিক চাপে শিক্ষা ও ক্রীড়া-দুয়েরই জোড়া বোঝা বইতে গিয়ে স্থগিতই হয়ে গেল রাজ্যের প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

এসআইআর-এ বড় পরিবর্তন! ইনিউমারেশন ফর্মে 'আত্মীয়' হিসেবে চলবে দাদু-দিদিমা, মামা-কাকাও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বরঃ স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বড়সড় পরিবর্তন। এত দিন ইনিউমারেশন ফর্মে আত্মীয়ের পরিচয় হিসাবে ব্যবহার করা যেত বাবা, মা, ঠাকুরদা (পিতামহ) বা ঠাকুরমার (পিতামহী) নাম। শেষ মুহূর্তে সেই নিয়মই বদলে দিল কমিশন। এখন থেকে আত্মীয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে মায়ের বাবা-দাদু, এবং মায়ের মা-দিদিমার নামও। শুধু তাই নয়, চাইলে লেখা যাবে দাদা, মামা, কাকার নামও। কমিশন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র ইনিউমারেশন ফর্ম বিলির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। শুরু হয়েছে ফর্ম জমাও। এর মধ্যেই কমিশনের এই নতুন সিদ্ধান্তে বিভ্রান্তির আঁচ ছড়িয়েছে মাঠে-ঘাটে কাজ করা ব্লক লেভেল অফিসারদের (বিএলও)। তাঁদের ক্ষোভ, ফর্ম বিলির পরে হঠাৎ নিয়ম বদল তাঁদের কাজকে আরও জটিল করে তুলছে। কমিশনের যুক্তি, রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে অভিযোগ আসছিল-২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বহু মানুষের বাবা-মা বা পিতৃকুলের নাম নেই। বরং রয়েছে মাতৃকুলের সদস্যদের নাম-দাদু, দিদিমা কিংবা মামাদের। সেই সব ক্ষেত্রেই ভোটারদের যোগ্যতা যাচাইয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। তাই তালিকায় কেউ যাতে অন্যায়ভাবে বাদ না পড়েন, সে জন্যই নিয়মের শিথিলতা। কমিশনের এক কর্তার কথায়, যোগ্য ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ না যায়, সেই কারণেই আত্মীয়ের তালিকা বিস্তৃত করা হয়েছে। কিন্তু বিএলওদের বক্তব্য, সমস্যা অন্য জায়গায়। তাঁদের একাংশের দাবি, ভোটার যদি আত্মীয় হিসেবে দাদু বা মামার নাম ডেটা এন্ট্রির চাপই কম নয়, তার উপর আত্মীয় যাচাইয়ের নতুন বোঝা। ভুল হলে দায় আমাদেরই। এটা কি ন্যায্য?'' জেলা প্রশাসনের একাধিক সূত্র বলছে, নিয়ম শিথিল হলেও তা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক ইআরও-এইআরওরা। নীরবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-বাবা, মা, ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার নাম লিখতেই

উল্লেখ করেন, সেই নাম মিলিয়ে দেখতে হবে ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই তালিকা তাঁদের হাতে নেই। ফলে দায়িত্ব এবং ঝুঁকি-দুটোই বাড়ছে মাঠের কর্মীদের উপর। ভুল হলে জবাবদিহিও তাঁদেরই। এক বিএলওর ক্ষুব্ধ মন্তব্য, ''ফর্ম বিলির পর কেন এই নিয়ম পরিবর্তন? ভোটারদের উৎসাহ দিতে হবে। অন্য আত্মীয়ের নাম যদিও আইনসিদ্ধ, কিন্তু তা যেন না লেখেন, সেটাই 'ব্যাকরুম' নির্দেশ। কমিশনের নতুন নির্দেশে ভোটারদের পথ খুললেও, মাঠের কর্মীদের কাজ যে আরও ঘোলাটে হয়ে গেল, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

কল্যাণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের রাজভবনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, হেয়ারস্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে রাজভবনের তরফে। সম্প্রতি, কল্যাণ দাবি করেছিলেন রাজভবনের অন্দরে নাকি বোমা-বন্দুক মজুত রয়েছে। এরপরই গতকাল অর্থাৎ সোমবার বম্ব স্কোয়াড ডাকে রাজভবন। সিআইএসএফ ও রাজ্য পুলিশকে দিয়ে খোঁজানো আগ্নেয়াস্ত্র। তারপর আজ মঙ্গলবার রাজভবনের তরফে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের থানায়। তবে, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''চিঠি পাঠানো মানেই এফআইআর নয়।'' রাজভবন সূত্রে খবর, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহকে উস্কে দেওয়া অর্থাৎ বিএনএস এর ১৫১, ১৫২ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ১৯৭ নং ধারা নিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি, সামাজিক সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগ, বিএনএস-এর ১৯৬-এর ১ (এ) ধারা আনা হয়েছে। পাশাপাশি জনমতের আতঙ্ক সৃষ্টি অর্থাৎ বিএনএস-এর ১৫৩ ১ (বি), ১৫৩ ১(সি), ১৫৩ (২) আনা হয়েছে। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''একটা চিঠি দেওয়া মানেই এফআইআর নয়। আইন আমি সিভি আনন্দ বোসের থেকে বেশি বুঝি। ধারা ছাড়ুন, সিভি আনন্দ বোসকে ছাড়ব নাকি আমি? ও যা ইচ্ছা করুক। ওই রকম হাজারটা সিভি আনন্দ বোস দেখছি। ফালতু লোক, থার্ড গ্রেডেড লোক। আবার বলছি থার্ড গ্রেডেড লোক। উস্কানিমূলক কথা উনি বলেছেন। যত ধারা বলল সব ওর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা উচিত।''

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর কেন পাবেন না সরকার অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষকরাও?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ এসএসসি ২০২৫এর ফল নিয়ে আরও একটি মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হয়েছে। তাতে সরকারি স্কুলের কর্মরত শিক্ষকরা সুবিধা পেয়েছেন। মামলাকারীর অভিযোগ, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর যদি সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা পেয়ে থাকেন, তাহলে সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা কেন এই বাড়তি নম্বর পাবেন না? এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়েছে। সবেমাত্র মাত্র এসএসসি ২০২৫-এর একাদশ-দ্বাদশের ফল প্রকাশ হয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে আরও দুটো মামলা দায়ের হয়েছে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, একাদশ দ্বাদশের ফলপ্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েকজন অযোগ্যের নাম রয়েছে তালিকায়। এমনকি তাঁদের কয়েকজন ইন্টারভিউতেও ডাক পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের নামেক তালিকায় নাম রয়েছে ক্লার্কদেরও। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। অন্যদিকে, আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাকারীর দাবি, এবার সবচেয়ে চর্চিত এই ইস্যু, যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন নবাগতরা, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেওয়া ১০ নম্বর। নবাগতদের বক্তব্য, এই নম্বর বাড়িতে ২০১৬ সালের

অভিজ্ঞতার জন্য কোনও নম্বর পাবেন না পার্ট-টাইম শিক্ষকরা বলে জানায় এসএসসি। যদিও তার অনেক সহকর্মী যারা পার্ট-টাইম শিক্ষক, তারা এই অভিজ্ঞতার জন্য নম্বর পেয়েছেন। এই মামলাটিও বিচারপতি অমৃতা সিনহা গ্রহণ করেছেন। আগামী বুধবার শুনানি। প্যানেলের চাকরিহারাদের দেওয়ার জন্যই তাঁরা ফুল মার্কস পেয়েও ভেরিফিকেশন কল পাননি। এবার এই মামলাকারীর বক্তব্য, এই মামলা কেবল সরকারি স্কুলের শিক্ষকদেরই দেওয়া হয়েছে, সরকার অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা কেন পাবেন না?

বিহারে খাতা খুলতে ব্যর্থ, হারের দায় স্বীকার করলেন প্রশান্ত কিশোর

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ১৮ নভেম্বরঃ ধুমধাম করে রাজনীতির ময়দানে নেমেছিলেন ভোটকুশলি প্রশান্ত কিশোর। ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ। বিহারে খাতাই খুলতে পারেনি তাঁর দল জন সুরাজ পার্টি। আর সেই ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণ নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন পিকে। গত শুক্রবার বিহারের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবার মুখ খুলেছেন বিখ্যাত রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। তাঁর স্বীকারোক্তি শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকেই প্রদর্শন করে না, বরং বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী প্রচারণার জটিলতাকে নিয়েও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার পাটনায় সাংবাদিক বৈঠকে প্রশান্ত কিশোর স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তিনি ভোটারদের বুঝিয়ে উঠতেই পারেননি কেন নতুন রাজনীতি প্রয়োজন। তাঁর কথায়, ''আমরা সৎভাবে চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ। জনগণ আমাদের সমর্থন দেয়নি, তার দায় ১০০ শতাংশ আমার।'' আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, ''ভোটারদের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ হওয়া উচিত ছিল, সে জায়গায় আমিই ব্যর্থ হয়েছি।'' পিকে জানান, ''আমরা খুব সৎ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এটা স্বীকার করতে কোনও ক্ষতি নেই। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কথা ভুলে যান। আমরা ক্ষমতার পরিবর্তনও আনতে পারিনি। কিন্তু বিহারের রাজনীতি পরিবর্তনে আমরা অবশ্যই কিছু ভূমিকা পালন করেছি।'' তিনি আরও উল্লেখ করেন, নির্বাচনের ফলাফলের পর তিনি আত্মবিশ্লেষণ করবেন এবং ভবিষ্যতে আরও কার্যকর কৌশল গ্রহণের জন্য শিখবেন। প্রশান্ত কিশোরের মতে, নির্বাচনে হারের কারণ শুধুমাত্র বহিরাগত নয় কিছু ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনার ত্রুটি ও দলের

অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের অভাবও মূল ভূমিকা রেখেছে। পিকে বলেন, ''বিহারের জনগণকে আমি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছি যে, কোন ভিত্তিতে তাদের ভোট দেওয়া উচিত এবং কেন তাদের একটি নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত। অতএব, প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে, আমি ২০ নভেম্বর গান্ধী ভিতিহারওয়া আশ্রমে এক দিনব্যাপী নীরব উপবাস পালন করব... আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু আমরা কোনও অপরাধ করিনি।'' তাঁর সংযোজন, ''আমরা হয়তো ভুল করেছি, কিন্তু আমরা কোনও অপরাধ করিনি। আমরা সমাজে জাতপাতের বিষ ছড়ানোর মতো অপরাধ করিনি। আমরা বিহারে হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি করিনি। ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করার মতো অপরাধ আমরা করিনি। আমরা বিহারের দরিদ্র, নিরীহ মানুষকে টাকা দিয়ে তাদের ভোট কেনার মতো অপরাধ করিনি।'' তিনি আরও বলেন, জন সুরাজের পতন হলেও, দল পুনর্গঠন করা হতে পারে। পিকের কথায়, ''ভুল সংশোধন করব, নিজেদের গড়ে তুলব, আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব আমাদের আর ফিরে যেতে হবে না।'' এদিন নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, দলের অবস্থান নিয়ে মুখ খুলেছেন পিকে। তিনি বলেন, ''যাঁরা মনে করছেন আমি বিহার ছাড়ব, তাঁরা ভুল ভাবছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ নিজেকে লড়াই থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, তাকে পরাজিত বলা যায় না। অনেকেই আমার জেডিইউ-এর ২৫টি আসন পাওয়ার দাবি নিয়ে কথা বলছেন। আমি এখনও এই মন্তব্যে অনড় রয়েছি। ভোটের আগে করা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যদি নীতীশ কুমার ১.৫ কোটি মহিলাকে মাথাপিছু দুই লক্ষ টাকা দেন এবং ভোট কিনে জয়ী না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেন, সেই ক্ষেত্রে আমি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াব।'' বিহারে ব্যর্থতায় ব্রেক চাপতে নারাজ প্রশান্ত কিশোর। তিনি জানিয়েছেন, ''পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। বিহারকে বদলানোর যে অঙ্গীকার করেছি, তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। আগের তিন বছরের তুলনায় এখন আরও দ্বিগুণ পরিশ্রম করব।'' শিক্ষা থেকে রোজগারের মতো বিষয়কে সামনে রেখে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে প্রশান্তর দলকে। সেই নিয়ে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি উদয় সিং। তাঁর দাবি, ভোটে জিততে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের টাকাই ঘুরপথে ব্যবহার করা হয়েছে বিহারে। তিনি আরও বলেন, ''জুলাই থেকে নির্বাচন ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত ভোট কিনতে ৪০ হাজার কোটি টাকা বিলিয়েছে। জনগণের টাকায় ভোট কিনেছে নীতীশ কুমারের সরকার। অভূতপূর্ব ঘটনা। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে যে ১৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ মিলেছিল, ভাতা, খয়রাতি হিসেবে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও।'' উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, এবার বিধানসভা ভোটে বিহারে খেলা ঘোরাতে পারে প্রশান্ত কিশোরের দল। ২৩৮ আসনে প্রার্থী দিয়েও, একটি আসন জিততে পারেনি জন সুরাজ। তাদের মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৩.৪৪ শতাংশ। ৬৮ বিধানসভায় তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ নোটা'এ চেয়েও কম।

রাজনৈতিক উত্তেজনা, চিনে বন্ধ জাপানি চলচ্চিত্রের মুক্তি

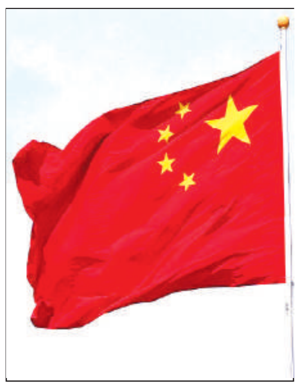

বেজিং, ১৮ নভেম্বর ঃ চিনে অন্তত দুটি জনপ্রিয় জাপানি চলচ্চিত্রের মুক্তি স্থগিত করা হয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির তাইওয়ান নিয়ে মন্তব্যকে ঘিরে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ তৈরি হওয়ার ফলাফল এটি। চিনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম-এর তথ্য অনুযায়ী, যেসব ছবির মুক্তি বিলম্বিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে ' শিন-চ্যানের সিনেমাঃসুপার হট! দ্য স্পাইসি কাসুকাবে ড্যান্সার্স'। সিনেমাটি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। এরপর ' সেলস অ্যাট ওয়ার্ক!', এই সিনেমার মুক্তিও স্থগিত করা হয়েছে। এটি একটি লাইভ অ্যাকশন সিনেমা।জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি সম্প্রতি জাপানের পার্লামেন্টে বলেন, চিন যদি তাইওয়ানে হামলা করে এবং তা জাপানের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়, তবে জাপান সামরিকভাবে জবাব দিতে পারে। এই বক্তব্যের পর দুই দেশের সম্পর্কে বড় ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাকাইচির বক্তব্যের পরেই চিনে জাপানবিরোধী মনোভাব বেড়েছে। দর্শকদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও বাজারের পরিস্থিতি বুঝে চিনের চলচ্চিত্র পরিবেশকেরা সিদ্ধান্ত নেন, জাপানি ছবিগুলির মুক্তি আপাতত স্থগিত রাখা হবে। এমনকি, জনপ্রিয় জাপানি অ্যানিমেশনও এই বিতর্ক শুরু হওয়ার পরে দর্শক হারাতে শুরু করেছে।একই সঙ্গে চিন সরকার নাগরিকদের জাপানে যাতায়াত কমাতে পরামর্শ দিয়েছে। দুই দেশের এই বিরোধ এখন শুধু কূটনীতি নয়, বিনোদন, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়- সব ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলছে। এ ঘটনার পরে বিনিয়োগকারীরা চিনের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব বিবেচনা করছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে জাপানের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি সরকারকে চিনের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করতে বলেছে। তার পরেও সম্পর্কের ভবিষ্য এখনও অনিশ্চিত।

বটুকেশ্বর দত্তের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর ঃ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতমাতার বীর সন্তান বটুকেশ্বর দত্তের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু মঙ্গলবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, একদিকে, বটুকেশ্বর দত্ত তাঁর বিপ্লবী ধারণা দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যুবকদের সংগঠিত করেছিলেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এও বলেন, ' কালপানির কঠোর শাস্তিও তাঁর স্বাধীনতার সংকল্পকে নড়বড়ে করতে পারেনি। বটুকেশ্বর দত্তজির জীবন প্রতিটি যুবকের জন্য দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও উৎসর্গের অনুপ্রেরণা।উল্লেখ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃত বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। ১৯১০ সালে ১৮ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়াড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে বটুকেশ্বর। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার অনেক বীর সন্তানের নাম, আর তাঁদের মধ্যে অন্যতম বটুকেশ্বর দত্ত।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশেষ নিবিড় সংশোধনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অংশগ্রহণ, নিজ হাতে পূরণ করলেন এসআইআর ফর্ম

গোরক্ষপুর, ১৮নভেম্বরঃ গোরক্ষপুরের নভেম্বরের সকালের আবহাওয়ায় ছিল হালকা শীতের স্পর্শ, আর সেই আবহেই উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিনটি ধরা পড়ল নতুন মাত্রায়। মঙ্গলবার গোরক্ষপুরে এসে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর কর্মসূচিতে অংশ নিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নির্বাচনী গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা ধরে রাখতে এই উদ্যোগের গুরুত্ব আগেই ব্যাখ্যা করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই জন-উদ্বুদ্ধকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে নতুন বার্তা দিয়েছে ভোটারদের উদ্দেশে।দেশের ৯টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এখন চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন-সংক্ষেপে এসআইআর। এই প্রক্রিয়া মূলত ভোটারদের তথ্য পরিশীলন, নাম অন্তর্ভুক্তি, ভুল সংশোধন এবং ঠিকানার হালনাগাদিকরণে সাহায্য করে। বছরের বিশেষ সময়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যাতে আগামী নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় কোনও ধরনের বিভ্রান্তি বা ভুল তথ্য না থাকে, এবং সমস্ত সঠিক যোগ্য ভোটার নিজ নিজ অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের দাবি, গণতান্ত্রিক ভারতের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করার জন্য এই বিশেষ নিবি। সংশোধন অপরিহার্য। সকালে গোরক্ষপুরের থানায় পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মধ্যে দেখা গেল প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি একজন সাধারণ ভোটারের মতোই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয়। প্রক্রিয়াগত ধাপগুলি মেনে তিনি নিজেই হাতে তুলে নিলেন এসআইআর-এর ফর্ম। তাঁর ঠিকানা, বয়স, পরিচয়সংক্রান্ত নথি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি সতর্কতার সঙ্গে পূরণ করেন। কোনও কর্মী বা অফিসারের সাহায্য ছাড়াই নিজে হাতে ফর্ম পূরণ করা-এই চিত্রটি উপস্থিত সকল আধিকারিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নজর কেড়েছে।ফর্ম পূরণ শেষে মুখ্যমন্ত্রী সেটি তুলে দেন নির্বাচন কমিশনের উপস্থিত আধিকারিকদের হাতে। সেই সময় তিনি কমিশনের কর্মীদের সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলেন, জানতে চান এলাকার এসআইআর প্রক্রিয়ার অগ্রগতি। কমিশনের কর্মীরাও তাঁকে জানান যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রচুর সংখ্যক মানুষ অংশ নিচ্ছেন এ বছরের সংশোধন অভিযানে। সরকারি প্রচার, ভ্রাম্যমাণ শিবির, অনলাইন পদ্ধতি-সব মিলিয়ে এবার সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাত্রা বেশ সন্তোষজনক।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ভোটার তালিকার সংশোধন শুধু প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক পরিচয় নিশ্চিত করার অন্যতম বড় ধাপ। মানুষকে সচেতন করে তুলতে সরকারের পাশাপাশি নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর মতে, যুবসমাজ এবং প্রথমবারের ভোটারদের বিশেষভাবে এগিয়ে আসা উচিত, যাতে তারা নিজেরা সঠিক তথ্য দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।তিনি আরও জানান যে, ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। তাই যাঁদের এখনও নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন, তথ্য সংশোধন দরকার কিংবা ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয় রয়েছে, তাঁদের খুব দ্রুত এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। তিনি রাষ্ট্রের নাগরিকদের উদ্দেশে বলেন-ভোটাধিকার গণতন্ত্রের অমূল্য সম্পদ। এটিকে সঠিকভাবে রক্ষা করতে গেলে আমাদের নিজেদের তথ্যও সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে।গোরক্ষপুরের স্থানীয় প্রশাসন জানায়, গত কয়েক বছরে এসআইআর কর্মসূচির গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বহু মানুষ স্থানান্তরের কারণে ঠিকানা পরিবর্তন করছেন, আবার নতুন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের অন্তর্ভুক্তিও একটি বড় অংশ। এসব কারণে নির্বাচন কমিশন প্রতিবারই বিশেষ নিবি। সংশোধনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করে। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। জেলার বিভিন্ন অংশে শিবির খোলা হয়েছে, যেখানে আধিকারিকরা নাগরিকদের প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করে অনলাইন সিস্টেমে আপডেট করছেন।মুখ্যমন্ত্রীর সফরের দিন গোরক্ষপুর থানার আশপাশের পরিবেশেও দেখা গেল যথেষ্ট সচেতনতা। বহু মানুষ সেখানে এসেছিলেন নিজেদের ফর্ম জমা দিতে। তাদের মধ্যে কেউ নতুন ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করছেন, কেউ বা সংশোধন চাইছেন। বেশ কয়েকজন যুবক জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফর্ম পূরণ করতে আসায় তাঁরা আরও উৎসাহিত হয়েছেন। একজন কলেজ ছাত্র বলেন-আমরা ভাবতাম এসব কাগজপত্র খুব কঠিন বিষয়, কিন্তু আজ দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সময় নিয়ে ফর্ম পূরণ করছেন। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের স্থানীয় আধিকারিক জানান যে, ডিজিটাল প্রক্রিয়া যুক্ত হওয়ায় এবার কাজ অনেকটাই সহজ হয়েছে। প্রয়োজনীয় নথির স্ক্যান কপি জমা দিলেই বেশিরভাগ যাচাই-পর্ব দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। তবু গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেট সমস্যার কারণে কিছু জায়গায় মাঠপর্যায়ের কর্মীদের বেশি সময় দিতে হচ্ছে।গোরক্ষপুর ছাড়াও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের এই উদ্যোগকে প্রশাসনিক কর্মীরা প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, কোনও রাজ্যনেতা নিজে ফর্ম পূরণ করলে জনসাধারণের মধ্যে একটি শক্তিঃশালী বার্তা পৌঁছায়-যে ভোটার তালিকা সংশোধন কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং গণতন্ত্র রক্ষার একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মঙ্গলবারের এই কর্মসূচি শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি প্রতীকী বার্তা-গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকা সমান। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলছে, তা নতুন উদ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এসআইআর চলবে আরও কয়েক সপ্তাহ। এই সময়ে বহু মানুষ দেরি না করে নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স-সংক্রান্ত তথ্য ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন বলেই আশা করা হচ্ছে। আর মঙ্গলবারের এই ছবিটি-একজন মুখ্যমন্ত্রী নিজ হাতে ফর্ম পূরণ করছেন-সম্ভবত সেই উদ্দীপনাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে।গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড ভোটার এবং ভোটাধিকার। তাই ভোটার তালিকার সঠিকতা বজায় রাখার এই অভিযানের গুরুত্ব আগামী দিনেও বহাল থাকবে। আর মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে, দেশের নির্বাচনী কাঠামো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে-এটাই এই দিনের বার্তা।

বাড়ল সরকারি মূল্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৮ নভেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ধান চাষীদের জন্য সুখবর জেলায় ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা বাড়ান হল। প্রতিবছর নভেম্বর মাস থেকে জেলায় জেলায় কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনে রাজ্য সরকার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে সরকারি উদ্যোগে ধান কেনার কাজ। আর ধান কেনার কাজ শুরু হতেই সুখবর এল। শেষ বছরের তুলনায় এবার কৃষকদের কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ ধান কিনবে সরকার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টন বেশি ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। জেলা খাদ্য দফতর সূত্রে জানা যায়, জেলার সরকারি ধান কেনাবেচা কেন্দ্রগুলিতে বাড়তি ধান কেনার জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে আমন ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। চলতি বছরে গতবারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে জেলার ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা। কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ধান সংগ্রহে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ। জেলা খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, চলতি নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ধান কেনার সরকারি প্রক্রিয়া। এবছর জেলার মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন, যা গতবারের ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টনের তুলনায় প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত দাম রাখা হয়েছে প্রতি কুইন্টালে ২৩৬৯ টাকা- সহ বোনাস আরও ২০ টাকা। এই ধান বিক্রি টাকা সরাসরি কৃষকের নিজের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। জেলা জুড়ে ধান কেনার সুবিধার্থে জেলা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে ৩৮টি সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট সেন্টার (সিপিসি)। পাশাপাশি মাঠের পাশে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহের জন্য চালু হয়েছে ১২টি মোবাইল ভ্যান। এছাড়াও দুটি সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন ব্লকে মোট ১৩৩ টি ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার খাদ্য দফতর সূত্রে জানা যায়, ইতিমধ্যেই ধান বিক্রির জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কৃষক।

নিখোঁজ শিশুর হদিশ মিলল জলাশয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ নভেম্বর ঃ অবশেষে মালদার মোথাবাড়ির নিখোঁজ শিশুর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে লীলারামটোলা গ্রামের এক জলাশয় থেকে নিখোঁজ শিশু ঋষিকা মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। শিশুটি পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। পরে বাড়ি লাগোয়া জলাশয় থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়। শিশুটিকে কেউ বা কারা খুন করে থাকতে পারে বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। তদন্ত করছে পুলিশ। পাঁচদিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ৫ বছরের শিশুকন্যার হদিশ পেতে এবার মাঠে নামল পুলিশের ডগ স্কোয়াড টিম। শিশুর খোঁজে পুলিশ কুকুর দিয়ে গ্রাম সহ আশেপাশের জমি, বাগান, পুকুরপাড় সহ বিভিন্ন এলাকায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি অভিযান চালান হয়। মঙ্গলবার সাতসকালে মালদার মোথাবাড়ি থানার উত্তর লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের লীলারামটোলা এলাকায় এমনই ছবি দেখা গেল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার লীলারামটোলার বাসিন্দা, পেশায় কৃষক মনোজ মণ্ডলের পাঁচ বছরের শিশুকন্যা ঋষিকা মণ্ডল জমি থেকে বাড়ি ফেরার পথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁর কোনও হদিশ পায়নি। ওইদিনই মোথাবাড়ি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এরপর পুলিশ পরপর দু'দিন গোটা গ্রাম সহ আশেপাশের সমস্ত এলাকায় কার্যত চিরুনি তল্লাশি চালায়। সেই সঙ্গে তদন্ত জারি রাখে। এই পরিস্থিতিতে ছোট্ট ঋষিকার হদিশ পেতে এদিন সাতসকালে লীলারামটোলায় পৌঁছে যায় পুলিশের ডগ স্কোয়াড টিম। মুর্শিদাবাদ থেকে ডগ স্কোয়াডের টিম এসে মোথাবাড়ি থানার পুলিশকে সঙ্গে করে এলাকার আনাচে-কানাচে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। পুকুর থেকে মেলে শিশুর নিথর দেহ।

বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবীতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচী পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ নভেম্বর ঃ নিজেদের দাবী আদায়ে এবারে নদীয়ায় পথে নেমে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলো অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মী ইউনিয়নের তরফে। মঙ্গলবার সারা রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়াতেও একইভাবে এই কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী সদস্যদের। এদিন দুপুরে নদীয়ার কৃষ্ণনগরের শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে মিছিল করে শহরের সদর হাসপাতাল মোড়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে পথ অবরোধের মাধ্যমে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন তারা। পরবর্তী সময়ে মিছিল সহযোগে জেলাশাসক দপ্তরে গিয়ে ডেপুটেশনও দেয়। বিক্ষোভ কর্মসূচী থেকে তারা দাবী তোলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আশা কর্মীদের বেতন অবিলম্বে বৃদ্ধি

করতে হবে, বেতন প্রতিমাসের টাকা প্রতি মাসেই পরিশোধ করতে হবে, এছাড়াও তাদের দাবি, কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয় স্মার্টফোনের, কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মাত্র দশ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে স্মার্ট ফোন কেনার জন্য। এই টাকায় ফাইভ জি ফোন কেনা সম্ভব হয় নয় শুধু তাই নয় এই প্রকৃয়াতেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক নিয়ম ও শর্ত, অবিলম্বে তা বাতিল করতে হবে। অবিলম্বে তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে কর্মবিরতিরও হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী থেকে শুরু করে আশা কর্মীরা।

হাতির হানায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৮ নভেম্বর ঃ হাতির আক্রমণে প্রাণ হারালেন রামঝোরা এলাকার এক মহিলা। জখম হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে কালচিনিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে রামঝোরা চা বাগানে সোমবার রাতে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে বনদফতরের কর্মীরা ও বীরপাড়ার থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। জানা গেছে, সোমবার রাতে এলাকায় হাতি প্রবেশ করেছে জানতে পেয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সেইসময় বোলো ঝা নামের ওই মহিলাও ঘর থেকে বের হন। আচমকা হাতি চলে আসে তাঁর ঘরের সামনে। বোলো ঝাকে আছাড় দেয় হাতিটি। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে হাতির হানায় আহত কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ লতাবাড়ির এক যুবক। এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে এই এলাকার দুজন হাতির হানায় জখম হলেন। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে হানা দেয় হাতি। সে সময় ধানের জমিতে ছিলেন এলাকার এক বাসিন্দা যোগী খারিয়া। আচমকা হাতি এসে তার ওপর হামলা করে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম যোগীকে বনকর্মীরা লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও পরে সেখান থেকে তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে দক্ষিণ লতাবাড়ি এলাকায় এই ধরণের ঘটনা প্রথম নয়। গত সপ্তাহেও হাতির হামলায় গুরুতর জখম হন এলাকার যৌথ বনসুরক্ষা কমিটির সদস্য। এমন ঘটনায় আতঙ্কিত এবং ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন।

খাঁচাবন্দি চিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগরাকাটা, ১৮ নভেম্বর ঃ আবার ডুয়ার্সে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রামে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর কাছে যেতেই দেখেন একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা। তারা চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই এলাকায় চিতাবাঘের আনাগোনা লেগেই থাকে। দুর্গাপুজোর আগে ঠিক এই এলাকা থেকেই এক কিশোরকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ। এমনকি বেশকিছু দিন আগে এক কিশোরীকেও চিতাবাঘ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে এই এলাকার বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কিত। বর্তমানে ওই এলাকায় চিতাবাঘ ধরতে সাতটি খাঁচা বসানো রয়েছে। তারই মধ্যে একটি খাঁচায় এদিন চিতাবাঘ বন্দি হয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ১১.৯৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর প্রকল্প

মালিগাঁও, ১৮ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল জোন জুড়ে সৌরশক্তির ক্ষমতা ক্রমাগত সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুনর্নবীকরণযোগ্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি জোরদার করে চলেছে। ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ২০১১ সাল থেকে তার ডিভিশন অর্থা কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং, তিনসুকিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, অফিস, বর্কশ্বপ এবং সার্ভিস বিল্ডিংগুলিতে, মোট ১১.৯৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন রুফটপ সৌর প্রকল্প স্থাপন করেছে। এছাড়াও, এই স্থাপনাগুলি মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয় এবং এর বর্কশ্বপে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ ভারতীয় রেলওয়ের গ্রীণ এনার্জী গ্রহণ বৃদ্ধি এবং প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎসের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চলতি আর্থিক বছরে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোট ২.৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর প্রকল্প স্থাপন করেছে। এটি প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৮.৯৮ লক্ষ ইউনিট সৌরশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করেছে, যার ফলে প্রতি মাসে আনুমানিক গড়ে ৬৬ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়াও, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৮ মেগাওয়াট-এ উন্নীত করার জন্য, মালিগাঁও-এর মুখ্য কার্যালয় এবং এর বর্কশ্বপ সহ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর পাঁচটি ডিভিশনেই কাজ চলছে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে আরও ১.৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কেপেক্স এবং রেছকো মডেলের অধীনে আসন্ন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে তার পুনর্নবীকরণযোগ্য বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নীতকরণ আরও সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রচেষ্টাগুলি স্বচ্ছ এনার্জির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, কার্বন নিঃসরণ কমাবে এবং যথেষ্ট খরচ সাশ্রয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা এবং প্ল্যান্টের কর্মক্ষমতার ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একটি এনার্জি-সাশ্রয়ী, পরিবেশগতভাবে অনুকুল রেল নেটওয়ার্ক তৈরির দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

বর্ধমানের রমনাবাগান চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে জুলজিক্যাল অথরিটির সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৮ নভেম্বর ঃ শীতের শুরুতেই পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বর্ধমানের রমনাবাগান চিড়িয়াখানা। সে কারণেই মঙ্গলবার চিড়িয়াখানার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে এলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুলজিক্যাল অথরিটির সদস্যরা। জেলা বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে. তারা গোটা রমনাবাগান পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন এবং পশু-পাখিদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। পরিদর্শনের পর দীর্ঘক্ষণ ধরে চলেছে আধিকারিকদের বৈঠক। চিড়িয়াখানায় বর্তমান অবস্থা, দর্শনার্থীদের সুবিধা, প্রাণী কল্যাণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের নানা দিক নিয়েই আলোচনা হয়। কর্তৃপক্ষের তরফে জানান হয়-ঠান্ডার আমেজ পড়তেই রমনাবাগানে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ছে, সকাল-বিকেল শিশুদের নিয়ে পর্যটকদের আনাগোনা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতেই নানারকম উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। জুলজিক্যাল অথরিটির প্রতিনিধিদল চিড়িয়াখানার পশু-পাখিদের আবাসন, খাদ্য, পরিচর্যা এবং তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার দিক খতিয়ে দেখেন। সামগ্রিক মূল্যায়ন করে একটি রিপোর্টও তৈরি করা হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান-আগামী দিনে রমনাবাগান চিড়িয়াখানায় আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। প্রাণী কল্যাণের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ইতিমধ্যেই রমনাবাগানের উন্নয়ন নিয়ে একটি 'মাস্টার প্ল্যান' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন পর চিড়িয়াখানার অভয়ারণ্যে নতুন পশু-পাখি আনার পরিকল্পনাও চূড়ান্ত হয়েছে। এই জন্য একটি তালিকা অনুমোদন পেয়েছে বলেও জানা গেছে। রমনাবাগানের উন্নয়নে এই উদ্যোগে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলবে- এমনটাই আশা করছেন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

উধাও ট্রান্সফরমার! জলশূন্য তিনটি গ্রাম, আতঙ্কে দুবরাজপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৮ নভেম্বর ঃ বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের গরগড়া গ্রামে পাম্পঘর থেকে জল সরবরাহের ট্রান্সফরমার চুরি হয়ে যাওয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন। এই ট্রান্সফরমারের মাধ্যমেই গরগড়া, হেতমপুর পঞ্চায়েত এবং আশপাশের আরও দু'একটি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ হত। হঠাৎ এই চুরির পর কার্যত জলশূন্য হয়ে পড়েছে পুরো অঞ্চল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিদিনের মত এদিন ভোরবেলা জল তুলতে গিয়ে অপারেটররা দেখতে পান ট্যাঙ্কের জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমারটি উধাও। শুধু তাই নয়, ট্রান্সফরমারের ভিতরের মূল্যবান অংশগুলো খুলে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। তাঁদের কথায়, এটা আমরা প্রথম দেখলাম। একটা ট্রান্সফরমার এভাবে চুরি হয়! আজ আমাদের এখানে হল, কাল হয়তো আরও কোথাও হবে এই ভয়টা এখন থেকেই মনে ঢুকে গেল। ঘটনার ফলে কেন্দুলা, হেতমপুর, গরগড়া গ্রামে জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ। যে গ্রামগুলিতে প্রতিদিন এই পাম্পঘর থেকে জল যেত, তারা এখন পানীয় জলের চরম সংকটে। স্থানীয়রা জানান, এই ট্রান্সফরমার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জল সরবরাহ চালু করা যাবে না। ফলে কয়েক ঘণ্টা তো দূরের কথা, অনেক গ্রামবাসী আশঙ্কা করছেন দিনভর এমনকি একাধিক দিনও হয়তো জল আসবে না। ইতিমধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ানো এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। পাম্পঘর এলাকায় চুরি কীভাবে ঘটল, কারা যুক্ত, এবং নিরাপত্তায় কোনও ত্রুটি ছিল কি না তার খোঁজ শুরু হয়েছে।

মালদায় আশা কর্মীদের বিক্ষোভ স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ নভেম্বর ঃ দীর্ঘদিনের দাবির পর দীপাবলির আগে আশা কর্মীদের কর্মসূত্রে ব্যবহারের জন্য প্রতি জনকে ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে মোবাইল দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে সেই মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ক্ষুব্ধ আশা কর্মীরা। পাশাপাশি সরকারের তরফে নির্দিষ্ট সময়ে মোবাইল রিচার্জের অর্থও প্রদান করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে মোবাইল ব্যবহারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার বিক্ষোভে সামিল হন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। এদিন মালদা শহরের রথবাড়ি মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিলটি জেলা শাসকের দফতরে পৌঁছায়। সেখানে প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দেয়। আশা কর্মীদের অভিযোগ, কাজের সুবিধার্থে দেওয়া মোবাইল হলেও বিভিন্ন নিয়মের জেরে তা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দ্রুত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও নিয়মিত রিচার্জের অর্থ প্রদানের দাবি জানান তাঁরা। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে, দাবি না মানা হলে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

Office of the
MAJU GRAM PANCHAYAT
Madhya Maju, Jagatballavpur, Howrah, Pin-711414

e-Tender Notice

Pradhan Maju Gram Panchayat, Howrah invites e-Tender vide **NIT No: Maju GP/1150/APAS/ 25-26, Dated-12/11/2025**. Bid Submission starting from **12.11.2025** upto slot availabe in the site. Date of opening as per slot available in the site. For more information,visit **https://www.wbtenders.gov.in** and the notice board of Maju Gram Panchayat office.

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-JANAI BAZER PO-JANAI Dist-Hooghly West Bengal

-Tender are invited by the Prodhan of JANAI Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. SL. NO 1:-NIT no-472/JGP dt 18.11.2025 Tender id- **2025_ZPHD_952612_1** Publish Date- **18.11.2025 06.00 P.M** Name of The Work: CONSTRUCTION OF COVERED DRAIN FROM HO SIRAJUL TO HO ROJNAR BOOTH 113 ; Estimated Amount- Rs. 475239.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **13.12.2025, 11.00 AM,** DATE of opening technical & Financial BID **15.12.2025 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনি অস্থিরতা এবং উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন, যা আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করতে পারে। এই সময় আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম বোধ করতে পারেন।
বৃষঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায়.এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন।
মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। এটি আপনার জীবনের সকল দিকে ভারসাম্য এবং সাদৃশ্য আনার সময়। আপনি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে গভীর কথোপকথন এবং বোঝাপড়া অনুভব করবেন।
কর্কট রাশি ঃআপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জ এবং সন্দেহ নিয়ে আসবে। আপনার জীবনের অনেক কিছুই ভাল হবে না, যা আপনাকে একটু উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে। শুভদিন।
কন্যা ঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে ঋণ চাইতে আসতে পারে। আপনাকে ঋণ দেওয়ার আগে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, অন্যথায় অর্থের ক্ষতি হতে পারে। বিবাহের যোগ।
তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং শুভ দিন হবে। আপনার জীবনে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির অনুভূতি বিরাজ করবে।
বৃশ্চিকঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিঃশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়।শুভদিন
ধনুঃ আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে ঋণ চাইতে আসতে পারে। ব্যবসায়উন্নতি
মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জে ভরা দিন হতে পারে। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা হতাশা অনুভব করতে পারেন। শুভদিন।
কুম্ভঃআপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পাতে হতে পারে।
মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু অসুবিধা এবং চ্যালেঞ্জে ভরা থাকতে পারে। আপনার আবেগ ওঠানামা করতে পারে, যা আপনাকে অস্বস্তিকর বোধ করাবে। আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের

আবহাওয়া

শীতের আমেজ রয়েছে, মঙ্গলবারও স্বাভাবিকের নীচেই থাকল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিন ভোরে ভালোই ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, সকাল থেকেই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় এমনই আবহাওয়া। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয়েছে ১৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ৭ দিন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ফলে ঠান্ডাও কমবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, উত্তর ভারতের ঠান্ডা হাওয়ার প্রভাব কমেছে। কলকাতার বাতাসে ঢুকেছে জলীয় বাষ্প। ফলে বাড়তে পারে গরম, সে কারণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য হলেও বাড়বে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৫৪মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

দু দিনে ৫৫ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবি গ্রেফতার হল ফ্রেজারগঞ্জ উপকূলে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,দক্ষিন ২৪ পরগনা ঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের বিপুল সংখ্যায় বাংলাদেশি মৎস্যজীবী আটক হলেন সু ন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায়। শনিবার রাতেই ২৯ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী আটক হয়েছিলেন উপকূল রক্ষী বাহিনীর হাতে। রবিবার রাতেফের ২৬ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করা হল। এই পরিস্থিতিতে সুন্দরবন এলাকা ও জলসীমানা এলাকায় নিরাপত্তা আরও বা।ানো হয়েছে। রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভারত বাংলাদেশ জলপথে নজরদারি চালাচ্ছিলেন উপকূল নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা। সেসময় ভারতীয় জল সীমানার ভিতরে গভীর সমুদ্রে একটি বাংলাদেশি ট্রলার দেখা যায়। নিরাপত্তা বাহিনী ‘ দোয়া’ নামে ওই বাংলাদেশি ট্রলারটিকে দ্রুত আটক করে। সেই ট্রলারে মোট ২৬ জন বাংলাদেশি ছিলেন। রাতেই তাঁদের ফ্রেজারগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। তাঁদের তুলে দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে। পুলিশ ওই ২৬ জনকেই অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার রাতেই ২৯ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে সু ন্দরবন এলাকার ভারতীয় জল সীমানায় আটক করা হয়েছিল। পরে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। গত দু’দিনে মোট ৫৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে পাকড়া ও করা হল ভারতীয় জল সীমানায়। সোমবার ওই ৫৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। দু’দিনের মধ্যে দু’টি মাছ ধরার ট্রলারে মোট ৫৫ জন মৎস্যজীবী গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ভারতীয় জল সীমান্তে আরও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

অভিজ্ঞতার নম্বর বৈষম্যের অভিযোগে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের হাই কোর্টে ধাক্কা

তাপস রায়, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আবারও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে। তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করলে অভিজ্ঞতার নম্বর মিলবে, আর সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলে বহু বছর পড়ানোর পরও সেই নম্বর মিলবে না কেন? ঠিক এই যুক্তির ভিত্তিতেই নতুন করে মামলা পৌঁছল কলকাতা হাই কোর্টে। শিক্ষা দফতর ও এসএসসি-র নীতির বিরুদ্ধে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ২৮ নভেম্বর, বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিতর্কে এ বছরের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় দেয়। আদালত জানায়, সেই বছরের গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া অসাংবিধানিক হওয়ায় প্যানেল বাতিল করতে হবে। এর ফলে চাকরি হারান মোট ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী। আদালত নির্দেশ দেয় চাকরিহারা যোগ্য প্রার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ করা হবে। সেই অনুসারে নতুন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশিত ফলাফলেই শুরু হয়েছে নতুন জট। দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সেই প্রার্থীদের, যারা আগে সরকারি বা সরকার-অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অর্থাৎ, যাঁরা বেসরকারি স্কুলে বহু বছর পড়িয়েছেন, তাঁদের কোনও অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়নি। ফলে মূলত যাঁরা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে চাকরি হারিয়েছিলেন, তাঁরাই এই ১০ নম্বরের সুবিধা পেয়েছেন। বেসরকারি স্কুলের বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার দাবি, তাঁরা সমানভাবে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাদের কথায়,ছাত্রকে শেখানোর ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তবে এসএসসি কেন অভিজ্ঞতা মূল্যায়নে বৈষম্য করছে? এই প্রশ্ন তুলেই নতুন করে মামলাটি দায়ের হয়েছে হাই কোর্টে। তাঁদের বক্তব্য, যদি সরকারি স্কুলের অভিজ্ঞতা মূল্যবান হয়, তবে সরকার-স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও সমানভাবে গণ্য হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, নতুন পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আরও একটি বড় সমস্যা সামনে এসেছে। বহু নতুন পরীক্ষার্থী অভিযোগ করছেন, তাঁরা লিখিত পরীক্ষায় পুরো নম্বর পেলেও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাননি। কারণ অতিরিক্ত ১০ নম্বর যাঁদের অভিজ্ঞতার জন্য যোগ হয়েছে, তাঁদের মোট প্রাপ্ত নম্বর বেড়ে গিয়েছে। ফলে নতুন প্রার্থীদের কাট-অফ নম্বর দাঁড়িয়েছে তাঁদের মোট পরীক্ষার সম্ভাব্য নম্বরের থেকেও বেশি। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। সোমবার রাতেই বিকাশ ভবনের সামনে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেন। ইন্টারভিউ ডাকা নিয়ে যে বৈষম্য হয়েছে, তার তদন্তের দাবি ওঠে। পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে পরীক্ষার্থীদের ক্ষোভ কমেনি। এবার বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা নেমেছেন আইনি লড়াইয়ে। তাঁদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে নতুন যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে সকলের জন্য সমান সুযোগ থাকা উচিত ছিল। কোনও শিক্ষক কোথায় পড়িয়েছেন তা দিয়ে বৈষম্য করা যায় না। আইনজীবীরাও যুক্তি দিচ্ছেন, অভিজ্ঞতা যখন যোগ্যতার অংশ, তখন তা সরকারি ও বেসরকারি দুই ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বে বিবেচনা করা উচিত। এসএসসি-র ভবিষ্যৎ নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর এই মামলার রায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, অভিজ্ঞতার নম্বর নিয়ে যে নীতিগত প্রশ্ন উঠেছে, তার অন্য প্রার্থীদের ওপরও ব্যাপক প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে যারা বেসরকারি স্কুলে বহু বছর ধরে পড়াচ্ছেন, তাঁদের দাবি,আমরা বছরের পর বছর স্কুলে পড়িয়েছি। ছাত্র তৈরি করেছি। আজ নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা মূল্যহীন বলে গণ্য হলে তা চরম অন্যায়। এখন নজর ২৮ নভেম্বরের দিকে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার আদালতে ঠিক কী পর্যবেক্ষণ আসে, তার ওপর নির্ভর করবে হাজার হাজার শিক্ষকের ভবিষ্য। এসএসসি-র নিয়ম কি বদলাবে? অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে কি সমতা ফিরিয়ে আনা হবে? নাকি কমিশনের নিয়ম বহাল থাকবে?-এই সব প্রশ্নের উত্তর এখন আদালতেই।

কানাডায় এ্যাপ্লাই বোর্ড আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়

আশিস কুমার ঘোষ, কলকাতা,১৮ নভেম্বর ঃ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশমুখী হচ্ছে এদেশে উচ্চশিক্ষার পরে চাকরির সুযোগ অপ্রতুল থাকার কারণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানাডা এখন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় গন্তব্য। এপ্লাই বোর্ডের ফল ২০২৫ স্টুডেন্ট পালস সার্ভে অনুযায়ী বিদেশী শিক্ষার্থীরা কানাডার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কোর্স শেষে পাওয়া সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। বিশ্বজুড়ে পলিসি পরিবর্তন এবং শীর্ষ দেশ গুলোর প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী কানাডায় উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যা প্রমান করে কানাডা এখন একটি নিরাপদ স্বাগতপূর্ণ এবং সুযোগে ভরপুর দেশ। সেপ্টেম্বর ২০২৫ এই সমীক্ষায় প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা এখন খরচ নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের নিশ্চিত সম্ভাবনা এই তিনটি বিষয়ে ভারসাম্য রেখে কানাডাকে বেছে নেয়।

হাওড়ায় ফ্ল্যাটে বসবাসকারী ভোটারদের খোঁজে নাজেহাল বিএলওরা, হেল্পলাইন চালু!

অনিকেত নস্কর, হাওড়া, ১৮ নভেম্বর ঃ হাওড়া শহরের অনেক বাসিন্দাই পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছেন, যা এসআইআর প্রক্রিযার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএলওরা পুরনো ঠিকানায় গিয়ে ভোটারদের খুঁজে পাচ্ছেন না, ফলে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণে সমস্যা হচ্ছে। যারা ফর্ম পাননি, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বিএলওরা, তবে সবার হদিশ পাওয়া এখনও সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যার সমাধানে হাওড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হাওড়া প্রশাসনের তরফে চালু করা হেল্পলাইন নম্বর দু’টি হল- ৯০০৭০৭৯৮৬৬ ও ৯৪৭৭৪৬৪৬৭০। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই দু’টি নম্বরে ফোন করলে সাহায্য পাবেন বাসিন্দারা। যাঁরা ফর্ম পাননি তাঁদের ফর্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বিএলওরা। এই প্রসঙ্গে সোমবার হাও।ার জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া বললেন, শুধু ফর্ম না পাওয়া নয়, পূরণেও যদি কারও অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রেও তাঁরা এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। এদিন জেলাশাসক জানিয়েছেন, হাওড়া শহরের অনেক বাসিন্দাকে ইতিমধ্যেই এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও কিছু বাসিন্দার কাছে ফর্ম পৌঁছায়নি, বিশেষত যারা পুরনো ঠিকানা ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে চলে গেছেন। এই নতুন ঠিকানায় যাদের ফর্ম পৌঁছায়নি, তাদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। বিএলওরাও এই সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি, ডেটা এন্ট্রির কাজকে সহজ করার জন্য প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ২০ জন করে অতিরিক্ত সরকারি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, যারা কম্পিউটারে এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করবেন।

ফের ব্লু লাইনে মেট্রো বিভ্রাট,বরানগর-নোয়াপাড়া সেগমেন্টে কেবল কাটা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ ফের ব্লু লাইনে ভোগান্তি! দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম স্টেশনের মধ্যে মেট্রো দেরিতে চলাচল করে দীর্ঘক্ষণ। বরানগর স্টেশনে মেট্রো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকায় মঙ্গলবার অফিস টাইমে নিত্যযাত্রী এবং সাধারণ মানুষ চরম সমস্যায় পড়েছেন। সিগন্যালিং ত্রুটির কারণে এই সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইতিমধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। তারা সমস্যার কারণ সম্পর্কেও যাত্রীদের অবগত করেছেন। এক বার্তায় কলকাতা মেট্রো জানাচ্ছে, সোমবার রাতে পেট্রোলিং চলাকালীন বরানগর এবং নোয়াপাড়ার মধ্যে একাধিক জায়গায় সিগন্যালিংয়ের কেবল কাটা রয়েছে বলে দেখতে পান কর্মীরা। দ্রুত তা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা নয়। নতুন কেবল লাগানো হয়। কিন্তু পরিস্থিতি ঠিক না হওয়ায় ম্যানুয়াল সিগন্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে মেট্রো। আর সেই কারণেই দক্ষিণেশ্বর এবং দমদমের মধ্যে ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হতে পারে বলে আশঙ্কা। আর তার জেরেই সকাল থেকে বরানগর স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ছে মেট্রো। তবে কীভাবে সিগন্যালিংয়ের কেবল কাটল তা স্পষ্ট করা হয়নি মেট্রোর তরফে।

উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম রুট) নিয়ে যাত্রীদের ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছে। মেট্রো স্টেশনে দেরিতে পৌঁছানো, মেট্রোর দরজা বন্ধ না হওয়া, একাধিক স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার মতো সমস্যায় যাত্রীরা জর্জরিত। তাদের অভিযোগ, নতুন তিনটি রুট উদ্বোধনের পর থেকে ব্লু লাইন যেন ‘দুয়োরানি হয়ে উঠেছে। পুজোর সময় যদিও তেমন সমস্যা দেখা দেয়নি, কিন্তু পুজোর পর ফের একই অবস্থা ফিরে এসেছে। বর্তমানে ব্লু লাইন যেন ভোগান্তির প্রতীক। প্রতিদিনই মেট্রোর ত্রুটির কারণে নিত্যযাত্রী ও সাধারণ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়ছেন, যা যাত্রীদের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করছে। ফলে মেট্রো পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে নয়া আকর্ষণ! উদ্বোধন হল ‘নক্ষত্র বাটিকা’র

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৮ নভেম্বর ঃ বোটানিক্যাল গার্ডেনে এবার ‘নক্ষত্র বাটিকা’! বিশেষ গুণসম্পন্ন ৩৩টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে এখানে সংরক্ষিত করা হয়েছে। কিউআর কোডের মাধ্যমে পর্যটকেরা উদ্ভিদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে জানতে পারবেন। গাছের সামনে লাগানো কিউআর কোড মোবাইলে স্ক্যান করলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে তথ্য। গত কয়েক বছরে বনজ ফলের বাগান, ছত্রাক, ভেষজ, জলজ সহ বিভিন্ন বিভাগে উদ্ভিদ সংরক্ষণে বিশেষ জোর দিয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে এবার আরও একটি বিভাগ সংযোজিত হল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শ্রী বেদ প্রকাশ মিশ্র হাওড়ার আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনে ‘নক্ষত্র বাটিকা’র উদ্বোধন করলেন। উপস্থিত ছিলেন বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরিচালক ডঃ কনাদ দাস এবং এজেসিবি আইবিজি-র প্রধান ডঃ দেবেন্দ্র সিংহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অশ্বত্থ গাছের চারা রোপণ করা হয়, যা এই বিশেষ প্রকল্পের প্রতীকী সূচনা হিসেবে ধরা হচ্ছে। এরপর তিনি বাগানের চলমান উন্নয়নমূলক কাজ ও সাম্প্রতিক উদ্যোগ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য শোনেন। শ্রী মিশ্র বাগানের বিখ্যাত জায়ান্ট বটগাছ চত্বর ঘুরে দেখেন এবং বিজ্ঞানী ও কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি তাঁদের দীর্ঘদিনের সংরক্ষণমূলক কাজের প্রশংসা করার পাশাপাশি এই প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মন্তব্য করেন। ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও উদ্ভিদতত্ত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়ে গড়ে উঠেছে ‘নক্ষত্র বাটিকা’। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ২৭টি নক্ষত্রের প্রত্যেকটির সঙ্গে এক একটি বৃক্ষ সম্পর্কিত, এই ধারণাকে ভিত্তি করে এই বিশেষ বাগান তৈরি করা হয়েছে। এখানে ২৫টি উদ্ভিদ পরিবারের মোট ৩৩টি বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি গাছের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক লেবেল ও কিউআর কোড, যার মাধ্যমে পর্যটকেরা গাছ ও সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রের তথ্য সহজেই জানতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে ডাইরেক্টর ডঃ দেবেন্দ্র সিং জানান, নক্ষত্র, গ্রহ এবং রাশি সম্পর্কিত গাছ এই বিভাগের মধ্যে থাকছে। এর মধ্যে বেশ কিছু গাছ পুজোয় ব্যবহৃত হয়।

অসুস্থ মহিলাকে খাটে বেঁধে ডাকাতি, লক্ষাধিক টাকার সোনা গয়না লুট!

নিজস্ব সংবাদদাতা, মিনাখাঁ, ১৮ নভেম্বর ঃ অসুস্থ মহিলাকে খাটে বেঁধে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযাযী, টাকা ও সোনার গয়না মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা লুট করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মিনাখাঁর মোহনপুর এলাকার দক্ষিণ কালীবাড়ি এলাকায়। এটি এই বাড়িতে প্রথমবার নয়, আগেও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। বাড়ির কর্তা বিজেপি কর্মী হওয়ায় এই ঘটনায় রাজনৈতিক রংও লেগেছে। মোহনপুর অঞ্চলের দক্ষিণ কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রণজি মণ্ডল। তিনি এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। রণজিৎ কর্মসূত্রে বাড়ি থেকে দূরে থাকেন। একাই থাকেন তাঁর স্ত্রী। তিনি অসুস্থ। অভিযোগ, বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে সোমবার গভীর রাতে বেশ কিছু দুষ্কৃতী রণজিবাবুর স্ত্রীকে খাটের বেঁধে বাড়িতে থাকা সোনার গয়না নগদ-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। রণজিৎ বিজেপি কর্মী হওয়ায় ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগতে সময় লাগেনি। স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলেন, রণজিতের বাড়িতে আগেও ডাকাতি হয়েছে। ওঁর বাড়ি থেকে পুলিশ ক্যাম্প খুব দূরে নয়। পুলিশ জানে সমস্তটাই। তারপর আবার ডাকাতি হল। ওঁর অসুস্থ স্ত্রীকে খাটে বেঁধে লুটপাট চালায় একদল দুষ্কৃতী। এর দায় পুলিশকেই নিতে হবে। এই ভাবে বিজেপির কোনও কর্মী বা কার্যকর্তাকে আটকানো যাবে না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংশোধনাগারে কর্মরত ৪ হাজার কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ঃ সংশোধনাগার দফতরের কাজকর্মকে আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে কর্মরত প্রায় ৪ হাজার কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড এবার ডিজিটাল ভাবে সংরক্ষণ করা হবে। বহু বছর ধরে পুরনো কাগুজে নথির উপর নির্ভরশীল এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে রাজ্যের কারা দফতর নিরাপদ ও আধুনিক ডিজিটাল নথি সংরক্ষণের এই উদ্যোগ শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের কেন্দ্রীয়, জেলা, বিশেষ ও সাবসিডিয়ারি সংশোধনাগার সহ সংশোধনাগার দফতরের বিভিন্ন কার্যালয়ে মোট প্রায় ২০ জন চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিযুক্ত করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা কর্মীদের ব্যক্তিগত ফাইল গুছিয়ে আনাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। নির্দেশ অনুযায়ী, সমস্ত ডিজিটালাইজেশনের কাজ সংশোধনাগারের দফতরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। কোনও নথি বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে বলা হয়েছে, প্রয়োজনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্মী পাঠাতে হবে।এতদিন যেসব ম্যানুয়াল রেজিস্টারের উপর কাজ চলত, সেই ব্যবস্থা বদলে গেলে নিত্যদিনের কার্যক্ষমতা যেমন বাড়বে, তেমনই কাজ আরও গুছিয়ে করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দাদার বিপুল ঋণের বোঝা ভার সইতে না পেরে আত্মঘাতী ভাই কুলপিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলপি, ১৮ নভেম্বর ঃ বাজার থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়ে পলাতক দাদা,আর তাই পাওনাদারদের চাপে ভাই শেষ করলেন নিজেকে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃতের নাম মহাদেব হালদার, বয়স ৩৫ বছর। মঙ্গলবার সকালে নিজের ঘর থেকে মহাদেবের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার করঞ্জলী এলাকায় বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পরিবার। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম মহাদেব হালদার।বয়স ৩৫ বছর।পরিবারের দাবি, পারিবারিক কোন ও অশান্তি ছিল না। তবে পলাতক দাদার ঋণের চাপে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে ভাই মহাদেব। জানা যায়, মহাদেবের দাদা গোষ্ঠ হালদার দীর্ঘ দিন ধরে এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে ছিলেন। সেই টাকা শোধ না করে তিনি বহু দিন ধরে ফেরার। দাদার খোঁজ না পেয়ে পাওনাদারেরা ভাইকে চেপে ধরেন। টাকার জন্য সকলে মিলে মহাদেবের উপর চাপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। দাদার করে যাওয়া ঋণের চাপে এবং মানসিক যন্ত্রণায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছিলো মহাদেব। আর সেই কারণে মঙ্গলবার সকালে নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। খবর পেয়ে মহাদেবের বাড়িতে যায় কুলপি থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পলাতক দাদার খোঁজে তল্লাশিও চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পিসকা স্টেশনের পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পটি লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রতীক। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পটি ধাপে ধাপে ভারত জুড়ে রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে উন্নত করার একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এই প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ৭২টি স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি স্টেশনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্টেশনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে কাজ করা হচ্ছে। লক্ষ্য হল স্টেশনগুলিকে আরও পরিষ্কার, আরও আরামদায়ক এবং ব্যবহারে সহজ করা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার রাঁচি বিভাগের আওতাধীন পিসকা রেলওয়ে স্টেশনটি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে উন্নীত করা স্টেশনগুলির মধ্যে একটি। পুনর্নির্মাণের কাজের লক্ষ্য হল আরও যাত্রী-কেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা সহ সাধারণ স্টেশনটিকে রূপান্তর করা। পিসকা রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ফলে রাঁচি এবং আশেপাশের এলাকার হাজার হাজার দৈনিক যাত্রী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নত যোগাযোগ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে, আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং ঝাড়খণ্ড জুড়ে পর্যটনকে সমর্থন করবে। পুনর্নির্মাণের কাজের সময় পিসকা স্টেশনে নিম্নলিখিত যাত্রী সুবিধাগুলি যুক্ত করা হবে। পিসকা স্টেশনগুলিতে উন্নত সুবিধাঃ ১। নতুন স্টেশন ভবন ২। নতুন সার্কুলেটিং এরিয়া ৩। নতুন পার্কিং এরিয়া ৪। নতুন লিফট ৫। নতুন ১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজ ৬। উন্নত অ্যাপ্রোচ রোড ।

টাকীতে মরণোত্তর বই প্রকাশ ও স্মৃতিচারণ

সৌরভ দাশ,টাকীঃ টাকীতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরুণ সরকারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ বৃন্দের হাতধরে প্রকাশিত হলো ’ তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত বই ’চাঁদের কলনিতে ’ টাকী থুবায় নিজ বাসভবনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরুণ সরকারের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয় পরিবার পরিজনদের তরফে। হাসনাবাদের তকিপুর রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় তার ছিলো গভীর অনুরাগ। বিভিন্ন বিষয়ে তার লেখা গুলি জনপ্রীয়তাও অর্জন করেছিলো তার জীবদ্দশায়। তার লেখা বইগুলির মধ্যে ’মঙ্গল গ্রহে মানুষ ’আপনার শরীরকে জানুন ’ , ’কেমন করে শিশুকে মেধাবী করবেন’, ’দুশ্চিন্তা থেকে প্রতিকার’, ’পরিবেশ সবুজায়ন ও সুস্থ থাকবেন কিভাবে’, উল্লেখযোগ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে বই প্রকাশ ও তাঁর স্মৃতিচারণের পাশাপাশি ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন ও করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক পরিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ,টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূর্নমায়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রাণোময়ানন্দজী মহারাজ,স্বামী বিভানন্দজী মহারাজ সহ প্রকাশনীর কর্মকর্তারা এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ও স্থানীয় বিশিষ্ট জনেরা।

ভাটপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান অনুষ্ঠান

মহন্ত দাশগুপ্ত, ভাটপাড়া, ১৮ নভেম্বর ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনায় ভাবিত প্রকল্প সবুজ সাথীর সাইকেল বিতরণ করা হলো বিভিন্ন স্কুল ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের। ভাটপাড়া পৌরসভা প্রাঙ্গণে ভাটপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধানা রেবা রাহার উদ্যোগে ও পৌরপ্রতিনিধি সঞ্জয় শ্যাম এবং উপ-পৌরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ ছাড়াও অন্যান্য পৌর-পারিষদদের সহযোগিতায় সবুজ সাথী সাইকেল বিতরণ করা হলো কয়েকশো ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতিতে। এই মহতি অনুষ্ঠানে ভাটপাড়া পৌরসভার পৌরপিতা ও পৌরমাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। পৌরপ্রধানা রেবা রাহার এদিনের অনুষ্ঠিত তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। এই সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল প্রদান অনুষ্ঠান চলবে প্রতিটি দিন। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার সাইকেল দেওয়া হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। এই খবর জানালেন পৌরপ্রতিনিধি সঞ্জয় শ্যাম মহাশয়।

সুন্দরবনে আবার বাঘের কামড়ে মৃত এক মৎস্যজীবি,ক্ষতিপূরনের দাবি তুললো এপিডিআর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলি, ১৮ নভেম্বর ঃ আবার বাঘের আক্রমণে সু ন্দরবনে মৃত্যু এক মৎস্যজীবীর, ক্ষতি পূরণের দাবী এপিডিআরের। সুন্দরবনের নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ঘটলো এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম শম্ভু সরদার, বয়স ৩৪ বছর। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে সুন্দরবনের চামটা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়। এই খবর গ্রামে আসতে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, কুলতলি থানার কাঁটামারি বটতলা এলাকার আদিবাসী পরিবারের বাসিন্দা মৎস্যজীবী শম্ভু সরদার। ওই এলাকার বাসিন্দা অমৃত সরদারের নৌকায় চেপে অমৃত সরদার, বিজয় সরদার ও শম্ভু সরদার শুক্রবার সকালে যায় সু ন্দরবনের নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে। সোমবার সকালে নৌকায় বসে থাকার সময় আচমকা বাঘ চামটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করে। শম্ভুকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ছিল। আর সেই সময় তার দুই সঙ্গী বৈঠা নিয়ে বাঘের উপর আক্রমন করলে বাঘ শম্ভুকে ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এর পরে তার দুই সঙ্গী তাকে নিয়ে সেখান থেকে জয়নগর কুলতলি ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু ঘটে। দেহ মঙ্গলবার কুলতলি থানা থেকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। আর সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। তাদের তরফে জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল সোমবার রাতে পরিবারের পাশে থেকে সমস্ত রকমের সহায়তার আশ্বাস দেন।এ ব্যাপারে এপিডিআরের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল মঙ্গলবার বলেন, সুন্দরবনে ক্রমাগত বাঘের আক্রমনে মৃত্যু মিছিল চলছে।অথচ মৃতের পরিবারের পাশে বন দফতরকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই বছরে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে ১৯ জন আক্রান্ত হলো,যার মধ্যে ১৪ জন মারা গেছে। অথচ বন দফতরের সদিচ্ছা না থাকায় এখনো পর্যন্ত ক্ষতি পূরণের টাকা ও কেউ পাইনি,পাইনি চাকরি।তাই আমাদের দাবি, ময়নাতদন্তের জন্য কলকাতা যাওয়ার গা।রি খরচ বিনামূল্যে স্থানীয় থানাকে দিতে হবে। মৃত্যুর ১৫ দিনের মধ্যে মৃতের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ তুলে দিতে হবে।পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। এব্যাপারে কোনো রকমের অসহযোগিতা করা চলবে না। তবে এ ব্যাপারে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন,যে এলাকায় দূর্ঘটনাটা ঘটেছে সেটা সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এলাকাধীন,তাই এ ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারবো না।আর এব্যাপারে সু ঃদরবন টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জাস্টিন জোন্স বলেন,সু ন্দরবনের কোর এরিয়ার ভেতর ঘটনাটি ঘটায় মৃত মৎস্যজীবি সরকারি কোনো সাহায্য পাবে না। অথচ ২০২৩ সালের ৩ রা অক্টোবর কুলতলির বাঘের কামড়ে মৃত এক মৎস্যজীবির পরিবার শান্তিবালা দেবীর করা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মাননীয় সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এক রায়ে পরিস্কার করে বলে দেওয়া ছিল,কোর বাফার বলে নয়, সু ন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের কামড়ে মৃত ও আহত সবার ক্ষেত্রেই সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Century Extrusions Limited

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, Shareholders are hereby informed that a special window has been opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019, for transfer of physical shares and rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/ or otherwise.

Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s C. B. Management Services Pvt. Ltd, Rasoi Court, 20 R N Mukherjee Road, Kolkata 700001.

The Company's website, **www.centuryextrusions.com**, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates, if any, shall be uploaded therein.

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary
Membership No. : A35350

Date : November 18, 2025
Place: Kolkata

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫৫, সংখ্যা, বুধবার ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বাংলা নাটকে রাশিয়ান

গেরাসিম স্টেপোনোভিচ লেবেদেফ ১৭৮৭ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় এসেছিলেন,তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ করে নাট্যমঞ্চে বাঙালি অভিনেতাদের দিয়ে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন। আজকের এজরা স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাঙালি থিয়েটার নাম 'দি বেঙ্গলি থিয়েটার'। বাংলা নাটকের ইতিহাসের এই মাইলফলকের ঠিকানা ছিল তৎকালীন কলকাতার ২৫, ডোমতলা, বর্তমানে যা ৩৭, এজরা স্ট্রিট। সেই থিয়েটারে প্রায় ৩০০ জন দর্শক বসতে পারতেন। প্রথমবার অভিনয়ের জন্য জোগাড় করেছিলেন তিনজন অভিনেত্রী দশজন অভিনেতা তারা সকলেই ছিলেন বাঙালি। বাঙালি সমাজে খবরটা ছড়িয়েছিল ঝড়ের বেগে। লেবেদেফ ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিলেন ১৭৯৫ সালের ২৭নভেম্বর, শুক্রবার The Disguise (কাল্পনিক সংবদল) নামে একটি কমেডি অভিনীত হবে। আত্মকথায় লেবেদেফ বলেছেন উপস্থিত দর্শকের তুলনায় আসন আরও তিনগুণ থাকলেও ভরে যেত। শ্বেতাঙ্গসমাজে কিছুটা অবজ্ঞা পাওয়া এবং কৌতূহলের বশে সেইসব গন্যমান্য বাঙালি সেদিন 'বেঙ্গলি থিয়েটারে'উপস্থিত হয়েছিলেন যারা সাহেবদের রঙ্গালয়ে প্রবেশের সাহস করতেন না, যদিও সেদিন প্রবেশমূল্য নিতান্ত কম ছিল না। লেবেদেফের আশঙ্কা ছিল বাংলা ভাষার এই নাটক ইংরেজরা বুঝবে না,সমালোচনা হবে!হল উল্টো,এমন কি অনেকেই সম্পূর্ণ নাটকটি দেখতে চাইলেন, স্বয়ং। প্রধান বিচারপতি জন হাইড ঈস্ট, লেবেদেফকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন ফলে ১৭৯৬ সালের ২১মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল,২৪ মার্চ তৃতীয়বার বিজ্ঞাপন দিলেন লেবেদেফ। মূল ইংরেজি নাটকটির ঘটনাস্থল স্পেন,মাদ্রিদ ও সেভিল শহর। কিন্তু বাঙালি দর্শকদের কাছে দুটি নাম অপরিচিত হতে পারে মনে করে তিনি নাটকে কলকাতা ও লক্ষ্ণৌ শহরের নাম ব্যবহার করেছেন,এবং নাটকের চরিত্রদের নাম দিয়েছেন দেশীয়। যেমন ভোলানাথ(নায়ক),সুখময়,ভাগ্যবতী,রতনমণি,তিনকড়ি ও পাঁচকড়ি। বাংলা ভাষায় Disguise-এর নাম ছিল 'কাল্পনিক সংবদল'। নাটকের বিদেশী স্বাদগন্ধ ছড়িয়ে দেশীয় রূপ দিতে লেবেদেফ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বাঙালি সমাজ এর আগে কোনও বাংলা নাটকের কোনও মঞ্চাভিনয় দেখেনি,তাই দৃশ্যসজ্জা,সাজপোষাক,নৃত্যগীত,অর্কেস্ট্রা বাদন, আলোকিত(অবশ্যই বাতির আলো) পাঠ্যপীঠ দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। লেবেদফ জন্মগ্রহন করেছিলেন রাশিয়ার ইয়ারোস্লাভ শহরে। বাল্যকাল থেকে গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি অমোঘ টান। ইতালিতে থাকার সময় দক্ষ বেহালা বাদক হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৮৫সালের ১৫আগস্ট এসেছিলেন ভারতে,পৌঁছেছিলেন মাদ্রাজ শহরে। কিন্তু মনের আশা পূর্ণ না হওয়ায় ওই শহর ছেড়ে ১৭৮৭সালে কলকাতায় এলেন,বেহালায় সুর তুলে আমাদের প্রিয় কলকাতায় জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন। শ্রোতার দল তাঁর গীতবাদ্যে মন্ত্রমু। হয়ে উঠেছিলেন। দিনে দিনে তাঁর খ্যাতি তখন মধ্যগগনে,১৭৯০সালের ৯এপ্রিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সভায় গান গেয়ে ও বেহালা বাজিয়ে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

সফল অভিনেত্রী

শোভনা শিলোত্রী সামর্থ। জন্ম ১৭ নভেম্বর, ১৯১৬। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেত্রী, পরিচালক ও প্রযোজক শোভনা সামর্থ-কে তাঁর জন্মবার্ষিকী। হিন্দি টকিজ যুগের শুরুর দিকের অন্যতম প্রথম সারির নায়িকা হিসেবে তিনি ভারতীয় সিনেমায় এক অমলিন ছাপ রেখে গেছেন। শোভনা সামর্থের অভিনয়জীবনের সূচনা মারাঠি ছবিতে। তার প্রথম হিন্দি চলচ্চিত্র তনিগাহে নফরৎ মুক্তি পায় ১৯৩৫ সালে। তবে তাঁকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা এনে দেয় ১৯৪৩ সালের ক্লাসিক চলচ্চিত্র রাম রাজ্য;যেখানে তিনি সীতার চরিত্রে অভিনয় করেন। এর আগে ১৯৪২ সালের ভারত মিলাপ-এও তিনি প্রথমবার সীতার চরিত্রে অভিনয় করেন। এই সীতা-রূপ তাঁকে দর্শকের হৃদয়ে চিরস্থায়ী করে তোলে। উল্লেখযোগ্য যে, রাম রাজ্য ছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবদ্দশায় দেখা একমাত্র চলচ্চিত্র। ১৯৯৭ সালে শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ফিল্মফেয়ার স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। শোভনা ১৯১৬ সালের ১৭ নভেম্বর বোম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন সরোজ শিলোত্রি নামে। তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। তাঁর বাবা প্রভাকর শিলোত্রি, বোম্বাইয়ের শিলোত্রি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা; একজন অগ্রগণ্য ব্যাঙ্কার। তাঁর মা রতন বাই ১৯৩৬ সালে Frontiers of Freedom নামে মারাঠি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। শোবনার পড়াশোনা শুরু ক্যাথেড্রাল স্কুলে। ১৯২৮ সালে আর্থিক ক্ষতির কারণে শিলোত্রি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিবার ব্যাঙ্গালোরে চলে যায়। সেখানে তিনি ব্যাল্ডউইন গার্লস হাই স্কুলে পড়েন। যথেষ্ট অভাবের মধ্যেই তাঁর বাবা ব্যক্তিগত টিউশন দিতেন, আর মা মারাঠি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বাবা হৃদরোগে মারা যান। মা-মেয়ে বোম্বাইয়ে ফিরে আসেন এবং মামার বাড়িতে থাকেন, তবে অভিনয়জগতে প্রবেশের কারণে মামার আপত্তি থাকায় তাঁরা আলাদা হয়ে যান (প্রসঙ্গত, তাঁর মামার মেয়ে নলিনী জয়ন্ত-ও পরবর্তীতে বিশিষ্ট অভিনেত্রী হন)। উপার্জনের জন্য শোভনা ব্যক্তিগত টিউশন নিতেন। এই সময়েই তাঁর পরিচয় হয় ভবিষ্যৎ স্বামী কুমারসেন সামর্থ-এর সঙ্গে, যিনি সদ্য জার্মানি থেকে ফিরে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। বাগদানের পর তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে, বিলাসী ঈশ্বর, নল দময়ন্তী, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন যুদ্ধ, রাম বান, তারামতি, ইনসানিয়াত, ছালিয়া, চিত্রলেখা, নাই উমর কি নাই ফসাল, লাভ ইন সিমলা, এক বার মুশকুরা দো প্রভৃতি। শোভনা সামর্থ কেবল অভিনেত্রী নন, তিনি ছিলেন সফল পরিচালক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। ধর্ম মানেই হচ্ছে সেবা। মানব সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা সারদার ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁকে পুজো করতে হবে। তার দর্শন এবং শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তাহলে সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা সারদা এবং কালী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গলদাত্রী। তিনি জ্ঞানদায়িনী। তিনি উজ্জ্বলময়ী মা। তিনি ভক্তিমতী মা। তিনি শ্রদ্ধাশীলা মা ভবতারিণী। তিনি সবার শুভ কামনা করে থাকেন। সবাই যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং খেতে পরতে পারে সেটা দেখভাল করেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না। তিনি সব সময়ে চোখ খুলে রাখেন। জগতে রক্ষা করতে তিনি সব সময়ে নিজের তিনটি নেত্রকে সজাগ রাখেন। ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। যে যার কপালে যা লেখা রয়েছে তাতে সেই কাজ গ্রহণ করতে হয়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রাচীন যুগ থেকে শুরু হয়েছিল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি লাভের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় চিকিৎসা জগতের সূচনা। মধ্য যুগে চিন দেশের বেশ কয়েকজন পরিব্রাজক ভারতে এসে এখান থেকে তারা আয়ুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করেন চিনে ফিরে যান এবং চিন দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিও

এদেশের শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা দান করেন। চিন দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেল বন্ধন ঘটে ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাং এর ভারত সফরের সময় থেকে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটল ভারতে ব্রিটিশ রাজের সূচনা থেকে। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের সুনাম সর্বাগ্রে। ভারত তথা এশিয়াতে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল এই কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতাতেই ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রারম্ভকাল থেকেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮০৬-১৮৫৬) অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কর্মদক্ষতায় ভারতের মেডিকেল শিক্ষা বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটে। সাহিত্যে যেমন মধুসূদন দত্ত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধুসূদন গুপ্ত - দুই মধুসূদন দুই দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সাবালক করে গেলেন মধুসূদন গুপ্ত। বাংলার রেনেসাসঁ কালে এদের কর্মদক্ষতা বাংলা তথা ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। 'কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত' রচিত গ্রন্থে লেখক ডাক্তার শঙ্কর নাথ প্রতিবেদনে লিখেছেন,' ভারতের তথা বাংলার নবজাগরণে মধুসূদন গুপ্ত একটা বাঁক বা মাইলস্টোন, সেখান থেকে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার মানদণ্ড পৃথিবীর মানদণ্ডের সমমর্যাদা পেয়েছিল- আমি শুধু প্রথম শবব্যবচ্ছেদের কথাই বলছি না, বলছি এদেশে মেডিক্যাল শিক্ষার মানোন্নয়ন, যেখানে মধূসূদনের ভূমিকা ছিল একজন নিখাদ দেশপ্রেমিকের মতো।' ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি দিনটি ছিল ভারতের মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে গৌরবময় দিন। কুসংস্কারের আবরণ থেকে বের হয়ে এসে মেডিকেল কলেজের শিক্ষক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তর হাত ধরে প্রকাশ পেল আধুনিক ভারত। ১৮৪৯ সালে ১৫ জুন মেডিকেল কলেজের মধূসূদনের তৈলচিত্র উন্মোচন অনুষ্ঠানে ড্রিংকওয়াটার বেথুন জানালেন,'মধুসূদন গুপ্ত সমস্ত কুসংস্কারের বাধা ঝেড়ে ফেলে দেশের মানুষের কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।' ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মধুসূদনকে অবশ্য এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে হয়নি তার একটি মাত্র কারণ আধুনিক ভারতের চিন্তাবিদদেরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন। নাম উল্লেখ না করে ডাক্তার ব্রামলি মেডিকেল কলেজের চারজন ছাত্রের শবব্যবচ্ছেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই চারজন ছাত্র হলেন- উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। ব্রামলি এই চারজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করতে চাননি তার একটি মাত্র কারণ ঘটনাটিকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। ২৮ অক্টোবর ১৮৩৬ সালে কেবল মাত্র মেডিকেল কলেজে ছাত্ররা শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সদনের শবব্যবচ্ছেদক সমর্থন করে কবি দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী' কাব্যে লিখেছেন,' দেয়ালে রহেছে মধু ছবিতে চাহিয়া, শিখে ছিল এনাটমি আগে জাত দিয়ে।' ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছিলেন,' মধুদূদনের প্রথম শবব্যবচ্ছেদের পর হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।' ১৮৪৬ সালে ডাক্তার এফ জে মোয়াট কলকাতা মেডিকেল কলেজের মেটিরিয়া মেডিকা এবং জুরিসপ্রুডেন্স -এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মধুসূদনের ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছিলেন। মধুসূদনকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার চিকিৎসকের সমান পারদর্শী বলে সম্মান প্রদান করেন। ১৮১৭ সালে কলকাতায় কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিল। তৈরি হল 'ফিভার হসপিটাল কমিটি'। ১৮৩৭ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ৪ মার্চ এবং ২৬ এপ্রিল তিন দিন ধরে কলকাতার টাউন হলে মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষক হিসাবে বক্তব্য রেখেছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই মধুসূদন গুপ্ত কাজ করে যাচ্ছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। ১৮৪০ সালে ২৬ নভেম্বর মেডিকেল কলেজের যে শেষ পরীক্ষা হয়েছিল তিনি পরীক্ষা দিয়ে ফেললেন। মধুসূদন সব বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হন। পাশ করার পর তাঁকে ইংরেজি, আরবি এবং বাংলা ভাষায় লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল। এই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন সতেরো জন। সেদিন মেডিক্যাল কলেজের মর্গে তিল ধারণের ঠাঁই নেই, উপস্থিত হয়েছেন সব ইংরেজ অধ্যাপক, ছাত্রেরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরের দরজায়, জানালার ফাঁকে ফাঁকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে অনেকে। সারা ক্যাম্পাস ফাঁকা। নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার গুডিভের সঙ্গে দৃপ্তপদে ঘরে ঢুকলেন মধুসূদন গুপ্ত। চিকিৎসা শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সার্জারি, যা ভারতে তখনও করা সম্ভব হয়ন, যুগান্তকারী সেই কাজটিই আজ করতে এসেছেন মধুসূদন গুপ্ত হাতে তাঁর একটি শব ব্যবচ্ছেদ করার তীক্ষ্ণ ছুরি।

ঘরে ঢুকে মধুসূদন বিনা দ্বিধায় এগিয়ে গেলেন শবের দিকে। শবদেহের নির্ভুল জায়গায় ছুরিটি প্রবেশ করালেন, মুখে কোনও আড়ষ্টতা বা অস্থিরতার চিহ্ন নেই। খুব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করলেন শব ব্যবচ্ছেদের কাজ। দীর্ঘকালের সংস্কার,রক্ষনশীলদের নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে দিলেন। সংস্কারের জগদ্দল পাহাড় সরিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ প্রবেশ করল আধুনিক যুগে'।

এ দেশের চিকিৎসকদের সামনে তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা শব ব্যবচ্ছেদ। মানুষের চিকিৎসা করতে হয় তাঁদের, অথচ মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতে পারেন না। পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে কোনও রকমে চিনতে হয় শরীরের অভ্যন্তর। সংস্কার-আচ্ছন্ন সমাজ ছুঁতে দেয় না মৃত মানবদেহ। ডাক্তারি -ছাত্ররাও মেনে নেন এ সব। মধুসূদন এর বিরোধিতা করলেন। শিক্ষাদানে অসুবিধাও হচ্ছিল সাহেব শিক্ষকদের। এক দিন ডা. গুডিভ পড়ানোর টেবিলে একটি শবদেহ রেখে দীর্ঘ ক্ষণ ছাত্রদের বোঝালেন শব ব্যবচ্ছেদের গুরুত্ব। তবু জড়তা কাটে না ছাত্রদের। এগিয়ে এলেন মধুসূদন। ১৮৩৬-এর ১০ জানুয়ারি ছুরি হাতে মধুসূদন ব্যবচ্ছেদ করলেন শবদেহ। এ দেশে প্রথম। তৈরি হল ইতিহাস।

জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থেকে সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে। হুগলি জেলার সন্তান,মধুসূদন গুপ্তর অনন্য কীর্তি সম্পর্ক যত সহজে আজ লেখা যাচ্ছে সেদিনের সামাজিক পরি .মণ্ডলে তাঁর কাজের জন্য মোটেও অনুকূল ছিল না। শব ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ, অথচ অ্যালোপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হলে শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে শারীরতত্ত্ব পড়তে হয়। রক্ষনশীল সমাজ আবার শব ব্যবচ্ছেদকে গর্হিত,এবং সাংঘাতিক অন্যায় বলে মনে করে।

যুগে-যুগে আমাদের সমাজে মহামানবদের আর্বিভাব হয়, যাঁরা নিজেদের শিক্ষায়,চেতনায় ও সাহসী পদক্ষেপে সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করেন মানব সভ্যতার কল্যানে। সেই কারণে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের কথা আলোচনা হলে মানুষ শ্রদ্ধায় মাতা নত করেন, কুর্নিশ জানায় জাতি,দেশশুদ্ধ এমন একজন মানুষ মধুসূদন গুপ্ত, যিনি এগিয়ে দিয়েছিলেন এদেশের আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রকে, শুনিয়ে ছিলেন বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি।

ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় মধুসূদন গুপ্ত খুব মনোযোগী ছিলেন এমন ইঙ্গিত গবেষকরা দেন নি। বরং কৈশোরে বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। খোঁজ যখন মিলেছে তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ১৮৩২ সালে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকেরা কলেজের পাশে প্রতিষ্ঠিত হাস পাতালে এসে ক্লাস নিতেন ও চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। মধুসূদন গুপ্ত সেই বক্তৃতা মনো যোগ দিয়ে শুনতেন,সহপাঠীদের তুলনায় তাঁর জ্ঞান ছিল প্রখর। অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসক হিসেবে প্রথাগত ডিগ্রি মধুসূদন গুপ্তের ছিল না। ১৮৩৫ সালের ১৭ মার্চ থেকে মেডিক্যাল কলেজের ডেমোন স্ট্রেটরের কাজে নিযুক্ত হন ও সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

স্বাধীন ভারতে সাহিত্যে একজনও নোবেল পেলেন না

দেবেন হালদার

রবীন্দ্রনাথের গানে একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি নেই তা নিয়ে বহু তর্ক সেই যুগ থেকে এই যুগ পর্যন্ত চলেই আসছে। যতবারই কথা গুলো কানে আসে ততবারই নানা কিছু, কিম্বা একই কথা নানা ভাবে মনের মধ্যে সোডার মতো ভসভসিয়ে ওঠে আমার। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় কেন যে কারো মনে থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথের ভিতরে ওই একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার অনুভব থেকেই বিশ্বভারতীতে সঙ্গীতভবন তৈরির তাগিদ এসেছিল। সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যে শুধু গান গলায় তুলে নেওয়াই আসল উদ্দেশ্য ছিল না। গানের ভিতরে থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টেকনিক্যাল বিষয় গুলি শেখানো তার উদ্দেশ্যে ছিল। এবং শিক্ষাবর্ষের সিলেবাসটিও রবীন্দ্রনাথের নিজের তৈরি করা ছিল। যেমন স্বরলিপি শিক্ষা। এটি বিশ্বভারতীর মতো রবীন্দ্র ভারতীতে আমরা পেয়েছি। অচেনা বা খুব কম প্রচলিত গানের স্বরলিপি খুলে দেওয়া হত চোখের সামনে। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে সেটি প্রথমে স্বরগুলি এবং কথাগুলি সুরে পড়ে যেতে হতো। যেকোনো গানে যাদের এই অভিজ্ঞতা আছে তারা বুঝবেন কাজটা খুব বেশি সুবিধার না। এর জন্য আলাদা করে অভ্যাস করে যেতে হয়। ফলে স্বরলিপি পাঠের বিষয়টা সহজ হয়ে যায়। আমাদের মাস্টারডিগ্রিতে এর সাথে যুক্ত হয় ওই অচেনা বা অপ্রচলিত গানের স্বরলিপি তৈরি করা। গানটি প্রথমে পরীক্ষক শুনিয়ে দেন কয়েকবার, তারপর খাতায় সেটি লিখতে হয়। যার স্বরলিপি যত সূক্ষ্ম আর মূল স্বরলিপির কাছাকাছি যায় তার নম্বর তত বেশি। এতে করে স্বরলিপিকারের কাছাকাছি একটা তীক্ষ্ণতা তৈরি হয়। গানের কোন এক্সপ্রেশনে কোন চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তা হাতেকলমে জানা হয়ে যায়। বাংলা বা ভারতীয় গানের গায়কী বা ভাব স্বরলিপিতে নাকি ধরা যায় না, ওটা শুধুই কাঠামো। আসলে এসব যারা বলেন বা বোঝান তারা আকারমাত্রিক স্বরলিপির সাথে একাত্ম হতে পারেন নি বা সুযোগ পাননি বা চাননি। এর পিছনে ধৈর্য ধরার চেয়ে নানা কায়দা ঢুকিয়েছেন নিজের মতো করে রবীন্দ্রনাথের গানে। যদি রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন যে সেইসব কায়দা তাঁর গানে ঢোকানোর প্রয়োজন আছে তাহলে এত কাণ্ড করে স্বরবিতান ছাপাতেন না। গান তৈরি হলেই উপযুক্ত কাওকে দিয়ে সেটা লিপিবদ্ধ করার জন্য তাকে শিখিয়ে নিতে অস্থির হতেন না। দীনেন্দ্রনাথকে নিজের গানের কাণ্ডারী বলতেন না। জ্যোতি রিন্দ্রনাথরা অনেক পরীক্ষানিরিক্ষার মাধ্যমে একটা বাঙালি স্বরলিপি তৈরি করতেন না। রবিকাকার গান জমে উঠলেই কলকাতা থেকে তড়িঘড়ি সরলাদেবী ইন্দিরাদেবীরা ছুটে যেতেন না শিলাইদহে। কিম্বা দীনেন্দ্রনাথের হাত থেকে স্বর লিপির ভার গিয়ে শৈলজারঞ্জন এর হাতে পড়ত না। রসায়নের অধ্যাপনা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় গান নিয়ে যজ্ঞ শুরু করতেন না তিনি বা সঙ্গীতভবনের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রমের বাইরে থেকে আসা ওই লোকটার হাতে দিতেন না। গায়কের নিজস্ব ভাবনা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন কিন্তু বারবার বলেছেন আমার গান যেন আমারি গান থাকে খেয়াল রেখো। রবীন্দ্রনাথের পরিমিতিবোধ কি আমাদের বোধের সমান কিম্বা খাটো? খাটো তা আজও প্রমাণ কেও করতে পারেননি। যারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ত্যাগ করতে চেয়েছেন তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য জগৎ তৈরি করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জগতে থাকবেন আবার নিজের মতো প্রকৃতি তৈরি করবেন এমন খোদার উপর খোদগারী করার ভাবনা নির্বুদ্ধিতা। সেক্ষেত্রে গায়কের বোধশক্তি তখনই কাজে লাগে যখন রবীন্দ্রনাথের ভাবনা চিন্তাকে বোঝার চেষ্টা করেন এবং ধারণ করেন। ফলে গায়কের মানসিক উন্নতি হয়। রবীন্দ্রনাথের উন্নতি করবেন এমন শিল্পী কি আজও জন্মেছে?

যদি বলেন নাটকের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্ররা কতই না কাটাছেঁড়া করেছেন। তখন বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকই মঞ্চনাটকের উপযুক্ত না, তাই অন্তত তার বিশাল পরিসরকে কাটতেই হয় না হলে সারাদিন লাগে যাবে এক নাটকে। কাব্যিক সংলাপকে রিয়েলিস্টিক বানাতে হয়। শিশির ভাদুড়ি থেকে গিরীশ কন্নড়রা সকলেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটক ঠিক নাটক না। তাছাড়া নাট্যাভিনয় আর গান এক জিনিস না। নাটকে যা নয় তা-ই অভিনেতাকে হতে হয়। আর গান তার ঠিক উলটো। গানের সবটাই সত্য। গীতিকার যা লেখেন তা হইয়ে তুলতে হয় না, তার পুরোটাই ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতা আর উপ লব্ধি। একান্ত যদি না সে গান নাটক বা সিনেমার ডায়লগ হয়। তাই যে গায়কের যে শিক্ষা স্থল তা-ই তার রাজত্বের জায়গা। সে অন্য গান গাইলে কিছুইতেই রূপটি সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে ওঠে না। আরেকটা কথা, গানের নাটকীয়তা গানের গায়কী। নাটকের নাটকীয়তা গানে এলে তাকে আর গান বলা যায় না। গানের মাধুর্য সেইখানেই। সেই আদর সেই নরম যত্ন না হলেই শেষ। যারা গানের মধ্যে মেলো ড্রামা তৈরি করেছেন তাঁরা কেন যে রবীন্দ্রনাথের নিজের গাওয়া গানের গায়কীটির কথা মনে নেই।

গোয়াতে শুরু হচ্ছে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব

বিশেষ প্রতিবেদক

IIFFI ২০২৫-এর অনুষ্ঠানটি গোয়ায় ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হবে। ১৯৫২ সাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র FIAPF স্বীকৃত প্রতিযোগিতা মূলক চলচ্চিত্র উৎসব হিসাবে এটি তার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এবছরের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেবে জাপান (ফোকাস কান্ট্রি), স্পেন (পার্টনার কান্ট্রি) এবং অস্ট্রেলিয়া

(স্পটলাইট কান্ট্রি)।

উৎসবের মূল আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ক্লাসিক ছবি, শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, বাছাই করা আন্তর্জাতিক বিভাগ, প্রথমবারের মত IFFIESTAসম্প্রসারিত WAVES Film Bazaarএবং প্রথম CinemAI Hackathon। IFFI ২০২৫-এ ৮১টি দেশের ২৪০-টি ছবি দেখানো হবে, যা এই উৎসবের ব্যাপক বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকে তুলে ধরছে।

সূচনা ঃ ১৯৫২ সাল থেকে, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনস স্বীকৃত 'প্রতিযোগিতামূলক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র' বিভাগে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র উৎসব হিসাবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। এটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মানচিত্রে উৎসবটির গুরুত্ব তুলে ধরে। ভারতীয় দর্শকদের কাছে বিশ্বের সেরা চলচ্চিত্রগুলি পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস হিসাবে যা শুরু হয়েছিল, তা বিগত দশকগুলিতে মহাদেশ জুড়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা, সিনেমাপ্রেমী এবং সৃজনশীল পেশাদারদের জন্য একটি প্রাণবন্ত মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এই বছর, উৎসবটি ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত গোয়ার প্রাণকেন্দ্রে আয়োজিত হবে, যা আরও একটি গতিশীল অধ্যায় নিয়ে আসবে।

IFFI-এর মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, সংস্কৃতির মিলন ঘটলেই ছবির বিকাশ ঘটে। প্রতিটি সংস্করণে বিশিষ্ট শিল্প বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যত্ন সহকারে বাছাই করা, সাংস্কৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের একটি বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ নিয়ে আসা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে উৎসবটি শৈল্পিক উৎকর্ষের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মঞ্চ হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করে। বিশেষত এর 'আন্তর্জাতিক ছবি বিভাগ অর্থাৎ 'ইন্টারন্যাশনাল সিনেমা সেকশন' এমন কাজগুলি প্রদর্শন করে যা প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং গল্প বলার ভাষাকে প্রসারিত করে। এর মাধ্যমে IFFI বছরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিশ্বব্যাপী কণ্ঠস্বরগুলিকে উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি বারবার নিশ্চিত করে।

২০০৪ সালে গোয়ায় এই উৎসবটি তার স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পায়। এখানে এটি ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এবং এন্টারটেইনমেন্ট সোসাইটি অফ গোয়া -এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। মনোরম উপকূলীয় গোয়ার পটভূমিতে, IIFFI যা সত্যিই স্বতন্ত্র করে তোলে, তা হল এর অন্তর্ভুক্তি মূলক সাংস্কৃতিক চেতনা। এই উৎসবটি ভারতের বৃহত্তর নীতিবাক্য - 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-কে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ, বিভিন্ন সৃষ্টিকর্তা, দর্শক এবং শৈল্পিক ঐতিহ্যকে একত্রিত করে। সেটি নারীশক্তি দ্বারা পরিচালিত সৃজনশীল দলগুলির বর্ধিত অংশগ্রহণ হোক, তরুণ পেশা দারদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি হোক, অথবা আদিবাসী ও স্থানীয় আখ্যানগুলির প্রতিনিধিত্ব হোক - IIFFI এমন কণ্ঠস্বরগুলিকে স্থান করে দেয় যা দেশের গভীরতা ও বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। এই অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র সৃজনশীল পরিবেশতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, বরং সংস্কৃতি ও সুযোগকে সকলের জন্য সহজলভ্য করার ভারতের প্রতিশ্রুতিকেও প্রতিধ্বনিত করে। IIFFI ২০২৫ উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি, এবং এক আন্তর্জাতিক ছবি জগতের মহোৎসব। এই বছর, ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব একটি বিস্তৃত অনুষ্ঠানমালা প্রদর্শন করবে, যা জ্জচ্চজ্জ-র ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। এই সংস্করণটি জাপানকে ফোকাস কান্ট্রি হিসেবে রেখে উৎসবের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে, যেখানে বিভিন্ন বিভাগ এবং ফর্মে ছয়টি সমসাময়িক জাপানি ছবির একটি সামগ্রিক প্রদর্শনী থাকবে। স্পেন পার্টনার কান্ট্রি হিসেবে যোগ দিয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া স্পটলাইট কান্ট্রি হিসেবে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকেই বিশেষ নির্বাচিত প্যাকেজ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে আসছে যা বিশ্বব্যাপী আলোচনাকে সমৃদ্ধ করবে। অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি, প্রিমিয়ার ও বাছাই IIFFI ২০২৫ ৮১-টি দেশ থেকে ২৪০-টিরও বেশি চলচ্চিত্রের একটি অসাধারণ তালিকা উপস্থাপন করছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৩-টি ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার, পাঁচটি আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার এবং ৪৪টি এশিয়ান প্রিমিয়ার। ১২৭-টি দেশ থেকে মোট ২,৩১৪-টি ছবি জমা পড়ার রেকর্ড এই উৎসবের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাবকে প্রতিফলিত করে।

ব্রাজিলের প্রখ্যাত পরিচালক গ্যাব্রিয়েল মাসকারোর ছবি 'দ্য ব্লু ট্রেইল' - যা বার্লিনালে ২০২৫-এ সিলভার বিয়ার গ্র্যান্ড জুরি পুরস্কার জিতেছে - তা এই উৎসবের উদ্বোধনী ছবি। এই ছবিটি সাহসী গল্প বলার ধরন এবং সিনেমাটিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে এবারের সংস্করণের আবহ তৈরি করবে।

গালা প্রিমিয়ার বিভাগে ১৩-টি ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার, দুটি এশিয়া প্রিমিয়ার, একটি ভারত প্রিমিয়ার এবং দুটি স্পেশাল শোকেস স্ক্রিনিং সহ মোট ১৮-টি শিরোনাম দেখানো হবে। রেড কার্পেটে শিল্পী ও ছবি নির্মাতাদের এক বিশিষ্ট দল আমন্ত্রিত হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার ঃ তিনটি প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পাঁচটি মহাদেশের ৩২-টি ছবি প্রদর্শিত হবে, যা এই বছরের অন্যতম প্রশংসিত কিছু শিরোনামকে প্রথমবারের মত ভারতীয় দর্শকদের সামনে নিয়ে আসবে। IIFFI কান, বার্লিনালে, ভেনিস, লোকার্নো, টিআইএফএফ, বুসানে বিজয়ী ছবিগুলিও দেখানোহবে।

উপস্থাপন করবে, যা চমৎকার

পাঠকের দরবার

কার্তিক সাহা

কার্তিক পূজাঃ- কিছু মানুষের নোংরামি! এই নোংরামি বন্ধ হোক! এই লেখার প্রতিটি শব্দ আমার মনের কথা। যে বা যারা নববিবাহিত দম্পতিকে কার্তিক দিয়ে বিকৃত আনন্দ লাভ করেন, তাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ দয়া করে কার্তিক বিলি করবেন না।

আপনারা যতই নিজেদের সমাজ সেবী ভাবুন, আপনারা আসলে বিকৃতমস্তিষ্ক, সমাজের শত্রু গরীবের শত্রু। আপনাদের নিঃসন্তান দম্পতিদের প্রতি যদি এতই দরদ, তাহলে যাদের পাঁচবছরেও সন্তান হয়নি, তাদেরকে প্রত্যেকে পাঁচশো করে চাঁদা দিয়ে ডাক্তার দেখাতে সহায়তা করুন। শুধুমাত্র, মজা করার জন্য, কাউকে ঝামেলায় ফেলার জন্য, বা একবোতল মদ ও একপাত খাওয়ার জন্য এই ধরনের বদমায়েশি করবেন না। আপনি কি কোনদিন খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, আপনার ক্ষনিকের মজার জন্য মেয়ের বাবারা কত সমস্যার মধ্যে পড়ে? আমি একান্ত ভাবেই গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কথা বলছি। যারা খরচ চালাতে সক্ষম, তারা সম্পূর্ণভাবে এই পোস্টের বাইরে। এমনিতেই মেয়ের বিবাহ দিয়ে মেয়ের মা বাবা সর্বশ্রান্ত হয়ে থাকে। তারপর যখন কার্তিক পূজা আসে, সেটা একেবারে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে অনেক বাবাকে দেখেছি। কার্তিক পূজার আগের রাত ও দিন তাদের কাছে বিভীষিকার, আতঙ্কের। নাতি (কার্তিক) এলেই কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধাক্কা। আমার এলাকায় নিয়ম আছে, বিয়ের প্রথম বছর কার্তিক পূজার সমস্ত খরচ মেয়ের বাবাকে বহন করতে হয়।

অনেক বাবাকেই দেখেছি, কার্তিক পূজার খরচ জোগাড় করতে প্রিয় বলদ জোড়া বিক্রী করতে হয়েছে, সোনাদানা বন্ধক দিতে হয়, চড়াসুদে ধার নিতে হয়। এই কষ্টের খবর আপনারা কি কোনদিন খোঁজ নিয়ে দেখেছেন? আপনারা সন্ধ্যে বেলা এসে যে পায়েস বা মিষ্টিটা খান, সেটার মধ্যে কত ঘাম লেগে আছে? কার্তিক দিতে হলে, কমপক্ষে বিয়ের তিন বা পাঁচবছর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কার্তিক দেওয়ার পাশাপাশি ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিন। স্বেচ্ছায় যারা পূজো করবে তাদের কথা আলাদা।

কার্তিক পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতি এলাকারই কিছু লোফার ছেলে, অকর্মা বদমাস ক্ষণিকের আনন্দের জন্য এলাকার নবদম্পতিদের ছেলে (মাটির পুতুল) দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। এই শয়তানদের এলাকার কোন জনকল্যাণ মূলক কাজে, অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পাঠানোর সময়, খেলার মাঠে পাওয়া যায় না। এদের বদমায়েসি কোন জায়গায় পৌঁছেছে।

দু একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। আমাদের গ্রাম সম্পর্কিত ভাগনার বৌউভাতের দুদিন পর ছিল কার্তিক পূজা। সেই ভাগনাকেও রেহাই দেওয়া হল না। আগের রাতে কার্তিক হাজির। এই প্রতিবেদকের এক বন্ধুর ভাইয়ের ক্ষেত্রেও এক জঘন্য কর্ম করা হয়। সেই ভাইটির বিয়ে ছিল কার্তিক পূজোর আটদিন পর। কিন্তু, কিছু ছেলে তার বাড়িতে কার্তিক দিয়ে চিরকুটে লিখে দিয়ে আসে, ' বাবা, আমি মায়ের আগেই চলে এসেছি। মা আটদিন পর আসবে'।

এই কার্তিক কার্তিক খেলাকে প্রতিহত করার জন্য সব শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাই। কার্তিক দিতে এলে প্রতিবাদ করুন। প্রতিবাদ করা সম্ভব না হলে, প্রতিমার খরচ বা খাওয়া দাওয়া কোনটাই করাবেন না। এর জন্যই কার্তিক বিতরণকারীরা উৎসাহ পায় ।র্তক পূজা করার জন্য অত্যুৎসাহী হয়, কারন খরচ যেহেতু

আগুনে এসআইআর নথি পুড়ে যাওয়ায় দেশ ছাড়া হওয়ার আতঙ্কে ছিল ফারাক্কার পরিবার, পাশে দাঁড়ালেন বিডিও এবং বিধায়ক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ নভেম্বর ঃ মাত্র তিন দিন আগে প্রদীপের আগুনে সব হারিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ব্লকের ২ নম্বর নিশিন্দ্রা কলোনী পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা অপূর্ব কুমার বিশ্বাস। ঠাকুর ঘরে রাখা প্রদীপ থেকে আগুন লেগে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর এনটিপিসি-র ঠিকা শ্রমিক অপূর্ব বিশ্বাস এবং তার পরিবারের সদস্যদের যাবতীয় নথি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই ওই পরিবার নথি না থাকার জন্য 'দেশ ছাড়তে হতে পারে' এমন আতঙ্কে ভুগছিলেন। ফারাক্কা প্রশাসন ওই পরিবারের কথা জানতে পারার পরই ইতিমধ্যে তাদের হাতে এক প্রস্থ ত্রাণ তুলে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি মঙ্গলবার সকালে ওই পরিবারের কর্তা অপূর্বকে বিডিও অফিসে ডেকে তার হাতে ওই পরিবারের তিনজন সদস্যের জন্য নতুন করে এসআইআর ফর্ম তুলে দিলেন বিডিও জুনায়েদ আহমেদ। ফারাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম প্রতিশ্রুতি দিলেন ওই পরিবারের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা তিনি আবার করে দেবেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই ফরাক্কা ২ নম্বর নিশিন্দ্রা কলোনী এলাকায় যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের দুই ছেলে অপূর্ব বিশ্বাস এবং বিষ্ণু কুমার বিশ্বাস এক বাড়িতেই থাকেন। অপূর্ব ফরাক্কা এনটিপিসি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। বিষ্ণু মালদা জেলায় শ্রমিকের কাজ করেন। নিশিন্দ্রা কলোনীর বাড়িতে অপূর্ব, বিষ্ণু ছাড়াও অপূর্বর স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস এবং ওই দম্পতির দুই কন্যা এবং এক সন্তান থাকেন। শনিবার সন্ধ্যে নাগাদ অপূর্ব এবং বিষ্ণু নিজেদের কাজের জন্য বাড়িতে ছিলেন না। অপূর্বর স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস গৃহদেবতার পুজো সেরে ঠাকুরের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে দুই মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে স্থানীয় একটি মন্দিরে গিয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বাড়ি থেকে গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দ শুনতে পান। এলাকাবাসী অপূর্ববাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দেখতে পান গ্যাস সিলিন্ডার থেকে লাগা আগুনে ঘরের মধ্যে থাকা সমস্ত কিছু পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে এলাকাবাসীই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে ধুলিয়ান এবং এনটিপিসি থেকে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ছাই হয়ে যাওয়া বাড়ির ভেতরে ঢুকে অপূর্ব এবং পরিবারের লোকেরা দেখতে পান তাদের জমিয়ে রাখা টাকা, সোনার গয়না সহ যাবতীয় নথি এবং ছেলে-মেয়েদের বই পত্র পুড়ে খাক হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় ওই পরিবারের এসআইআর ফর্মগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্ম সার্টিফিকেট, ব্যাংকের পাসবুক পুড়ে যাওয়ায় ওই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এসআইআর শেষ হলে দেশ ছাড়া হওয়ার আতঙ্ক চেপে বসেছিল। ফারাক্কার বিডিও জুনায়েদ আহমেদ বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার আগেই ওই পরিবারের তিনজন সদস্যের কাছে এসআইআর ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সেগুলো পুড়ে গেছে। এই খবর পাওয়ার পরেই আমি আজ তাদের হাতে নতুন এসআইআর ফর্ম তুলে দিয়েছি। এর পাশাপাশি মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ওই পরিবারের জন্য কীভাবে নতুন আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' বিডিও বলেন, 'ইতিমধ্যেই ওই পরিবারের হাতে ত্রিপল, কাপড়, কম্বল সহ অন্য বেশ কিছু জিনিস তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই পরিবারকে সরকারি কোনও প্রকল্প থেকে ঘর করে দেওয়া যায় কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ওই পরিবারের সদস্যদের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল। তার ফলে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড পুড়ে গেলেও ওই পরিবারের সদস্যদের নাম নতুন ভোটের তালিকায় থাকার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ফারাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন,' প্রদীপের আগুন বিছানার চাদর থেকে গ্যাস সিলিন্ডারে ছড়িয়ে পড়ার জন্য নিশিন্দ্রা কলোনীর ওই বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। কিছু কাজের জন্য এই মুহূর্তে আমি কলকাতায় রয়েছি। ফারাক্কায় ফিরে গিয়ে ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। তাদের মাথায় দ্রুত একটি ছাদের ব্যবস্থা আমি করে দেব।' জেলা প্রশাসন এবং বিধায়ক যেভাবে তৎপর হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে আপ্লুত অপূর্ব বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাড়ির সমস্ত নথি পুড়ে যাওয়ায় আমরা আতঙ্কে ছিলাম। বিডিও এবং বিধায়ক যেভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন তাতে এখন আমাদের মধ্যে এসআইআর নিয়ে আর কোনও আতঙ্ক নেই।'

সোনাঝুরি জঙ্গলের হাট সরতে চলেছে আদালতের নির্দেশে

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ১৮ নভেম্বর ঃ সোনাঝুরি জঙ্গলের হাট সরতে চলেছে আদালতের নির্দেশে। পরিবেশ আদালতে এক মামলার প্রেক্ষিতে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে কোন দফতরের নির্দেশে শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি জঙ্গলে এই খোয়াই হাট বসে। এ ব্যাপারে ৪ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে বন দফতরকে জানানোর নির্দেশ দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। আগামী ২০২৬ সালের ২০ জানুয়ারি এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি রয়েছে। বন দফতরের জায়গায় ব্যবসায়িক সোনাঝুরির হাট 'বেআইনি' বলে মামলা রুজু করেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। তিনি বলেন, আগেই বন দফতর হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে যে, তাদের জায়গায় একটি হাট বসে। আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, প্রশ্ন তুলেছিলাম সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে এই হাট বসে। আমার প্রশ্নেরই উত্তর বন দফতরের কাছে চেয়েছে আদালত। বন দফতরকে জানাতে হবে সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে সোনাঝুরি জঙ্গলে হাট বসে। আর ক'য়েকটি বেআইনি রিসর্টও আছে সেখানে। সোনাঝুরির হাট 'বেআইনি' বলে মামলা রুজু করেছেন সুভাষ দত্ত। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ-সহ বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ আইন অনুযায়ী শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাটটি বসতেই পারে না। এই মর্মে মে মাসে জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত বন দফতর-সহ রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে হলফনামা চেয়েছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর দুই তরফেই হলফনামা জমা পড়ে আদালতে। তারপর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছিল যে, জঙ্গলের মধ্যে প্লাস্টিক, আবর্জনা পড়ে থাকে। জঙ্গলেই চারচাকা-সহ বাইক পার্ক করা হয়, হোটেল-রিসর্ট থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ জঙ্গলেই ফেলা হয়। হোটেল-রিসর্টগুলির কাছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনও ছাড়পত্র নেই। জাতীয় পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে বন দফতর জানিয়েছিল, একটি হাট বসে জঙ্গলে, কিছু গাছ নষ্ট হয়েছে, জঙ্গলে পার্কিং হয় প্রভৃতি। তবে বন দফতর জাতীয় পরিবেশ আদালতে জানাতে পারেনি, সরকারের কোন দফতরের নির্দেশে বা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে মধ্যে খোয়াই হাটটি বসে। এরপরেই পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত ফের আদালতে একটি হলফনামা দিয়ে প্রশ্ন তোলেন সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে জঙ্গলের মধ্যে ব্যবসায়িক হাট বসে ? এই প্রশ্নের উত্তর আদালত বন দফতরের কাছে চায়। ৪ সপ্তাহের মধ্যে বন দফতরকে হলফনামা দিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতকে জানাতে হবে সরকারের কোন দফতরের অনুমতিতে সোনাঝুরির হাট বসে। এই হলফনামা পাওয়ার পর ২০২৬ সালের ২০ জানুয়ারি এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন, বিচারক অরুণ কুমার ত্যাগী। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলের মনোরম পরিবেশে একটি হাট বসিয়েছিলেন প্রয়াত প্রবীণ আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। সেই সময় সপ্তাহে মাত্র একদিন শনিবার, একবেলা জঙ্গলের মধ্যে একটি হাট বসত। স্থানীয় আদিবাসী মানুষজন-সহ শিল্পীরা তাঁদের হাতের তৈরি শিল্প সামগ্রী পসরা সাজিয়ে বসতেন। তাও গুটিকতক শিল্পী। বন দফতরকে সময় বেঁধে দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। রাজ্যে পালা বদলের পরপরই হাটের চেহারা অন্য রূপ নেয়। বাইরে থেকে মানুষজন কাঁথাস্টিচের শাড়ি, পোশাক-সহ গয়না, চেয়ার-সহ অন্যান্য সামগ্রী এনে বসতে শুরু করেন। বিশেষ করে ২০১৬-১৭ সাল থেকে কার্যত জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে হাটটি বৃহৎ আকার নেয়। সপ্তাহের ১ দিনের বদলে প্রায় দিনই হাট বসে। বর্তমানে কমপক্ষে ১৮০০ দোকান বসে সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যে। প্রতিদিনই হাজারো পর্যটকের ঢল নামে। জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে যথেচ্ছ প্ল্যাস্টিক যত্রতত্র পড়ে থাকে, আবর্জনার স্তূপও চোখে পড়ে। এমনকী, জঙ্গলের ছোট ছোট গাছ মারিয়ে দিয়ে চারচাকা গাড়ি, বাইক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গলের মধ্যেই অস্থায়ী খাবারের বহু দোকান গড়ে উঠেছে। এই সব ক্ষেত্রে নজর নেই বন দফতর-সহ বোলপুর পুরসভা ও শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের।

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala

eNIT NO: 318/NGP/APAS/B-38&B-60/ 25-26. Dated: 23-09-2025

E-tender are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 2 NOS OF SCHEME). Bid submission last date (online): 05/12/ 2025 at 14.00 hrs. Details information is available at this office within working days or website **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সহায়তা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫৭, তারিখঃ ১৪-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই এসআইজি কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কার্যরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনে সিগন্যালিং সহায়তা প্রদান। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৬,৫৯,৭২৬/- টাকা, বায়নার ধনঃ ১,১৩,২০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Brajarajpur GP Under indpur Block
Mudunia Gunnath*Bankura* Pin-722121

Notice Inviting e-Tender

NIeT-06/25-26 (APAS), Memo No-701/Braja/2025, Date-14/11/2025 Last date of Submission **10.12.2025 (3p.m) Tender Id-2025_ZPHD_ 949854** NIeT-07/25-26(XVFC), Memo No-726/Braja/ 2025, Date- 17/11/2025 Last date of Submission **12.12.2025 (3p.m)** Tender Id- **2025_ZPHD_ 950866** Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** web site.

Sd/-
Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 20-11-2025" **[Job No. KIT/RW/097 of 25-26]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-061/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **19.11.2025 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NOTICE TO APPEAR/ATTEND PROCEEDINGS OF DLM&SFC-LDH

Through this Publication This is for Constructive Notice for Respondent **M/s Shankar Garments, # 5th, 14, Nityadhan Mukherrzee Road, Howrah Maidan, Howrah- Kolkatta** to appear in person or through Authorized representative before **The District level Micro & Small Facilitation Council, Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on 24.11.2025, 10:00 AM** regarding claim reference petition submitted by Claimant **M/s Varun Knitwears, Flat No. B32,Tarf Sekhewal Kali Sarak, New Anandpuri Colony, Ludhiana** Act 2006 bearing **Reference No. MSEFC/DIC/02/25/3373.** If respondent still fails or omits to appear as above then Arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration & Conciliation Act and Award shall also be passed on the basis of evidence before it.

Member Secretary cum General Manager, District Industries Centre, Industrial Estate, Ludhiana, Ph. No. 0161-2540695, E-mail:dicludhiana5@gmail.com, Ludhiana.msefc@gmail.com

জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যার্টনি

আমমোক্তারনামা গ্রহীতা-শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভাদুরী পিতা-মৃত কালী প্রসন্ন ভাদুড়ী সাং-দক্ষিন বাকসাড়া, থানা-জগাছা, জেলা-হাওড়া

আমমোক্তার নামা দাতাগন - (১) প্রতাপ কুমার ঘোষ (২) প্রণব কুমার ঘোষ, পিং-অমূল্য রতন ঘোষ (৩) শ্রীমতী রায়চৌধুরী, স্বামী-সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী সাং-বারুইপুর জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩) শ্রীমতী শংকরী রায়, স্বামী-রঞ্জিত কুমার রায় সাং- ২১ /১৭ কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া (৫) শ্রীমতী দেবী রানী কর্মকার, স্বামী-অমল কর্মকার, সাং- আব্দুল ১ম বাই লেন, থানা-শিবপুর, হাওড়া

লামডিং ডিভিশনে সহযোগী এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-২৮-এলএমজি-২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ১৫-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের এটিভিএম স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত সহযোগী এসএন্ডটি কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫০,১২,২২৭.৪৪/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,০০,৩০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় ০৮-১২-২০২৫ তারিখে১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DOGACHIA GRAM PANCHAYAT
DOGACHIA:: PURBA BARDHAMAN

e-Tender Notice

The Prodhan of Dogachia G.P. under Purbasthali -I Dev. Block, Dist- Purba Bardhaman West Bengal, PIN-713513 invites e-Tender for 5 nos schemes vide **e-tender no.08/25-26, e-tender i.d.- 2025_ZPHD_952557_1 to 5**. memo no.- 404 /DGP/GEN/NIT/15CFC (Tied/Untied)/ 2025 and dt.18.11.25 from 15th CFC (Untied/Tied)/25-26 Fund. Last Date of tender documents download is **16/12/2025** Details shown in notice board of Dogachia Gram Panchayet & in website (**wbtenders. gov.in**)

Thanking You

Sd/- Prodhan
Dogachia Gram Panchayat

OFFICE OF THE Bhandergacha Gram Panchayat
Under Amta-I Dev. Block

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide **Memo No.- 283/Bhan/XV CFC/ 2025,Date-18.11.2025,**(wbtenders.gov.in). Date of e-Published:- **19-Nov-2025 11:00 AM,** Closing Date:- **25-Nov-2025 18:00 PM**, Opening Date(Technical):- **28-Nov-2025 11:00 AM.** Date of Opening of Bid (Financial) :- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-
Pradhan,
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৫/৬৬, তারিখ ১৭.১১.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) ১০২৫১৯১৮;** সাপোর্টিং ল্যাবাইরিন্থ রিং-এর সেট; ₹ ৬,৮০,৫৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২) ১৫২৫৫১০১;** রোটারি স্ক্রু বিদ্যুৎ চালিত এয়ার কমপ্রেশার ৫০০ সিএফএম ইত্যাদির সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ₹ ১,৩৯,৬২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৩) ২০২৫১০৯৯;** বিএইচইএল ইএমইউ-গুলির প্রধান কমপ্রেশার-এর জন্য ইন্টার/আফটার কুলার; ₹ ১,২৬,২২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৪) ১৫২৪৫০৯৮এ;** ডিজেল জেনারেটরের সেট ৪০০ কেভিএ;₹ ১,৩০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৫) ২০২৫১০৩১এ;** ইপি ম্যাগনেট ভাল্‌ভ অ্যাসেম্বলি; ₹ ১,৬৯,৫৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৬) ১১২৫১০০৭এ;** লোয়ার স্প্রিং বিম ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৪,০৮,৫৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৭) ২১২৫১৩৫৬এ;** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগন ইত্যাদির জন্য বগি সেন্টার পিভট বটম অ্যাসেম্বলি;₹ ২,৬৬,৪০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৮) ১৫২৫৫০৩৪এ;** ই-৭০ ব্রেকিং সিস্টেম-এর উপাদানগুলির জন্য পরীক্ষার সুবিধা সরবরাহ, স্থাপনা ও সূচনার কাজ; ₹ ৪,০৯,৪০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৯) ১১২৫১৬৪২এ;** ৪.৫ ভোল্ট কিলোওয়াট আন্ডারস্লাং ধরনের কমস্ট্যান্ট ভোল্টেজ রেগুলেটেড তথা ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার; ₹১৭,০৭,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১০) ১১২৫২৬১৭বি;** স্ফেরোইলাস্টিক রাবার বেয়ারিং; ₹ ২,৭০,৩১০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১১) ২০২৫১০৩৬এ;** এসসিএইচএকেসি-এর গিয়ার অঙ্কন এবং বাফ করার কাজ; ₹২,৭৯,৬২০। **(১২) ২০২৫১১৩৩এ;** এসি ইএমইউ মোটর কোচ-এর জন্য সলিড গিয়ার হুইল ৯১ টিথ; ₹ ১,৪৩,০২০। **(১৩) ২০২৫১৭৩০;** ৮৭০ মিমি x ২৯২৫ মিমি x ৬ মিমি পুরু লুক আউট গ্লাস ১ পিস; ₹ ১,২৮,৯৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১১ থেকে ১৩-এর জন্য **০৮.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৪) ২২২৫৫৮০৫;** হাইড্রোফিলিক, অ্যাক্রিলিক ইনট্রা অকুলার লেন্স, সিঙ্গল পিস, ৩৬০° পোস্টিরিয়র স্কোয়্যার এজ ডিজাইন সমেত মুড়ে রাখার যোগ্য, অ্যাসফেরিক, বাইকনভেক্স অপটিক্স, টু হ্যাপটিক ক্লোজড লুপ ডিজাইন, ইউএসএফডিএ অনুসারে/সিই/বিআইএস, অপটিক সাইজ ঃ ৬ মিমি, +/– ১০%, সামগ্রিক ব্যাস ১২.৫০ মিমি - ১৩ মিমি, ন্যূনতম পাওয়ার রেঞ্জ +১০ থেকে +৩০ ডি স্ফেরিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট, আলট্রাভায়োলেট শোষক প্রযুক্তি, পোস্ট অপারেটিভ চশমা বিহীন দূরত্ব এবং ইন্টারমিডিয়েট ভিশন সম্পন্ন হবে, সম্পূর্ণ প্রিলোকেটেড ইনজেক্টর সিস্টেম সমেত সরবরাহকৃত হতে হবে। [এ আই (২০২৫-২৬), আইটেম কোড নং এস-৫৫১০৮, ক্র. নং. ৩৭৯ ।]; ₹১,১৩,১৯০। **(১৫) ২০২৫১৮৭২;** বগি মাউন্টেড ব্রেক সিলিন্ডার কমপ্লিট; ₹ ১,২৮,৮৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১৪ ও ১৫-এর জন্য **১৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৬) ০৪২৫৫০১৯;** অ্যানেক্সার -এ অনুসারে হাইড্রলিক, নিউম্যাটিক এবং ইঞ্জিন হোস-এর সেট (একটি সেট-এ ৮০টি দফা থাকবে); ₹ ৪,৫৮,৮০০। **(১৭) ০৪২৫৫০২৪;** অ্যানেক্সার-এ অনুসারে বৈদ্যুতিক দফার সেট (একটি সেট-এ ১০১টি দফা থাকবে); ₹ ৯,৫২,১০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১৬ ও ১৭-এর জন্য **১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৮) ০১২৫১০০৫এ;** ২৫ এনবি হেভি ডিউটি সিমলেস পাইপ ব্ল্যাক, দৈর্ঘ্য ৬ মিটার ইত্যাদি...; ₹ ১,৭৮,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৯) ১১২৫২৬৯৪;** ১৬০ কিলোনিউটন ক্ষমতার এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি; ₹ ৫,১২,৪২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২০) ২১২৪৫০০৪সি;** কাসনাব-২২এইচএস কাস্ট স্টিল বগি তৎসহ ফ্রিকশন ড্যাম্পিং ব্যবস্থা বি.জি. বিভিসিএম ওয়াগন ইত্যাদির জন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা; ₹ ৮,১২,০৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২১) ০৮২৫১০৫২এ;** ৩০ লিটার ক্ষমতা ইত্যাদির ওয়াটার বয়লার সংগ্রহ ইত্যাদি। ₹১,৮৮,০৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২২) ২২২৫৫৬৮২;** ইঞ্জেকশন র‍্যানিবিজুম্যাব ১.৬৫ মিগ্রা/০.১৬৫ মিলি পিএফএস; ₹০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ২২ পর্যন্ত ₹ ০। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-50/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engineer (C)/Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEC/I/007/36/2025-2026
Name of work : **Construction of PITS, Catch Pits and its connections at 124B, Bidhan Sarani and other places in Ward No.007.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,09,004.00.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EEC/I/009/043/2025-2026
Name of work : **Repairing of Aphaltum Road from 8A KK Sur Street to 3A Nepal Neogi Street in Ward No.009 under Br-I, KMC.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,52,689.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT NO. : KMC/EEC/I/007/69/2025-2026
Name of work : **Repairing of Aphaltum Road at 2B etc. Nebubagan Lane in Ward No.007.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,41,380.00.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

4. NIT NO. : KMC/EEC/I/008/77/2025-2026
Name of work : **Lowering of Asphaltum Road from Jn. of B.B. Avenue and Jn. of Shyambazar Street along R.R.B. Street in Ward No.008.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,83,967.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **03.12.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender will be opened on **05.12.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 4).**

5. NIT NO. : KMC/EEC/I/002/20/2025-2026
Name of work : **Improvement of Uttaran Privies at 1B/H/28 Dum Dum Road and other surrounding areas in Ward No.002.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,74,283.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

6. NIT NO. : KMC/EEC/I/001/59/2025-2026
Name of work : **Repairing of Bustee Privies at 59, 54/H/1, etc. Satchashi Road in Ward No.001.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,90,278.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

7. NIT NO. : KMC/EEC/I/001/63/2025-2026
Name of work : **Repairing of Bustee Privies at Kashinath Dutta Road in Ward No.001.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,822.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

8. NIT NO. : KMC/EEC/I/001/66/2025-2026
Name of work : **Repairing of Bustee Privies at 5/3, 5/3A etc. Rustomjee Parsee Road in Ward No.001.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,893.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

9. NIT NO. : KMC/EEC/I/001/74/2025-2026
Name of work : **Repairing of Bustee Privies at 95/1/2/H/4 etc. Cossipore Road in Ward No.001.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,99,309.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

10. NIT NO. : KMC/EEC/I/001/105/2025-2026
Name of work : **Repairing of U.G sewer at 21/B, 11, 12, etc. Satchasi Para Road in Ward No.001.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,99,767.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

11. NIT NO. : KMC/EEC/I/001/172/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 34C Barrackpur Tank Road in Ward No.001.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,819.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

12. NIT NO. : KMC/EEC/I/001/189/2025-2026
Name of work : **Repairing of open surface drain at 14 Seals Garden Lane in Ward No.001.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,983.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **25.11.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 5 to 12).** Tender will be opened on : **27.11.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.5 to 12).**

13. NIT NO. : KMC/EEC/I/009/27/2025-2026
Name of work : **Replacement of broken doors with ancillary works of Uttaran Privies at 2A, Narayan Sur Street, 1, 40, Bonomali Sarkar Street and other places in Ward No.009.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,930.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

14. NIT NO. : KMC/EEC/I/002/28/2025-2026
Name of work : **Plantation of trees, increasing greenery in Ward No. 1,2,3,4 under Borough-I.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,63,626.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

15. NIT NO. : KMC/EEC/I/009/28/2025-2026
Name of work : **Raising and replacement of PIT covers at different places in Ward No.009.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,976.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

16. NIT NO. : KMC/EEC/I/009/29/2025-2026
Name of work : **Repairs to collapsed sewers at 13, Raja Nabakrishna Street, 25, Bonomali Sarkar Street and other places in Ward No.009 under Br-I.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,97,931.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

17. NIT NO. : KMC/EEC/I/006/39/2025-2026
Name of work : **Repairing of Catch Pits along with its connection at 2, 27, etc. Lockgate Road in Ward No.006 under Br-I.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,886.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

18. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/050/2025-2026
Name of work : **Repairing of Road at 5/ 1M, 5/1R, 5/1F, 5/1Q, etc. Tarini Charan Ghosh Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,43,624.00.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

19. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/082/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at 13/H/33, 13/30, 13/H/11, 13/H/22, etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,54,673.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

20. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/096/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 13/3/1, 13/H/20, etc. Raja Manindra Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,521.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

21. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/099/2025-2026
Name of work : **Renovation of bathroom at 1H/90, 1H/76, etc. Sarbakhan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,99,784.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

22. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/105/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at 10/2E, 10/3A, etc. Umakanta Sen Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,67,001.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

23. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/106/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at 1H/113, 1H/112, etc. Sarba Khan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,55,314.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

24. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/123/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 6, 15B, etc. Kalachand Patitundi Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,60,350.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

25. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/124/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer line at 15B, 8, etc. Kala Chand Patitundi Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,90,379.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

26. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/127/2025-2026
Name of work : **Improvement of sewer line at 26/59, Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,242.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

27. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/128/2025-2026
Name of work : **Repairing of Privy at 26/59, Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,370.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

28. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/129/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 26/59, Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,343.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

29. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/130/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at 21/4, 23/1, 27/2C, etc. Northern Avenue in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,630.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

30. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/131/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at 8E, 8F, 10/3, etc. Northern Avenue in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,97,510.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

31. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/132/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at 3/1A, 11C, etc. Northern Avenue in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,54,016.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

32. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/133/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at 11B, 14H/1, 14T, etc. Sreenath Mukherjee Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,65,715.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

33. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/136/2025-2026
Name of work : **Renovation of bathroom at 21/H/3, 21/5, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,98,539.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

34. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/137/2025-2026
Name of work : **Renovation of bathroom at 21/34, 21/21, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,97,933.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

35. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/138/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer line at 21/H/8, 21/H/2, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,49,397.00.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

36. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/139/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewerage system at 21/40, 21H/12, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,47,591.00.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

37. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/140/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer line at 19A/4, 19R, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,133.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

38. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/141/2025-2026
Name of work : **Repairing of Drainage Line at 6Y/1A, 6X, etc. Umakanta Sen Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,98,671.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

39. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/142/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 6/2G, 6/3A/1A, etc. Umakanta Sen Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,45,970.00.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

40. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/143/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer line at 3/1A, etc. Northern Avenue in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,98,068.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

41. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/144/2025-2026
Name of work : **Repair of Asphaltum Road at Indralok Estate-1, Block-A, A6, B, etc. in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,18,469.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

42. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/145/2025-2026
Name of work : **Repair of I.P.S. passage at Indralok Estate-1, Block-A1, A4, A5 etc. in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,76,346.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

43. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/146/2025-2026
Name of work : **Repair of I.P.S. passage at Indralok Estate-2, Block-C1, C6, D1, G1, C7, etc. in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,95,860.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

44. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/147/2025-2026
Name of work : **Repair of Asphaltum Road at Indralok Estate-2, Block-D1, D2, D4, etc. in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,47,309.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

45. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/148/2025-2026
Name of work : **Repair of I.P.S. passage at Indralok Estate-2, Block-E3, E4, etc. in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,92,784.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

46. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/149/2025-2026
Name of work : **Repair of Asphaltum Road at Indralok Estate-2, Block-E1 to E13 in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,96,233.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

47. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/150/2025-2026
Name of work : **Renovation of bathroom at 1/H/13, 1H/10, etc. Sarbakhan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,234.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

48. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/151/2025-2026
Name of work : **Repairing of Privy at 11/H/ 9, 11/H/7, 11/H/13, etc. Paikpara Row in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,97,798.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

49. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/152/2025-2026
Name of work : **Improvement of sewer line at 1H/22, etc. Sarbakhan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,96,845.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

50. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/153/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 1H/13, 1H/11, etc. Sarbakhan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,97,341.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

51. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/154/2025-2026
Name of work : **Repair of Asphaltum Road at 13E, 13J, etc. Sarbakhan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,79,845.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

52. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/155/2025-2026
Name of work : **Repairing of Privy at 1/H/60, etc. Sarbakhan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,90,981.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

53. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/157/2025-2026
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road and footpath at 19S, 19G/3, 19U/ 4, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,59,214.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

54. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/158/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passages at 21/H/2, 21/H/3, etc. Dum Dum in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,754.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

55. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/159/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passages at 21/H/12, 21H/21, etc. Dum Dum in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,98,370.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

56. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/160/2025-2026
Name of work : **Repairing of Privy at 11/H/25, 11/H/17/1B, etc. Paikpara Row in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,98,494.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

57. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/161/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passages at 11/H/11/1, 11/H/11, 11/H/9, etc. Paikpara Row in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,87,666.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

58. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/163/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passages at 11/H/25A,11/H/22, etc. Paikpara Row in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,96,559.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.12.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.13 to 58).** Tender will be opened on : **15.12.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.13 to 58).** The bid forms and other details are available on and from **18.11.2025 - 6 p.m. (for Sl.No.1 to 58)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 58).**

1429 / 25-26

যুদ্ধবিরতি বহুদূর, ইউক্রেনে ফের বড়সড় ড্রোন হামলা রাশিয়ার, মৃত ৮

রাশিয়ার আক্রমণে আবারও রক্তাক্ত ইউক্রেন। রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ-সহ দক্ষিণের কয়েকটি শহরে মুহুর্মুহু ড্রোন এবং মিসাইল হামলা চালায় রুশ সেনা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা বহু। আদৌ কি দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্ভব? এই প্রশ্নটিই এখন উঠতে শুরু করেছে।

ইউক্রেনের সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে, এদিন শয়ে শয়ে মিসাইল, ড্রোন নিয়ে রাজধানী কিয়েভ এবং দেশের দক্ষিণের কয়েকটি শহরে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৮ জনের। আহত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রুশ আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু বাড়িঘর, সরকারি ভবন এবং স্কুল। বিভিন্ন জায়গায় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, রুশ সেনা ৪৩০টি ড্রোন এবং ১৮টি ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ফের ইউক্রেনে আক্রমণে করেছে। এটি ছিল এখনও পর্যন্ত রাজধানী কিয়েভের উপর সবচেয়ে বড় হামলাগুলির মধ্যে অন্যতম।

উল্লেখ্য, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করলেও বিশেষ সমাধানের রাস্তা বের হয়নি। দু'দেশের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠকও করেন তিনি। কিন্তু তা-ও কোনও রফাসূত্র মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ফের একপ্রস্থ বৈঠকে বসার কথা ছিল ট্রাম্পের। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সময় নষ্ট করতে চান না। তিনি বলেন, বলেন, আমি একটা অর্থহীন বৈঠক করতে চাই না। নিজের সময় নষ্ট করতে চাই না।

আমেরিকায় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে খাদ্যপণ্যের দাম! অসন্তোষ সামলাতে শুল্ক প্রত্যাহার ট্রাম্পের

১৮ নভেম্বর ঃ শুল্ক যুদ্ধের ফল যে ভালো হচ্ছে না, তা পরিস্কার বুঝতে পেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকায় খাদ্যপণ্যের বৃদ্ধি তার প্রমাণ। অসন্তোষ বাড়ছে মানুষের মনে। অবস্থা সামাল দিতে নতুন নির্দেশ জারি করলেন প্রেসিডেন্ট। শুল্ক প্রত্যাহার করলেন নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের উপর।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গরুর মাংস, কফি এবং আম-কলার মতো বিশেষ কিছু ফল-সহ বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই সব পণ্যের দাম বে।ে যাওয়ায় অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। ক্রমাগত বা।তে থাকা অভিযোগ সামলাতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, ট্রাম্পের নতুন নির্দেশে, চা, ফলের রস, কোকো, মশলা, কলা, কমলালেবু, টমেটো এবং কিছু সারের উপর থেকে শুল্ক কমানো হয়েছে। এর মধ্যে বহু পণ্য আমেরিকায় উপাদন হয় না। এগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শুধুমাত্র মূল্যবৃদ্ধি নয় এর পিছনে রয়েছে অন্য রাজনৈতিক কারণ। সাম্প্রতিক কিছু নির্বাচনে ডেমক্র্যাটদের জয়ে ট্রাম্পের বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছে। ভার্জিনিয়া এবং নিউ জার্সির ভোটারদের কাছে অর্থনৈতিক সমস্যা সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই ইঙ্গিত ট্রাম্প উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এপ্রিল মাসে, ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক আরোপ করেন। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি এই শুল্ক মূল্যবৃদ্ধির উপরে প্রভাব ফেলে না। যদিও নির্বাচনের ফলাফল অন্য কথা বলেছে। বিশেষ করে গো-মাংসের বা।তে থাকা দাম আমেরিকার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গো-মাংসের প্রধান রপ্তানিকারক ব্রাজিলের উপর শুল্ক আরোপকে আংশিকভাবে এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দাযী করছে সাধারণ মানুষ। ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে সম্প্রতি বাণিজ্যচুক্তি হয়েছে আমেরিকার।

মার্কিন ছাত্র রাজনীতিতে জয়ী ইজরায়েল বিরোধী কমিউনিস্ট তরুণী

১৮নভেম্বর ঃ নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসেবে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত, মুসলিম সমাজতান্ত্রিক নেতা জোহরান মামদানির জয় উদযাপন এখনও শেষ হয়নি। সেই সেলিব্রেশনকে আরও রঙিন করে তুলল আরেক কমিউনিস্টের জয়। মার্কিন ছাত্র রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস গড়লেন কমিউনিস্ট তরুণী হান্না শভেস। ইজরায়েল বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ হান্না ইথাকা কমন কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে জয়ী হলেন। হারালেন নির্দল প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মামদানির পর হান্নার জয়ে উচ্ছ্বসিত আমেরিকার কমিউনিস্টরা। ২০ বছরের কমিউনিস্ট তরুণী হান্না শভেস গড়লেন নয়া ইতিহাস। মাত্র বছর কুড়ির তরুণী হান্না শভেস করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ক্যাম্পাসে পা রেখেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছেন। আর দ্রুত তার ফসলও ঘরে তুললেন। যে ইথাকা কমন কাউন্সিলে জয়ী হয়েছেন হান্না, তার অনেকটাই এই করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ছাত্র রাজনীতিকে বেশ ভালোই প্রয়োগ করেছেন তরুণী। তাঁর প্রতিপক্ষ জি.পি জুরেন্ডা অবশ্য একসময় বামপন্থায় আস্থা রাখলেও পরবর্তীতে সে পথ থেকে সরে এসেছেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিলেন কমন কাউন্সিলের ভোটে। হার মানতে হয়েছে কমিউনিস্ট হান্নার কাছে। ইথাকা কমন কাউন্সিলের নির্বাচনে ১০ আসনের মধ্যে চারটিতেই জয়ী হয়েছেন করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। ফলে আমেরিকার এই অংশে বামপন্থীদের পুনরুত্থান একেবারে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের। ভোটপ্রচারে মামদানির মতোই হান্না তুলে ধরেছিলেন ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবি। এছাড়া গৃহহীনদের অকারণে উখাত না করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন এই তরুণী।

NAME CHANGE

I,Sanjib Barai, S/o Birmohan Barai, resident of 700/A/2 Ashoknagar, P.O. & P.S. Ashoknagar Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from Sanjib Barai S/o Birmohan Barai to Sanjib Barui, S/o Birmohan Barui and henceforth I shall be known as Sanjib Barui in all purpose vide affidavit No 11345. shown before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 17/11/2025 Sanjib Barai, S/o Birmohan Barai and Sanjib Barui, S/o Birmohan Barui both are one and same identical person.

NAME CHANGE

I, SIRAJUL (Old Name) S/O ALIM BOX Residing at Vill-Dogachia, P.O.-Beliaghata Bridge, P.S.-Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SIRAJUL ISLAM (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated . SIRAJUL (Old Name) and SIRAJUL ISLAM (New Name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Nirmal Kumar Mishra (old name) son of Karunesh Mishra, residing at 66/1/2, C. Road, Salkia, Howrah–711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nirmal Mishra (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/11/2025. Nirmal Kumar Mishra (old name) and Nirmal Mishra (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sushma Sarda (old name) wife of Radheshyam Sarda, residing at 74, Braun Field Road, Mominpore, Alipore, Kolkata – 700027, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sushma Jaiswal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/11/2025. Sushma Sarda (old name) and Sushma Jaiswal (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I KAMRUNAHAR BEGUM W/O HASSANUJJAMAN residing at Vill-Bithari, P.O.-Bithari, P.S.-Swarupnagar, North 24 Parganas-743286, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as KAMRUL NAHAR BIBI as declared before the Ld. Executive Magistrate at Basirhat North 24 Parganas vide affidavit No 5202/BC-1/25, Dated 07/11/2025. KAMRUNAHAR BEGUM and KAMRUL NAHAR BIBI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Korman Sk (old name) son of Bani Israil Seikh, residing at Kiskinda Bagila, Memari, Dist: Purba Bardhaman, Pin 713146, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Korban Seikh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/11/2025. Korman Sk (old name) and Korban Seikh (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sunil Kumar Sahu (old name) son of Late Prakash Sahu, residing at Ghoramara Purbapara Mallickpara, Serampore, Dist: Hooghly, Pin: 712203, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sunil Sahu (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/11/2025. Sunil Kumar Sahu (old name) and Sunil Sahu (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dhananjoy Das (old name) S/O Satyaranjan Das, residing at Babekananda Pur Kakdwip Budhakhali South Twenty Four Parganas PIN.743347, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dhananjay Das (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 17/11/2025. Dhananjay Das (new name) and Dhananjoy Das (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Sofikul Islam, my father's (Old Name) Alfazuddin Sk resident of Purba Debidaspur , Kankuria , Samserganj , Jangipur , West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my father's name from Alfazuddin Sk to Alfajuddin Ahmed and henceforth my father's name shall be known as Alfajuddin Ahmed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/11/2025. My father's name Alfajuddin Ahmed & Alfazuddin Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I MANKU PODDER S/O BISHU PODDAR residing at 100, Niranjan Sen Nagar, Baranagar-1, North 24 Parganas -700108, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANKU PODDAR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 17/11/2025. MANKU PODDER and MANKU PODDAR both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Md Nur Islam (Old Name) S/O–Reyajuddin residing at Namopara, Baliadanga , Malda , West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Nur Islam to Nur Islam Sekh and henceforth I shall be known as Nur Islam Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Nur Islam Sekh & Md Nur Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Hakim (Old Name) S/O–Efraj Sk residing at Vill & PO-Mukundapur, PS-Nabagram, Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Hakim to Abdul Hakim Sk and henceforth I shall be known as Abdul Hakim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Abdul Hakim Sk & Abdul Hakim both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Najma Chowdhury, W/o Md Safiuzzaman, বাড়ি - মিশন কম্পাউন্ড, বোলপুর, পোঃ বোলপুর, থানাঃবোলপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার মেয়ে Leesa Uzzaman এর জন্ম সার্টিফিকেট এ আমার নাম Lina Uzzaman নথিভুক্ত রয়েছে। গত ১৩.১১.২০২৫ তারিখ SL No-7301 বোলপুর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Najma Chowdhury ও Lina Uzzaman, একই ব্যক্তি।

রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এসব জিনিস ভুলেও বাড়িতে আনবেন না

রাস্তায় বেরিয়ে কি জিনিস কুড়িয়ে পকেটে নেওয়ার অভ্যেস রয়েছে? তাহলে সাধু সাবধান। পথে চলতে চলতে মূল্যবান জিনিস পেলে তা পকেটে পুরে ঘরে ফেরা অনেকেরই অভ্যাস। কিন্তু এই আপাত নিরীহ অভ্যাসটি আপনার জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। জ্যোতিষ ও বাস্তু মতে, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এসব জিনিস আপনার গৃহে নেগেটিভ এনার্জির সঞ্চার করে। এর ফলে দুর্ভাগ্য, আর্থিক ক্ষতি বা অন্য কোনও সমস্যা প্রবেশ করতে পারে আপনার জীবনে। তাই পথে পাওয়া জিনিস স্পর্শ করার আগে দু'বার ভাবুন। কারণ এই অভ্যাস হতে পারে আপনার মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

এক্ষেত্রে কোন কোন জিনিসগুলো এ।য়ে চলবেন জেনে নিন।কুমকুম বা সিঁদুরঃ রাস্তায় পড়ে থাকা সিঁদুর বা কুমকুম কুড়িয়ে আনা অত্যন্ত অশুভ বলে বিবেচিত। এটি মূলত তন্ত্রক্রিয়া, নজর দোষ বা দুর্ভাগ্য দূর করতে ব্যবহৃত হয। অনেকেই তা বিভিন্ন তান্ত্রিক ক্রিয়ায় রাস্তায় ফেলে ছড়িয়ে রাখে। পা দিয়ে পাড়িয়ে গেলে বা কুড়িয়ে .হাতে নিলে বড় ধরনের ক্ষতি, পারিবারিক অশান্তি বা আর্থিক দেনা দেখা দিতে পারে।

পোড়া নারকেলঃ পোড়া নারকেল সাধারণত পূজা বা বিশেষ উপাচারে ব্যবহৃত হওয়ার পর তা পুকুর বা গঙ্গায় ফেলে দিতে হয়। এটি কুড়িয়ে. বাড়িতে আনলে সমস্ত দুর্ভাগ্য বা অশুভ শক্তি আপনার ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষ মতে, এর ফলে পরিবারে রোগ, শোক এবং আর্থিক সংকটের আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়। চুলের গোছাঃ ছোট বাচ্চারা অনেক সময় না বুঝে রাস্তায. কুড়িযে .পাওযা. চুলের গোছা বা চুল ঘরে নিয়ে আসে। অনেক তন্ত্রসাধক এবং অশুভ শক্তি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের সমস্যা বা রোগ দূর করতে চুল ফেলে দেয। যদি কেউ সেই চুল কুড়িয়ে নিজের কাছে রাখে, তবে ওই নেগেটিভ প্রভাব সরাসরি সেই ব্যক্তি বা তার পরিবারে এসে পড়ে। পুতুল রাস্তায় পড়ে থাকা পুতুল প্রায়শই তন্ত্র বা বশীকরণ কাজে ব্যবহ ত হয়। বাচ্চারা সেই পুতুল নিয়ে নিজের কাছে রাখতে পারে। আসলে এই পুতুল কারও দুর্ভাগ্য বা রোগ দূর করার জন্য তন্ত্র ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হওয়ার পর ফেলে দেওয়া হয়। এই ধরনের পুতুল কুড়িয়ে ঘরে আনলে সেই অশুভ শক্তি আপনার সংসার তছনছ করে দিতে পারে। এতে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা, এমনকী মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

NAME CHANGE

I, SIRAJUL (Old Name) S/O ALIM BOX Residing at Vill-Dogachia, P.O.-Beliaghata Bridge, P.S.-Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SIRAJUL ISLAM (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated . SIRAJUL (Old Name) and SIRAJUL ISLAM (New Name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Meghna Gupta (Old Name) W/O–Rohit Agarwal residing at Bus Stand Dhuliyan , Dhuliyan , Samsherganj , Jangipur , West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Meghna Gupta to Meghna Agarwal and henceforth I shall be known as Meghna Agarwal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Meghna Agarwal & Meghna Gupta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Debala Pal W/o Ratan Pal residing at Shalidah, P.O. Shalidaha, P.S. Shibdaspur, North 24 Parganas, Pin-743145 West Bengal, India do hereby declare my actual name DEBALA PAL instead of MITA PAUL which is wrongly recorded in my daughter LAXMI PAUL's Birth Certificate (Reg. No. 61, Dt. 19.05.2006) , vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Barrackpore on dated 12/09/2025. DEBALA PAL and MITA PAUL both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I MOHASINA MISTRI W/O ISMAIL MISTRI residing at Vill_Uttar Padua, P.O.Mayahauri, P.S.-Joynagar, South 24 Parganas -743337, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MOHSINA MISTRI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit serial No 15, Dated 10/11/2025. MOHASINA MISTRI and MOHSINA MISTRI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Yousof Ali (Old Name) S/O–Bahar Sekh resident of Vill-Kamat , Po-Dhuliyan, Ps-Samserganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Yousof Ali to Md Yusuf Ali and henceforth I shall be known as Md Yusuf Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Md Yusuf Ali & Yousof Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Sanjib Barai, S/o Birmohan Barai, resident of 700/A/2 Ashoknagar, P.O. & P.S. Ashoknagar Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from Sanjib Barai S/o Birmohan Barai to Sanjib Barui, S/o Birmohan Barui and henceforth I shall be known as Sanjib Barui in all purpose vide affidavit No 11345. showrn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 17/11/2025 Sanjib Barai, S/o Birmohan Barai and Sanjib Barui, S/o Birmohan Barui both are one and same identical person.

NAME CHANGE

I ALTAMASH ALAM S/O MD KUDDUS AHMED residing at Opposite Prabartak Jute Mill, 27 B.T. Road, Prasad Nagar, P.O.-Kamarhati, P.S.-Belgharia, North 24 Parganas -700058, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD ALTAMASH ALAM as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit serial No 16, Dated 10/11/2025. ALTAMASH ALAM and MD ALTAMASH ALAM both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Azizul Shaikh (Old Name) S/O–Habibar Rahaman Sekh residing at Vill-Pipulkhola , PO-Dhoradaha , PS-Thanarpara , Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Azizul Shaikh to Ajijul Shaikh and henceforth I shall be known as Ajijul Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Ajijul Shaikh & Azizul Shaikh both are same and one identical person.

জানলে চমকে যাবেন সব ঋতুতেই অনেকের কাছেই চাদর সেফগার্ড

১৮ নভেম্বর ঃ শত ব্যস্ততার পর বাড়ি ফিরে শান্তির ঘুম কে না চায়। তবে অনেকেই আছেন যারা নিজের বিছানা, বালিশ না পেলে বিনিদ্র কাটিয়ে ফেলেন রাত। আবার অনেকেই আছে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোনও ঋতুতেই চাদর গায়ে না দিয়ে ঘুমোনোর কথা ভাবতেই পারেন না। তাদের নিয়ে পরিচিত বৃত্তে হাসি-ঠাট্টাও কম হয় না। কিন্তু জানেন কি এই চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমনোর নেপথ্যে রয়েছে গভীর মনঃস্তত্ত্ব।বিশেষজ্ঞদের দাবি, চাদর অনেকের কাছে সেফ গার্ডের মতো। গবেষনা বলছে, অনেকেরই ছোটোবেলা খুব সমস্যায় কাটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ বাবা-মায়ের মধ্যেই টানাপোড়েন। প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে ভয়, অনিশ্চয়তা। অর্থা ট্রমার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যেই নাকি এই প্রবণতা দেখা যায় সব থেকে বেশি। যুক্তি হল, অনিশ্চয়তায়

ভরা জীবনে চাদরকে এরা একটা শিল্ডের মতো মনে করে। ভাবে, চাদর থাকলে কোনও বিপদ তাঁদের ছুঁতে পারবে না। যারা ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে জেগে ওঠেন তাঁদের কাছেও চাদরটা সেফগার্ডের মতোই। চাদর গায়ে দিলে তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন এরা, ঘুম নামে চোখে।তবে এটাই যে একমাত্র কারণ তা একেবারেই নয়। ব্যাখ্যা রয়েছে আরও। চাদর গায়ে ঢাকা দিলে অনেকের ব্রেন চাপমুক্ত হয়। কেউ চাদর গায়ে শুয়ে পড়লে অনুভব করেন, এবার ঘুমোনোর সময়। কারও কাছে এটা স্রেফ অভ্যেস। যদিও অনেকেই আছেন, যারা শুধু চাদর গায়ে দিয়ে নয়, মুড়ি দিয়ে ঘুমোন। যা কিন্তু একেবারেই ভালো অভ্যেস নয়। কারণ, মুড়ি দিয়ে ঘুমোলে বিশুদ্ধ বাতাস ঢুকতে বাধা পায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুসফুস। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এই অভ্যেস বদলে ফেলাই ভালো।

NAME CHANGE

I, Debabrota Dum (Old Name) S/o Sumanta Dam Residing at Janaphul, Natunhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Debabrata Dam (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 18-11-2025. Debabrota Dum (Old Name) and Debabrata Dam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Debasish Ghosh (old name) residing at Islampur, Islampur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742149 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from DEBASISH GHOSH to DEBASIS GHOSH and henceforth I shall be known as DEBASIS GHOSH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabadb dated 18/11/2025. DEBASISH GHOSH and DEBASIS GHOSH both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arpita Haldar (old name) residing at Hat Lalbag, Murshidabad, Murshidabad, Dist-Murshidabad, Pin-742149 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ARPITA HALDAR to ARPITA HALDER and henceforth I shall be known as ARPITA HALDER (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabadb dated 18/11/2025. ARPITA HALDAR and ARPITA HALDER both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Juallim Saikh (old name) residing at Bagdanga, Habaspur, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JUALLIM SAIKH to JUALLIM SK and henceforth I shall be known as JULLIM SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabadb dated 18/11/2025. JUALLIM SAIKH and JUALLIM SK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aduri Shaikh (old name) residing at Jitpur, Jitpur, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741160 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ADURI SHAIKH to ADURI BEWA and henceforth I shall be known as ADURI BEWA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 18/11/2025. ADURI SHAIKH and ADURI BEWA both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I BISHU PODDER S/O MANGAL PODDAR residing at 100, Niranjan Sen Nagar, Baranagar-1, North 24 Parganas -700108, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BISHU PODDAR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 17/11/2025. BISHU PODDER and BISHU PODDAR both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Md Azam Mansuri (Old Name) S/o Fida Hussain Residing at 48 Dr Abani Dutta Road, Howrah, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Azam Mansuri (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-11-2025. Md Azam Mansuri (Old Name) and Mohammad Azam Mansuri (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, prosenjit Das (old name) residing at Chandpur, Dhantala, Dhantala, Dist-Nadia, Pin-741202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PROSENJIT DAS to PRASENJIT DAS and henceforth I shall be known as PRASENJIT DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabadb dated 18/11/2025. PROSENJIT DAS and PRASENJIT DAS both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MORTUJA SEKH (old name) W/O - WAYEZ ALI SK residing at HOSPITALPARA PO-BETHUADAHARI PS- NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741126. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MORTUJA SEKH (old name) to MURTUZA SK (new name) and henceforth, I shall be known as MURTUZA SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 18/11/2025 . MURTUZA SK (new name) & MORTUJA SEKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK ARIF HOSSAIN (old name) S/O - MUSIRUDDIN SK residing at CHOTOCHANDGHAR PO-BARA CHANDGHAR PS- NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741156. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SK ARIF HOSSAIN (old name) to ARIF HOSSAIN (new name) and henceforth, I shall be known as ARIF HOSSAIN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 18/11/2025. Moreover, In my son's birth-certificate, Registration No- WB BR 2015/20010/1/28, father's-name I.e.my name is mentioned as Sk Arif Hossain . ARIF HOSSAIN (new name) & SK ARIF HOSSAIN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Krishna Biswas, W/o Dhananjoy Biswas, residents of Vill. Nidaya, Rudrapara, P.O.- Sreemayapur, P.S.- Nabadwip, Dist.- Nadia, W B. shall henceforth be known as "Krishan Biswas" which is recorded in the passport being no C6139547, of my son namely Gurudas Biswas, as declared before the J.M. (1st Class) at Nabadwip, Nadia, vide affidavit no 4811, Dated-10/11/2025, Krishna Biswas and "Krishan Biswas" both are same and identical person.

শীতের মরশুমে গিজার ছাড়া স্নানঘরের কথা ভাবতে পারেন না অনেকে

বাতাসে শীতের আগমনি বার্তা। ক্রমশ কমছে তাপমাত্রা। এই মরশুমে গিজার ছাড়া স্নানঘরের কথা ভাবতে পারেন না অনেকে। কেউ কেউ আবার স্নান করার সময়েও গিজার চালিয়েই রাখেন। কিন্তু জানেন কি, এই অভ্যাসের জন্য আপনার বড় ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নান করার সময় গিজার বন্ধ করে নেওয়াই উচিত। ঠিক কী কারণে একথা বলেন বিশেষজ্ঞরা, চলুন তা জেনে নেওয়া যাক।

গিজার নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ না করলে বিপদে আশঙ্কা রয়েছে। গিজারের অতিরিক্ত গরম জলে হাত পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার বেশিক্ষণ চালিয়ে রাখার ফলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

গিজার বন্ধ করে দেওয়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার জল ভরে থাকে মেশিনে। তার ফলে জলের তাপমাত্রার হেরফের হয় না। বলে রাখা ভালো, স্নানের সময় জলের তাপমাত্রার হেরফের হলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার ফলে মরশুমি রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে। অতিরিক্ত গরম জলে স্নান করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

নাম পরিবর্তন

আমি Anish Samadder (পুরাতন নাম) পিতা Sribas Samaddar ঠিকানা Dangapara, Vtc - Betai, P.o - Betai, District - Nadia, Pin - 741163, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 18-11-2025 এর Affidavit no 38/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anish Samaddar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anish Samaddar (নতুন নাম) ও Anish Samadder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Md. Shahid Ansari (old name) son of Md Shaffique Ansari, residing at D 96, Dinu Mistri Bagan, Fathepur Ward No. 01, Garden Reach, Kolkata -700024, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Shahid Ansari (new name) as declared before the Notary Public at Alipore, vide affidavit No. 05 dated 17/11/2025. Md. Shahid Ansari (old name) and Mohammad Shahid Ansari (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asim Kumar Chandradhbaryuy, Ashim Kumar Chandradhwaryyu (Old Name) S/o Late Ramanimohan Chandradhwaryyu Residing at Vill - Dang Para, P.o - Kajora Gram, P.s - Andal, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713338, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Asimkumar Chandradhwaryyu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-11-2025. Asim Kumar Chandradhbaryuy, Ashim Kumar Chandradhwaryyu (Old Name) and Asimkumar Chandradhwaryyu (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sahad Ali Seikh (Old Name) S/O–Ohadi Ali residing at Vill-Punashi , PO-Baharan , PS-Salar , Murshidabad, West Bengal 713123 do hereby declared that I have changed my name from Sahad Ali Seikh to Sahad Ali and henceforth I shall be known as Sahad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/11/2025. My name Sahad Ali & Sahad Ali Seikh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sribash Samadder, Shribas Samaddar (পুরাতন নাম) পিতা Mukanda Samaddar ঠিকানা Natunpara, Vtc - Betai, P.o - Betai, District - Nadia, Pin - 741163, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 18-11-2025 এর Affidavit no 37/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sribas Samaddar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sribas Samaddar (নতুন নাম) ও Sribash Samadder, Shribas Samaddar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

Registered Office: Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata, West Bengal –700 083;
Telephone No.: +91 7203948909;
Corporate Office: Hall No - 1, M R Icon, Next to Milestone, Vasna, Bhayli Road, Vadodara-391410, Gujarat;
Telephone No.: +91 7203948909
Contact Person: Mr. Samoil Akilbhai Lokhandwala; Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: compliance@miflindia.com; **Website:** www.miflindia.com, **CIN:** L65993WB1983PLC035815

PROMOTERS: MR. SOJAN VETTUKALLEL AVIRACHAN, MR. VENKATA RAMANA REVURU, MR. YATIN SANJAY GUPTE, M/S. WARDWIZARD SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED AND M/S. GARUDA MART INDIA PRIVATE LIMITED

ISSUE OF 48,08,21,750 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1.00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RE. 1.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO RS. 48,08,21,750.00/- ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD SEPTEMBER, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	ISSUE CLOSING DATE (OLD)	ISSUE CLOSING DATE (NEW)
	WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025	TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.

Please note that in accordance with provisions of applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all Eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Rights Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Rights Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are not eligible ASBA Investors and must apply for Rights Equity Shares only through the non-ASBA process, irrespective of the application amounts/applicant category.

ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non-ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. ***For details, see "Terms of the Issue - Procedure for Application" on page 161 of the Letter of Offer.***

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, 27th October, 2025 and scheduled to close on Wednesday, 19th November, 2025 has now been extended by the Company from Wednesday, 19th November, 2025 to Tuesday, 25th November, 2025, vide the Board Meeting dated 18th November, 2025, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 25th November, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 25th November, 2025. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 4th October, 2025 except for modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS published in the advertisement dated Tuesday, 18th November, 2025 which will appear in newspapers on Wednesday, 19th November, 2025.

For, Mangalam Industrial Finance Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Samoil Akilbhai Lokhandwala
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: 18th November, 2025

ডাক পরিষেবায় আধুনিকতার ছোঁয়া! বাড়িতে বসেই হবে চিঠি,পার্সেল বুকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ নভেম্বর ঃ এবার ডাক পরিষেবায় আধুনিকতার ছোঁয়া। ছুটতে হবে না আর ডাকঘর। সমস্ত রকম ডাক

সংক্রান্ত পরিষেবা মিলবে বাড়ি থেকেই। কেন্দ্র সরকারের পোস্টাল বিভাগের উদ্যোগে তৈরি হল 'ডাক সেবা' নামক মোবাইল অ্যাপ। 'সেন্ট্রাল ফর এক্সিলেন্স ইন পোস্টাল টেকনোলজি'র দ্বারা নির্মিত মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডাক পরিষেবা পাবেন উপভোক্তারা। চিঠি হোক বা পার্সেল সামগ্রী, এই অ্যাপ থেকে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই বুকিং করতে পারবেন সকলে। যদিও এক্ষেত্রে দুটো অপশন রয়েছে বুকিংয়ের, পিকআপ এবং ড্রপ অফ। পিকআপ এর ক্ষেত্রে উপভোক্তা তাদের চিঠি বা পার্সেল বুকিং করলে বাড়িতে এসে ডাক কর্মীরা তাদের পার্সেল বা চিঠি নিয়ে যাবেন। অন্যদিকে ড্রপ অফ অপশনের ক্ষেত্রে বুকিং করলেও উপভোক্তাদের নিজেদেরই পার্সেলটি দিয়ে আসতে হবে ডাকঘরে। মালদার প্রধান ডাকঘর বিভাগের সুপার উৎপল কুমার রায় জানান, আধুনিক যুগে সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডাক পরিষেবাও উন্নত হচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে উপভোক্তাদের সুবিধার্থে 'ডাক সেবা' নামক একটি অ্যাপ চালু হয়েছে। এতে ডাক পরিষেবা গতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। মালদা প্রধান ডাকঘর বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রজনীশ কুমার জানান, সাধারণ মানুষ এই অ্যাপের মাধ্যমে জিনিসপত্র এবং মানি অর্ডার ট্র্যাকিং, ডাকঘর অনুসন্ধান, ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ -সহ প্রায় ১৬ রকম বিভিন্ন ডাক পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। শতাব্দী প্রাচীন ভারতের ডাক পরিষেবা আজ ডিজিটাল পরিষেবায় পরিণত হয়েছে। একসময় এই ডাক পরিষেবা নির্ভর ছিল মানব শক্তির উপর। তবে বর্তমানে যান্ত্রিক প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে কমছে মানব শক্তির প্রয়োজন। ডাক পরিষেবায় বিলুপ্তপ্রায় রানার এবং ডাক বাক্সের ব্যবহার।

প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে বিতণ্ডাঃ আত্মঘাতী যুবক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ নভেম্বর ঃ কালনা থানার মছলন্দপুর এলাকায় SIR -এর ফর্ম ফিল-আপকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যার ঘটনা। মৃতের নাম অজয় মান্ডি। চার বছর আগে অজয়ের সঙ্গে তার স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে, যে অজয়ের সঙ্গেই থাকত। সোমবার SIR-এর ফর্ম জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে অজয়ের স্ত্রীর ফেলে যাওয়া ভোটার কার্ডের। সেই ভোটার কার্ডটি সংগ্রহ করতে স্ত্রী আসেন তার আগের শ্বশুরবাড়ি, মছলন্দপুরে। অভিযোগ, সেইসময় অজয়, তার প্রাক্তন স্ত্রী এবং মেয়ের মধ্যে খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ উঠেছে, অজয়ের স্ত্রী তাকে অপমানজনক কথাবার্তাও বলেন। মৃতের ভাই বিজয় মন্ডির দাবি, এর জেরেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন অজয়। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। মঙ্গলবার অজয়ের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত কালনা মহকুমা হাসপাতালে সম্পন্ন হয়েছে। বিজয় মন্ডির আরও অভিযোগ, চার বছর আগে বৌদি কন্যা সন্তানকে ফেলে রেখে অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান। এরপর দাদা একাই মেয়েকে মানুষ করছিলেন। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু সোমবার ভোটার কার্ড নিতে এসে বৌদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে দাদা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে দাবি পরিবারের।

MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 252/ MGP , Dated : 18.11.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **22.11.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **13.12.2025 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

বাড়ছে ভিড়, বাড়ছে আয়! রেকর্ড আয় বেঙ্গল সাফারি পার্কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ১৮ নভেম্বর ঃ রেকর্ড আয় বেঙ্গল সাফারি পার্কের। পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলতি বছর অক্টোবরে এক মাসেই আয় হয়েছে ৭১ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনের পর এই প্রথম এত বড় অঙ্কের রাজস্ব সংগ্রহ হল। গত বছর দুর্গাপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত মোট আয় ছিল ৬১ লক্ষ। সেই তুলনায় এ বছরের অগ্রগতি নজিরবিহীন বলেই মনে করছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমার বলেন, গতবার পুজোর মরশুমে আয় হয়েছিল ৬১ লক্ষ। এ বছর শুধু অক্টোবরে ৭১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। সামনে আরও বৃদ্ধি হবে বলেই আশা করছি। বাড়ছে পর্যটকের ভিড়, আর তার সঙ্গে বাড়ছে আয়- এভাবেই বছর-বছর সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে বেঙ্গল সাফারিতে। এই সাফল্যের সূত্র ধরেই বহু প্রতীক্ষিত লায়ন সাফারি ২০২৫ সালের পুজোর আগেই শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল জু অথরিটি পরিকাঠামো- সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি নির্দেশ করায় প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়। সিজিএ-র নির্দেশ মেনে সংশোধনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে আবেদন পাঠানো হয়েছে এবং অনুমোদন মিললে ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই লায়ন সাফারি দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে পার্কে রয়েছে ত্রিপুরার সেপাহিজলা জু থেকে আনা সিংহযুগল সুরজ এবং তানিয়া। চলতি বছর তাদের তিনটি শাবকের জন্ম হয়েছে, যা লায়ন সাফারির সম্ভাবনা নিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে ১৮ টি নতুন প্রাণী আনা হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কোয়ারেন্টাইন প্রক্রিয়া শেষ হলে

ডিসেম্বরের শুরু থেকে পর্যটকেরা এই প্রাণীদের দেখতে পারবেন। নতুন আগতদের তালিকায় রয়েছে- হিমালয়ি ব্ল্যাক বেয়ার এক জোড়া, পেইন্টেড স্টর্ক দুই জোড়া, স্পুনবিল এক জোড়া, ঘরিয়াল এক জোড়া এবং গ্রিন ইগুয়ানা তিন জোড়া। রাজ্য বন দফতর সূত্রে খবর, বেঙ্গল সাফারি পার্ক আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সামনে উৎসবের মরসুমে আরও বেশি পর্যটক আসবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

নদী ও সমুদ্রে কমছে মাছের জোগান, সমস্যায় পড়ছেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী পরিবার

অশোক দাস, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ নভেম্বর ঃ নদী বা সমুদ্র যেন দিন দিন বন্ধ্যা হয়ে পড়ছে। নদী বা সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ আর উঠছে না। আর

তাতেই সমস্যায় পড়ছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী পরিবারের মানুষজন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম নদী ও সমুদ্র কেন্দ্রিক। কিন্তু দিনের পর দিন নদী ও সমুদ্রে মাছের জোগান কমছে। মৎস্যজীবীদের অন্ন সংস্থানে আরও কোণঠাসা করে দিয়েছে। ফলে জীবিকার সংকটে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনের অন্যতম ক্ষেত্র। একদিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। অন্যদিকে এই জেলার মধ্য দিয়ে শিরা উপশিরার মত বয়ে গেছে একাধিক খাল বিল নদ-নদী। ফলে এই জেলার বহু মানুষ নদী ও সমুদ্রে মাছ শিকার করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু দিনের পর দিন নদী ও সমুদ্রে মাছের জোগান নেই। ফলে পেটে ভাত নেই মৎস্যজীবীদের। প্রতিবছর মাছ শিকারের মরশুমে দেখা যায়, অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের জোগান কমছে। ফলে মরশুমে এখন জাল ফেলে সেই রোজগার আর নেই। বছরের পর বছর দুশ্চিন্তা বাড়ছে জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকার সংকট আরও গভীর হয়ে উঠেছে নদী বা সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণের জেরে। অনিয়ন্ত্রিত ট্রলার ফিশিং-সহ নানা কারণে জীবন জীবিকা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের। এই বিষয়ে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার সম্পাদক দেবাশীষ শ্যামল বলেন, 'মূলত তিনটি কারণে দিন দিন মাছের জোগান কম হচ্ছে। এক, অনিয়ন্ত্রিত ফিশিং বা ট্রলার ফিশিং। দুই, নদী - সমুদ্রে দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। এছাড়াও উপকূলবর্তী অঞ্চলে একাধিক প্রকল্পের কারণে জীববৈচিত্র্য হারাচ্ছে নদ-নদী ও সমুদ্র। আর তাতেই সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন অনেকটাই কম হয়েছে। শেষ কয়েক বছরে ষাট শতাংশ মাছ উৎপাদন কমে গেছে। সমস্যায় পড়েছেন প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা। আবার সমুদ্রসাথী প্রকল্পের ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে আরও সমস্যা নেমে এসেছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী পরিবারে।'

কাটোয়ার কার্তিক পুজোর ২৫০ বছরের প্রাচীন বর্ণময় ও চমকপ্রদ ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ১৮ নভেম্বর ঃ কার্তিক পুজোর নাম শুনলেই সর্বপ্রথম মাথায় আসে কাটোয়া শহরের কথা। যদিও কাটোয়াতে কার্তিক পুজো কার্তিক লড়াই নামেই খ্যাত। জানা যায় বহু বছরের পুরনো এই কার্তিক লড়াই। কীভাবে এই কার্তিক লড়াই শুরু হয়েছিল তা নিয়ে একাধিক জনশ্রুতি রয়েছে। তবে জানেন কাটোয়ার প্রথম কার্তিক কোনটা? কোথায় প্রথম কার্তিক পুজো শুরু হয়েছিল? জনশ্রুতি অনুযায়ী কাটোয়া শহরের বর্তমান হরিসভা পাড়ার আমরা ক'জন ক্লাব দ্বারা পরিচালিত কার্তিকের পুজো সবথেকে প্রাচীন এবং এটাই নাকি শহরের প্রথম পুজো। এই বিষয়ে আমরা ক'জন ক্লাবের প্রবীণ সদস্য দিব্যেন্দু ঘোষাল বলেন, এই কার্তিকের একটা ইতিহাস আছে। এটা শুরু হয়েছিল ১৭৫০ সালে আলিবর্দি খাঁ-এর আমল থেকে। তখন এই কাটোয়ার নাম ছিল কন্টকনগর। তার পর লবণগোলা হল , তার পর চুনারি পাড়া হল বর্তমানে হরিসভা পাড়া। তখন সেই সময় বর্গি দস্যু আসে। তারা কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ এলাকায় অবাধে ব্যাপক অত্যাচার ও লুঠপাট চালাত। সেই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল। তখন বাবুরা অর্থাৎ ধনী ব্যবসায়ীরা এই পাড়ায় রাত কাটাতেন। সে সময় শুরু হয় কার্তিক পুজো। এখন 'আমরা কজন' ক্লাব নতুন মন্দির তৈরি করে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী পুজো করে আসছে। এখানে ঘরের শিশুর মতো কার্তিকের হাতে লাটাই, ঝুনঝুনি, মোয়া দিয়ে পুজো করা হয়। কথিত, পুরনো রীতি অনুযায়ী এই জাগ্রত কার্তিকের কাছে মানত করলে অনেক ইচ্ছা পূরণ হয়। আগের থেকে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পুজো হয় বর্তমানে। পুজোর সময় মন্দির প্রাঙ্গণে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। সবমিলিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কথায়, এটাই কাটোয়ার প্রথম এবং সবথেকে প্রাচীন পুজো।

স্টেশনের ওয়েটিং রুম থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির এনজেপি রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুম থেকে এক অজ্ঞাত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, জিআরপির একটি দল এদিন সকালে ওয়েটিং রুমটি পরীক্ষা করার জন্য আসেন। সেই সময় মেঝেতে পড়ে থাকা এক মহিলাকে দেখতে পায়। মহিলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবে ওই মহিলা মারা গিয়েছিলেন। মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। জিআরপি মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এক আধিকারিকরা বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে ওই মহিলার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। মহিলাটি কার সাথে ছিলেন তা জানার জন্য জিআরপি স্টেশনের আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করছে।

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সহায়তা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫৮, তারিখঃ ১৪-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই এসআইজি নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে কার্যরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনে সিগন্যালিং সহায়তা প্রদান। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৬,০০,৩৫৭/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৯২,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409

e-Tender NIT_No. 1475/SGPII/ BEUP/25-26, Dated: 17.11.25

For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for Installation of Flood Light. Last date of download of document **up to 08.12.2025 at 03.00 PM.** Bid Submission end date: **08.12.2025 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date(Technical) **10.12.2025 at 03.00 P.M.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সুচিত্র কুমার সেন পিতা- মৃত সুধীর কুমার সেন সাং- এ-২ /৫ সিটি- এ গোবিন্দপুর প্রণবনন্দ পল্লি, থানা- বাঁকুড়া, জেলা- বাঁকুড়া, প ঃবঃ, বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অধীন ১০২ নং জে. এল. ভুক্ত আখিরা মৌজার এল.আর. খতিয়ান ১৮৭৯, এল আর দাগ নং- ১৪০ মোট পরিমান শতক মধ্যে ০.০৬২৪ অংশে ২০ শতক তন্মধ্যে ২.৪ (দুই দশমিক চার) শতক (দৈয়ম), সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভার্থী শম্ভু রাম পিতা মৃত পারমেশউ রাম, রামপুরহাট পশ্চিমপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৩ পোঃ ও থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম পিন- ৭৩১২২৪ পঃবঃ কে বিগত ইং ১৬।০৪।২০২৪ তারিখ এ এডিশন্যাল ডিসট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, রামপুরহাট, বীরভূম এর নিকট I-4686/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহা আইন মতে সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে উপযুক্ত কারণ সহ জানাইবেন। অন্যথায় যথাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

IDENTIFIED BY
SAMSUL ALAM
Advocate
Rampurhat Court
W.B. 141178
Mob:8926195169
Date: 18.11.25

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409

eTender NIT_No: 1478/SGPII/ BEUP/25-26, Dated: 17.11.25

For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for Installation of 01 no High mast. Last date of download of document up to 26.11.2025 at 03.00 PM. Bid Submission end date: **26.11.2025 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **28.11.2025 at 03.00 P.M.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet

Tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide **Tender-NIT MEMO No. JBPUR-II/356/2025, Date: 17/11/2025.** Last date of Tender droping: **24.11.2025, 5.00 pm.** Date of opening of Bibs: **25.11.2025, 3.00 PM,** Details Contact: Jbpur-II GP Office, jagathallavpur, Howrah

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block,Howarh

কাটিহার মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫৬ তারিখঃ ১৪-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** বালুরঘাট স্টেশনে একটি স্ট্যাবলিং লাইনের নির্মাণের জন্যে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৪৩,৭৫,৫৮৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,২১,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/082/084/2025-2026/APAS
Name of the work: **Development of drainage line at 3B, 21, Pitambar Ghatak Lane and adjacent area in Ward No.-82 (APAS/01/159/240/0003).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 1,49,713.36.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/082/095/2025-2026/APAS
Name of the work: **Repair of latrine at 7, 4, 3/1, Gobinda Auddy Road and adjacent area in Ward No.-082 (APAS/01/159/250/0001).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 1,99,987.77.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/082/098/2025-2026/APAS
Name of the work: **Repair of drainage line and latrine at 17, Chetla Road in Ward No.-82 (APAS/01/159/ 243/0003).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,626.78.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/077/114/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of I.P.S. passage at 29A/H/6, Ekbalpore Road to 28, Ekbalpore Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/72/0002).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,907.37.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/077/115/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of Bustee I.P.S. passage at 16/2, 16/3, M. M. Ali Road and its surrounding area in Ward No.-77 (APAS/01/159/ 38/0002).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,689.62.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/077/116/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of I.P.S. passage at 14/1/H/5, 14/1/H/6, 14/1/H/11, M. M. Ali Road and its surrounding area in Ward No.-77 (APAS/01/159/ 38/0004).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,908.19.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/IX/077/059/2025-2026/UTTARAN
Name of the work: **Maintenance of Uttaran sewer line at 3/H/10, 1D, Ibrahim Road, 11/H/5, 7, 18/H/7, M. M. Ali Road, 4D, Ekbalpore Road etc. in Ward No.-77.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,577.68.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(8) NIT No. : KMC/IX/077/110/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of Bustee IPS passage at 11/2/H/20, 11/2/H/12, 11/2/H/13, 11/2/H/10, M. M. Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/53/0002).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 3,99,967.22.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(9) NIT No. : KMC/IX/077/112/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of Bustee IPS passage at 17A/H/7, 17/1, 17/H/5, 17/H/1, M. M. Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/50/0002).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 3,99,913.90.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(10) NIT No. : KMC/IX/074/101/2025-2026/APAS
Name of the work: **Development of I.P. passage at 1 No. Orphangunj Road in Ward No.-74 (APAS/01/159/77/0001).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 1,99,984.04.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(11) NIT No. : KMC/IX/074/0107/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of IPS passage at 11 Orphangunj Road (Ward No.-74) (APAS/01/0159/ 80/0002).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 4,99,842.24.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(12) NIT No. : KMC/IX/077/117/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of Bustee sewer line at 16/2, M. M. Ali Road to 16/3, M. M. Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/38/0001).** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 3,99,994.33.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **11.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 12).** Tender will be opened on: **13.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 12).** The bid forms and other details are available on and from **18.11.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 12).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 12).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/33/APAS-24/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Development of passage by laying cement concrete at 24 Radha Madhab Dutta Garden Lane in Ward No.-033.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,28,181.00.** Earnest money: **₹ 6,800.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/16/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of footpath, 4J Rashmoni Bazar Road allied area in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,99,345.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/14/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of sewer at 29, 9, 36 Kalimuddin Sarkar Lane in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,98,244.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/13/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of passage at 29, 36, 9 Kalimuddin Sarkar Lane in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,98,288.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/33/APAS-23/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine at 75 Beliaghata Main Road and other surrounded Uttaran area in Ward No.-33.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,96,255.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/33/APAS-22/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Construction of new sanitary latrine at 6 Ram Mohan Mullick Garden Lane in Ward No.-33.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,93,141.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE-III/33/APAS-1/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road surface and passage at 47 Narkeldanga Main Road and its surrounded areas disturbed by W/S Deptt. in Ward No.-033.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,58,692.00.** Earnest money: **₹ 5,200.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE-III/APAS/31/257/2/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of sewer at 19/B M. B. Lane in Ward No.-31.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,258.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE-III/APAS/31/262/2/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of toilet at 2/H/35, 2H/32 Ghore Bibi Lane in Ward No.-31.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,99,660.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(10) NIT No. : KMC/EE-III/APAS/31/263/2/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of toilet at 2/H/27, 2/H/7 Ghore Bibi Lane in Ward No.-31.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,99,585.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(11) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/15/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of passage and sewer at 1, 6 R.A.N. Singha Lane in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,98,919.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/207/30/25-26
Name of the work: **Development of footpath at P-211, P-212 CIT Scheme-VII(M) & their surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,99,381.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(13) NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/210/31/25-26
Name of the work: **Improvement of footpath at 36 Bagmari Road & its surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,32,742.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/209/32/25-26
Name of the work: **Improvement of sewer line at 3, Bidhan Sisu Sarani and its surrounding area in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,91,042.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(15) NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/219/38/25-26
Name of the work: **Improvement of passage to be disturbed by Water Supply Department at 139/2A M. M. Road & its surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,47,927.00.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **10.12.2025 up to 9 A.M. (For Sl. No. 1 to 7); 11.12.2025 up to 9 A.M. (For Sl. No. 8 to 10) and 13.12.2025 up to 9 A.M. (For Sl. No. 11 to 15).** Date and time of opening of bid: **12.12.2025 after 9 A.M. (For Sl. No. 1 to 7); 13.12.2025 after 9 A.M. (For Sl. No. 8 to 10) and 15.12.2025 after 9 A.M. (For Sl. No. 11 to 15).** The bid forms and other details are available on and from **18.11.2025 on 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 15).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 15).**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. - KMC/US/HQ/139/25-26/115 (1st Call); (2) NIT No. - KMC/US/HQ/74/25-26/121 (1st Call) published in this Newspaper on **10.11.2025** (Key No. 1350/25-26) of **Uttaran Services Department** (Sl. No. 1 & 2). Last date & time of submission of bid **03.12.2025 up to 11 A.M.** (For Sl. No. 1), **04.12.2025 up to 11 A.M.** (For Sl. No. 2) instead of 22.11.2025 (For Sl. No. 1 & 2) and Bid opening date and time for technical proposals **05.12.2025 at 11 A.M.** (For Sl. No. 1), **06.12.2025 at 11 A.M.** (For Sl. No. 2) instead of 24.11.2025 (For Sl. No. 1 & 2).

(1) NIT No. - KMC/EE(C)/Br-XV/134/096/2025-2026/APAS/62/01; (2) NIT No. - KMC/EE(C)/Br-XV/134/100/2025-2026/APAS/59/01; (3) NIT No. - KMC/EE(C)/Br-XV/134/101/2025-2026/APAS/59/02 published in this Newspaper on **01.11.2025** (Key No. 1288/25-26) of **Engineering (Civil)/Br-XV Department** (Sl. No. 15 to 17). Last date & time of submission of bid will be read as **24.11.2025 - 11 A.M.** instead of 12.11.2025 - 11 A.M. (Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on **26.11.2025 - 11 A.M.** instead of 14.11.2025 - 11 A.M. (Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **05.11.2025 - 5 P.M.** instead of 04.11.2025 - 5 P.M. (Sl. No. 1 to 3). All other terms and conditions of the tender remain unchanged.

(1427/25-26)

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার, (১৪তম তল), সাউথ উইং
১১, হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা ৭০০০০১
ই-মেইল আইডিঃ cs8267@pnb.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর শর্তাবলী সহ পঠিত। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার গঠনমূলক/ভৌত/প্রতীকী দখল ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং নিচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে ''যা কিছু আছে'' তা বিক্রি করা হবে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাংক/সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না টাকা জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত পাওনাদারের সময়সূচী সম্পদ

ক্রম. নং.	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি), ব্যক্তি পরিচয়পত্র	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) দণ্ডবিধির নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা ঙ) ডিলিং অফিসার এবং নম্বর	ক) রিজার্ভ মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ সময় ঙ) যদি কোনও দায় থাকে
১	**শাখাঃ এআরএমবি কলকাতা দক্ষিণ (৮২৬৭০০)** শ্রী ভারত কৌল, পুত্র পুষ্কর কৌল ফ্ল্যাট নং ৩কে, নেচার'স নেস্ট, ১৪০, প্রিন্স গুলাম হুসেন শাহ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০৩২। **অ্যাকাউন্ট নংঃ ৫২৮৩০০এনসি০০০৩৪৪৪**	'নেচারস নেস্ট' নামক ভবনের তৃতীয় তলায় ১৪২২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) মার্বেল সমাপ্ত আবাসিক ফ্ল্যাটটি, প্রিন্স গুলাম হোসেন শাহ রোড, কলকাতা- ৭০০০৩২, প্রাঙ্গণ নং ১৪০-এ ফ্ল্যাট নং ৩কে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং সহ, মৌজা-আরাকপুরের সি.এস. খতিয়ান নং ১০২৬-এর সি.এস. দাগ নং ১৭৩-এর অধীনে অবিভক্ত আনুপাতিক জমির অংশ, জে.এল নং ৩৯, থানা- সদর টালিগঞ্জ, তৌজি নং ২৩০ এবং ২৩৪, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৩ এর সংলগ্ন, কলকাতার এ.আর.এ-১ এর বিক্রয় দলিল নং ১-১০১৭৮/২০১৪ অনুসারে, শ্রী ভারত কৌলের নামে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২৫, পৃষ্ঠা ৫১৫০ থেকে ৫১৭০ পর্যন্ত এ.আর.এ-১, কলকাতায় নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত দ্বারা বেষ্টিত এবং **সীমানাযুক্তঃ** উত্তরেঃ ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট ১/১ রাজা এস.সি. মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, দক্ষিণে প্রিন্স গুলাম হুসেন শাহ রোড, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২, **পূর্বেঃ** ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট ১১, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৩২, **পশ্চিমেঃ** ১৩৭, প্রিন্স গুলাম হুসেন শাহ রোড, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২। উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী ভারত কৌলের মালিকানাধীন।	ক) ০৮.১১.২০২৩ খ) ৪১,৫০,১৬২.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ গ) ১৭.১১.২০২৫ (প্রতীকী) ঘ) প্রতীকী দখল ঙ) শ্রী রতন দাস, সিনিয়র ম্যানেজার যোগাযোগঃ ৮৯১৮৬ ৩৭৮০২	ক) ৭৫,৩৩,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৫৪,০০০.০০ টাকা (২০.১২.২০২৫) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২০.১২.২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে ৪.০০ টা পর্যন্ত। ঙ) ব্যাংকের জানা নেই

শর্তাবলী

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে-

১. সম্পত্তিগুলি ''যেমন আছে যেখানে আছে'' ভিত্তিতে এবং ''যেমন আছে যা আছে'' ভিত্তিতে এবং ''যেখানে আছে সেখানে আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৫. সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনও ধরণের আইনগত পাওনার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। ক্রেতারা যে কোনও ধরণের কর প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।
৬. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ শ্রী নীরজ কুমার, প্রধান ব্যবস্থাপক, মোবাইল নং ৮৯১০০৪২৪৬৯, শ্রী হেমরাজ পারেওয়া, প্রধান ব্যবস্থাপক, মোবাইল নং ৯৮২৯০৯৭০৩০, শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী, সিনিয়র ব্যবস্থাপক, মোবাইল নং ৯৬৭৪৯৬৮৯১২।

তারিখঃ ১৮.১১.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল নং. ৯৮২৯০৯৭০৩০)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)

বিশ্বকাপের টিকিট পেল না নাইজেরিয়া

সংবাদ সংস্থা, রাবা, ১৮ নভেম্বরঃ ম্যাচ হেরে কোনও কোচ আত্মসমালোচনা করেন। নিজের রণকৌশলের খুঁত মেনে নেন। কেউ কেউ রেগেমেগে নিজের খেলোয়াড়দেরই কালপ্রিট দেগে দেন। অনেকে রেফারিকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করান! নাইজেরিয়ার কোচ কিন্তু এর কোনও পথেই হাঁটলেন না। টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছতে ব্যর্থ আফ্রিকার এই দেশ। আর আফ্রিকান প্লে-অফ ফাইনালে টাইব্রেকারে হারার পর ক্ষুব্ধ কোচ এরিক শেল সরাসরি অভিযোগ তুললেন-ডিআর কঙ্গো নাকি ম্যাচ জিততে 'জাদুটোনা' করেছে! রবিবার মরক্কোর রাবাতে নির্ধারিত সময়ে ১-১ ফল। অতিরিক্ত সময়েও গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ ব্যবধানে জিতে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফে জায়গা করে নেয় ডিআর কঙ্গো। তারপর শুরু অভিযোগের ঝড়। ম্যাচশেষে সাংবাদিক সম্মেলনে শেল বলে বসেন, ''ওরা প্রতি মুহূর্তে তুকতাক করছিল। বারবার একই জিনিস। তাই আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম!'' তিনি ইশারায় দেখান, ডিআর কঙ্গোর একজন সদস্য নাকি বারবার হাত নেড়ে কিছু ছিটচ্ছিলেন। তাঁর কথায়, ''ওটা জল কি অন্য কোনও জিনিস জানি না।''

অনুশীলন করলেন না, গুয়াহাটিতে আদৌ মাঠে নামবেন শুভমান?

সংবাদ সংস্থা গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বরঃ দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতীয় শিবিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন- শুভমান গিল আদৌ খেলতে পারবেন তো? মঙ্গলবার দলের প্রথম অনুশীলন সেশন ছিল। কিন্তু দলের অধিনায়ককে নেটে দেখা

গেল না। তাঁর অনুপস্থিতিতেই শুরু হয় প্রস্তুতি, আর সেই সূত্রে ঘনাতে থাকে শঙ্কা-২৩ নভেম্বর শুরু হওয়া টেস্টে টিম ইন্ডিয়া কি আবার নামবে ছন্দে থাকা গিলকে ছাড়াই? কলকাতা টেস্টে প্রথম ইনিংসে ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। মাত্র তিন বল খেলেই বুঝেছিলেন সমস্যা গভীর। পরে বিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেই চোট এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। সিরিজ ওপেনারের দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠে ফেরেননি গিল। অধিনায়কত্ব সামলাতে হয় ঋষভ পন্থকে। দলের সূত্র বলছে, শুভমানকে গুয়াহাটি যাওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সম্ভবত তিনি দলের সঙ্গে যাবেন না। যদি তাই হয়, তবে দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন পন্থ। এমনটা হলে সিরিজে পিছিয়ে থাকা দলের জন্য বড় ধাক্কা। সঙ্গে চাপও বাড়বে পন্থের-ব্যাট হাতে দায়িত্ব, সঙ্গে অধিনায়কত্ব, দুটোই সামলাতে হবে টানা দু'নম্বর ম্যাচে। দলের বাকি সদস্যরা যদিও অনুশীলনে ব্যস্ত। নেটে দেখা গেল ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, সাই সুদর্শনকে। কোচিং সদস্যদের নজরদারিতে চলছে ব্যাটিং-বোলিংয়ের প্রস্তুতি। তরুণদের বাড়তি তৎপরতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, স্কোয়াডে গভীরতা তৈরি করতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। গিল না খেললে কে নামবেন তিন নম্বরে-এটাও বড় প্রশ্ন। সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে সাই সুদর্শনের নামই প্রথম সারিতে। চোট-জটিলতার মধ্যে আবার আলোচনায় এসেছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। প্রথম টেস্ট শুরুর আগেই রিলিজ করা হয়েছিল, কিন্তু গিলের অনুপস্থিতিতে অলরাউন্ড বিকল্প হিসেবে তাঁকে নিয়ে ফের ভাবনাচিন্তা চলতে পারে। তবু স্পষ্ট সম্ভাবনা সাই সুদর্শনই গিলের জায়গায় একাদশে ঢুকবেন। দ্বিতীয় টেস্ট ভারতের জন্য কার্যত মরণবাঁচন লড়াই। ইডেনে মাত্র ১২৪ রান তাড়া করতে না পেরে ম্যাচ হারার পর সিরিজ বাঁচাতে হলে এবার শুরু থেকেই নিখুঁত ক্রিকেট খেলতে হবে। সেই লড়াইয়ের আগে অধিনায়ককে অনুশীলনে না দেখা যাওয়ায় শিবিরের উদ্বেগ বেড়েছে। এখন নজর একটাই-আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় গিলের চোটের অবস্থা কতটা উন্নতি হয়। ফিটনেস রিপোর্টই ঠিক করবে, গুয়াহাটিতে তাঁকে দেখা যাবে কি না।

অবশেষে অনুশীলনে যোগ দিলেন ক্রেসপো ও গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ আগামী ডিসেম্বরে সুপার কাপের পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির সঙ্গে। গত সিজনের তুলনায় তাঁরা যে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবার সেই আঃদাজ অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন হেডকোচ অস্কার ব্রুজো। তাই গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচে পড়শী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে আটকে দেওয়ার পর ফুটবলারদের সামান্য কিছুদিন ছুটি দিয়েছিলেন তিনি। সেই ছুটি কাটিয়ে গত কয়েকদিন আগেই দলের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি অধিকাংশ বিদেশি ফুটবলাররা। বর্তমানে হাতে বেশ কিছুটা সময় থাকায় দলকে ভালোমতো গুছিয়ে নিতে চান এই স্প্যানিশ কোচ। তাই এক্ষেত্রে ফিটনেসের পাশাপাশি টিম বন্ডিংয়ের উপর বাড়তি নজর দিচ্ছেন সকলে। পূর্বে অনুশীলন শুরু করার দিনে অস্কার সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর নির্দেশ মতোই ফুটবলারদের অনুশীলন করাচ্ছিলেন সহকারী কোচ বিনো জর্জ থেকে শুরু করে অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফেরা। শোনা যাচ্ছিল, খুব শীঘ্রই কলকাতায় এসে দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন এই

স্প্যানিশ কোচ। তারপর গত শুক্রবার শহরে এসে হাল ধরেন অস্কার। তারপর থেকেই পুরোদমে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন রশিদ থেকে শুরু করে মিগুয়েল ফিগুয়েরারা। তবে সাউল ক্রেসপোর পাশাপাশি গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিল উপস্থিত ছিলেন না এই কটাদিন। অবশেষে গত সোমবার থেকেই দলের সঙ্গে যোগদান করেন দুই তারকা। উল্লেখ্য, গত ডার্বি ম্যাচ খেলতে গিয়েই চোটের কবলে পড়তে হয়েছিল এই স্প্যানিশ ফুটবলারকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় ছিল সকলে। অন্যদিকে, ছুটি চলাকালীন ডেঙ্গুর কবলে পড়েছিলেন গোলরক্ষক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে পাওয়া নিয়েও দেখা গিয়েছিল ধোঁয়াশা। অবশেষে সপ্তাহের প্রথমদিন থেকেই অনুশীলনে ধরা দেন এই দুই ফুটবলার। তবে মূল দলের সাথে অনুশীলন করার বদলে শোনা যায়, সাইড লাইনে রিহ্যাব সাড়েন দুই তারকা। সব ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা যাবে এই দুই ফুটবলারকে। তবে সেমিফাইনালে আদৌও তাঁদের নামানো হবে কিনা এখন সেটাই দেখার।

দীর্ঘ আড়াই বছর পর অবশেষে কাম্প ন্যুয়ে ফিরছে বার্সেলোনা

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১৮ নভেম্বরঃ কাম্প ন্যুয়ে ফেরার অনুমতি পেয়েছে বার্সেলোনা। দুই বছরের বেশি সময় পর চলতি মাসের শেষ দিকে ঘরের মাঠে খেলতে যাচ্ছে কাতালান ক্লাবটি। আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে আগামী শনিবারের লা কারণে ফেরা হয়নি তাদের। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হচ্ছে দলটির। সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে কাম্প ন্যুয়ে একটি উন্মুক্ত অনুশীলন সেশন আয়োজন করেছিল বার্সেলোনা। এবার ৪৫ হাজার দর্শকের সামনে ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে তারা। এতদিন

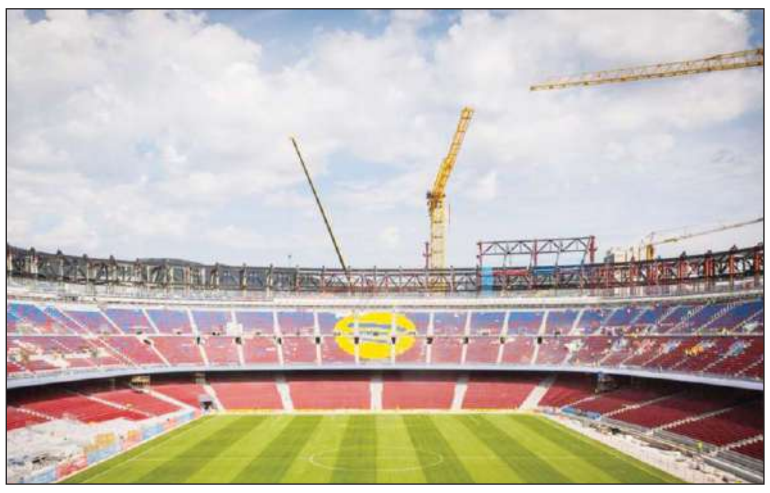

লিগার ম্যাচটি কাম্প ন্যুয়ে খেলার বিষয়টি সোমবার নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা। ২০২৩ সালের মে মাসে সবশেষ কাম্প ন্যুয়ে খেলেছিল বার্সেলোনা। এরপর এখানে ব্যাপক সংস্কার শুরু হয়। অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম 'স্পটিফাই' এর সঙ্গে জার্সি ও স্টেডিয়াম স্পন্সরশিপ চুক্তির শর্ত হিসেবে স্টেডিয়ামটির নাম বদলে হয়েছে স্পটিফাই কাম্প ন্যু। বেশ কয়েকবারই কাম্প ন্যুয়ে ফেরার পরিকল্পনা করেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু অনুমতি সংক্রান্ত ঘরের মাঠের বেশিরভাগ ম্যাচ মন্টজুইকের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলেছিল বার্সেলোনা। কিছু ম্যাচ ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামেও খেলতে হয়েছিল তাদের। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে কিছুটা পিছিয়ে আছে বার্সেলোনা। ১২ ম্যাচে ৯ জয় ও এক ড্রয়ে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা। সমান ম্যাচে ১০ জয় ও এক ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ।

একাকীত্ব, মানসিক ক্লান্তিতে জেরবার যুবরাজ সিংয়ের বাবা!

সংবাদ সংস্থা, চন্ডীগড়, ১৮ নভেম্বরঃ একসময়ে ভারতের দ্রুতগতির পেসার, পরে কোচিং জগতের পরিচিত মুখ - যোগরাজ সিং আজ নিজের জীবনকে দেখছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোয়। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন, তা যেন তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী পথের এক নিঃসঙ্গ পরিণতির কাহিনি। ৬২ বছরের যোগরাজ জানালেন, এখন তিনি বেশিরভাগ সময় একা কাটান। নিজের শহরের বাড়িতে সন্ধে নামলে পাশে কেউ থাকে না। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে কেউ নেই। খাওয়ার সময় কখনও কোনও পরিচিত, কখনও কোনও অচেনা মানুষ খাবার দিয়ে যায় শুধু। পরিবারের প্রতি ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠে ক্লান্তি আর আত্মসমর্পণ। তাঁর কথায়, ''মা, বাচ্চারা, নাতি-নাতনি, সবাইকে ভালোবাসি। কিন্তু কারও কাছে কিছু চাই না। জীবন শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বর যখন চাইবেন, নিয়ে যাবেন। যেটুকু পেয়েছি তাতেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।'' যোগরাজ সিংয়ের প্রথম বিয়ে হয়েছিল শবনম কৌরের সঙ্গে। এই দাম্পত্যে জন্ম যুবরাজ ও জোরাবরের। কিন্তু ক্রমাগত অশান্তির কারণে সম্পর্ক ভেঙে যায়। যুবরাজ নিজেই পরে জানান, প্রতিনিয়ত ঝগড়ার জন্যই তিনি বাবা-মাকে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যোগরাজ বিয়ে করেন নীনা বুন্ধেলকে (সতবীর কৌর), যাঁর সঙ্গে তাঁর আরও এক ছেলে ভিক্টর এবং মেয়ে অমরজো। কিন্তু যোগরাজের জীবনের সবচেয়ে কঠিন ধাক্কা আসে যখন শবনম ও যুবরাজ তাঁর বাড়ি ছেড়ে চলে যান। সাক্ষাৎকারে যোগরাজ বলেন- ''যাঁদের জন্য সব করলাম, তাঁরা আমার জীবনে থাকলেন না, এটাই সবচেয়ে বড় আঘাত।'' যদিও নিজের ভুলের কথাও এড়াননি তিনি। বলেছেন, ''আমিও নিষ্পাপ নই, ভুল করেছি। কিন্তু কোনও দিন কারও খারাপ চাইনি। ঈশ্বরকে বলেছি, যদি ভুল করে থাকি, আমাকে পথ দেখাও।'' যোগরাজ বলেন, ক্রিকেট তাঁর জীবন যেমন রক্ষা করেছে, তেমনই বারবার তাকে ছুড়ে ফেলেছে একাকীত্বের দিকে। অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে তিনি জানান, ক্রিকেট এসে থেমেও যায় তাঁর জীবনে পরে ছেলেকে তৈরি করলেন, সে খেলল, তারপর সেও তাঁর জীবনে এগিয়ে গেল। আবার বিয়ে করলেও দুই সন্তান আমেরিকায় চলে গেছে। শেষে কয়েকটা সিনেমায় অভিনয় করলেন। তাও কিছু হল না। আবার একই জায়গায় ফিরে এসেছেন। ৮০-র দশকের শুরুতে ভারতের হয়ে এক টেস্ট ও ছয়টি ওয়ানডে খেলেছিলেন যোগরাজ। ফিটনেস, গতি আর আগ্রাসনের জন্য তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের পেস সার্কিটে এক উল্লেখযোগ্য নাম। পরে একই তীব্রতা নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন যুবরাজ সিংকে, যিনি ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি। সেই কঠোর অনুশীলন, দীর্ঘ সেশন, বারংবার শারীরিক প্রস্তুতি - সবকিছুর মধ্যেই ছিল যোগরাজের দৃঢ় মানসিকতা। আজও পাঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের নেট সেশনে তাঁকে দেখা যায় তরুণ পেসারদের বোলিং অ্যাকশন ঠিক করতে, কঠিন নির্দেশ দিতে, আর একটা শব্দ উচ্চারণ করতে- খেলে যাও মন দিয়ে! কিন্তু মনে মনে হয়তো তিনি নিজের জীবনের খেলাই থামিয়ে দিতে চান।

আরেকটি জয়ে বিশ্বকাপে পৌঁছে গেল নেদারল্যান্ডস

সংবাদ সংস্থা, আমস্টারডাম, ১৮ নভেম্বরঃ ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে সোমবার রাতে বাছাইপর্বের শেষ রাউন্ডে ৪-০ গোলে জিতেছে ডাচরা। প্রথমার্ধে টিজানি রেইডার্স দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান কোডি হাকপো, শাভি সিমন্স, ডোনিয়েল মালেন। আট ম্যাচে ছয় জয় ও দুই ড্রয়ে ২০ পয়েন্ট নিয়ে 'জি' গ্রুপের শীর্ষে থেকে বাছাই শেষ করল নেদারল্যান্ডস। একই সময়ে আরেক ম্যাচে মাল্টাকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হওয়া পোল্যান্ড খেলবে প্লে-অফে। বিদায় নিয়েছে ফিনল্যান্ড (১০ পয়েন্ট), মাল্টা (৬ পয়েন্ট) ও লিথুয়ানিয়া (৩ পয়েন্ট)। লক্ষ্য পূরণে এই ম্যাচে এক পয়েন্ট পেলেই চলত নেদারল্যান্ডসের। শুরু থেকে লিথুয়ানিয়াকে চেপে ধরে তারা। গোলের দেখা পেতেও বেশি সময় লাগেনি তাদের। ষোড়শ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে বক্সে বাড়ান ফ্রেংকি ডি ইয়ং, আর ছুটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জালে পাঠান রেইডার্স। ৩০তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেতে পারতেন ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার, কিন্তু তার শট লাগে পোস্টে। দ্বিতীয়ার্ধে চার মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে বড় জয়ের পথে এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। ৫৮তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হাকপো। প্রতিপক্ষের হ্যান্ডবলের কারণে পেনাল্টি পেয়েছিল ডাচরা। ৬০তম মিনিটে হাকপোর পাস বক্সে পেয়ে জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন সিমন্স। এক মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে মাঝমাঠ থেকে বল ধরে, বক্সে ঢুকে দলের চতুর্থ গোলটি করেন মালেন। পরের কয়েক মিনিটের মধ্যে পাঁচটি পরিবর্তন আনেন নেদারল্যান্ডস কোচ। কিছু সুযোগ পেলেও ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি তারা।

গ্যাব্রিয়েলের চোট ব্রাজিল ও আর্সেনালের জন্য বড় ধাক্কা

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৮ নভেম্বরঃ শঙ্কাটাই সত্যি হয়েছে। চোটের কারণে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলের ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। এই চোট তার ক্লাব আর্সেনালের জন্যও দুশ্চিন্তার। আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির পর শুরুতে হয়তো তাকে পাবে না ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি। আর্সেনালের ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে গত শনিবার সেনেগালের বিপক্ষে ব্রাজিলের ২-০ গোলে জেতা প্রীতি ম্যাচে ৬৪তম মিনিটে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন গাব্রিয়েল। পরীক্ষায় তার ডান ঊরুর পেশিতে চোট ধরা পড়ার কথা জানিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। মঙ্গলবার তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য বদলি হিসেবে কাউকে দলে ডাকা হবে না বলেও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। কতদিন তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে, সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। আর্সেনালের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ গাব্রিয়েল। রক্ষণভাগের বড় ভরসা হয়ে উঠেছেন তিনি। এবারের প্রিমিয়ার লিগে দলটি ১১ ম্যাচে কেবল ৫ গোল হজম করেছে। রক্ষণে এত দৃঢ়তা দেখানোয় বড় অবদান আছে গাব্রিয়েলের। আগামী রবিবার প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যাম হটস্পারের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল। তিন দিন পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে খেলবে মিকেল আর্তেতার দল। চলতি মরসুমে আর্সেনালের রক্ষণে অবিচ্ছেদ্য অংশ গ্যাব্রিয়েল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেতে চাইবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। সামনের দুটি সপ্তাহে আর্সেনালের সামনে প্রিমিয়ার লিগে দুটি ম্যাচ (প্রতিপক্ষ টটেনহাম ও চেলসি) এবং চ্যাম্পিয়নস লিগেও মাঠে নামতে হবে।

স্লোভাকিয়ার জালে গোল উৎসব করে বিশ্বকাপে জার্মানি

একটুখানি ভুল হলেই ফিকে হয়ে যেতে পারতো বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে প্রথম দেখায় হারের তেতো অভিজ্ঞতা তো ছিলই। তবে সব চাপ যেন ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিলেন সানে-ভল্টামাডারা। প্রতিপক্ষকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল জার্মানি।

সংবাদ সংস্থা, লাইপজিগ, ১৮ নভেম্বরঃ লাইপজিগের রেড বুল অ্যারেনায় সোমবার রাতে বাছাইয়ের ম্যাচটি ৬-০ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। নিক ভল্টামাডা দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সের্গে জিনাব্রি। লেরয় সানের জোড়া গোলে প্রথমার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় জার্মানি। দ্বিতীয়ার্ধে স্কোরলাইনে নিজেদের নাম লেখান বাকু ও আসান ওয়েদরেগো। গত জুনে উয়েফা নেশন্স লিগের ফাইনালসে টানা দুই পরাজয়ের পর, সেপ্টেম্বরে এই স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে হেরেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে যাত্রা শুরু করে জার্মানি। এরপর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় দলটি পরের চার ম্যাচে জয়ের পথে তিনটিতেই জাল অক্ষত রাখে তারা, ১০ গোল দিয়ে হজম করে মাত্র একটি। শেষ রাউন্ডে এসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিল জার্মানরা। পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে পৌঁছে গেল ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে। ছয় ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে বাছাই শেষ করল জার্মানি। ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে প্লে-অফে খেলবে স্লোভাকিয়া। গত দুই রাউন্ডে দলের জয়ের নায়ক ভল্টামাডার নৈপুণ্যেই ১৮তম মিনিটে এগিয়ে যায় জার্মানি। ডান দিক থেকে জসুয়া কিমিখের ছয় গজ বক্সে বাড়ানো ক্রসে লাফিয়ে হেডে গোলটি করেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডের ফরোয়ার্ড। এই নিয়ে জার্মানির সবশেষ চার গোলের প্রতিটিই করলেন ভল্টামাডা। গত মাসে তার একমাত্র গোলে নর্দান আয়ারল্যান্ডকে হারায় জার্মানি। আর গত রাউন্ডে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে দুটি গোলই করেন তিনি। তিন মিনিট পরেই সমতা টানার দারুণ সুযোগ পায়

সফরকারীরা। তবে পরপর তাদের তিনটি প্রচেষ্টা রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর, ফরোয়ার্ড দাভিদের শট কোনোমতে আঙুল ছুঁয়ে ঠেকিয়ে দেন অলিভার বাউমান। বায়ার্ন মিউনিখের দুই খেলোয়াড়ের দারুণ বোঝাপড়ায় ২৯তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় জার্মানি। মিডফিল্ডার লেয়ন গোরেটস্কা ডি-বক্সে থ্রু পাস দেন এবং ছুটে গিয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ফরোয়ার্ড জিনাব্রি। বিরতির আগে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে আরও দুই গোল হজম করে স্লোভাকিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা একরকম শেষই হয়ে যায়। ৩৬তম মিনিটে ফ্লোহিয়ান ভিয়েসের থ্রু বল জোরাল শটে জালে জড়ান সানে। এরপর, লিভারপুল মিডফিল্ডার ভিয়েসের ক্রস পেয়েই কাছ থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি করেন গালাতাসারাইয়ের মিডফিল্ডার সানে। বিরতির পরও পজেশন রাখায় ও আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে ৬৭তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ায় জার্মানি। ডি-বক্সে কয়েক সতীর্থের পা ঘুরে বল পেয়ে জোরাল শটে গোলটি করেন কিমিখের বদলি নামা বাকু। ৭৭তম মিনিটে ভিয়েসকে তুলে তরুণ ফুটবলার ওয়েদরেগোকে নামান কোচ। মাঠে নামার এক মিনিট ৪২ সেকেন্ডে জালের দেখা পান ১৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। সানের পাস ধরে কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট ঘেঁষে দলের শেষ গোলটি করেন তিনি। এবারের বাছাইয়ে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে চারবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। এই ম্যাচের আগে পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনার শিকার হয়েছে জার্মানি। বিশেষ করে লুক্সেমবার্গের সঙ্গে কষ্টার্জিত জয়ের পর অনেকেই দলটির সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু সেসব সমালোচনার উত্তর গতকাল রাতে ২১তমবারের মতো বিশ্বকাপের টিকিট কেটে দিল জার্মানরা। ইতিহাসে কেবল দুবার বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি জার্মানি- বিশ্বকাপের প্রথম আসর, অর্থা ১৯৩০ সালে এবং ১৯৫০ সালে। ম্যাচ শেষে জার্মান সম্প্রচারক 'জেডিএফ'কে জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান বলেছেন, ''আজ সবাই দারুণ খেলেছে এবং একেবারে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে। আমরা অসাধারণ দলীয় স্পিরিট দেখিয়েছি এবং শুরু থেকেই মাঠে নিজেদের সেরাটা ঢেলে খেলেছি।''

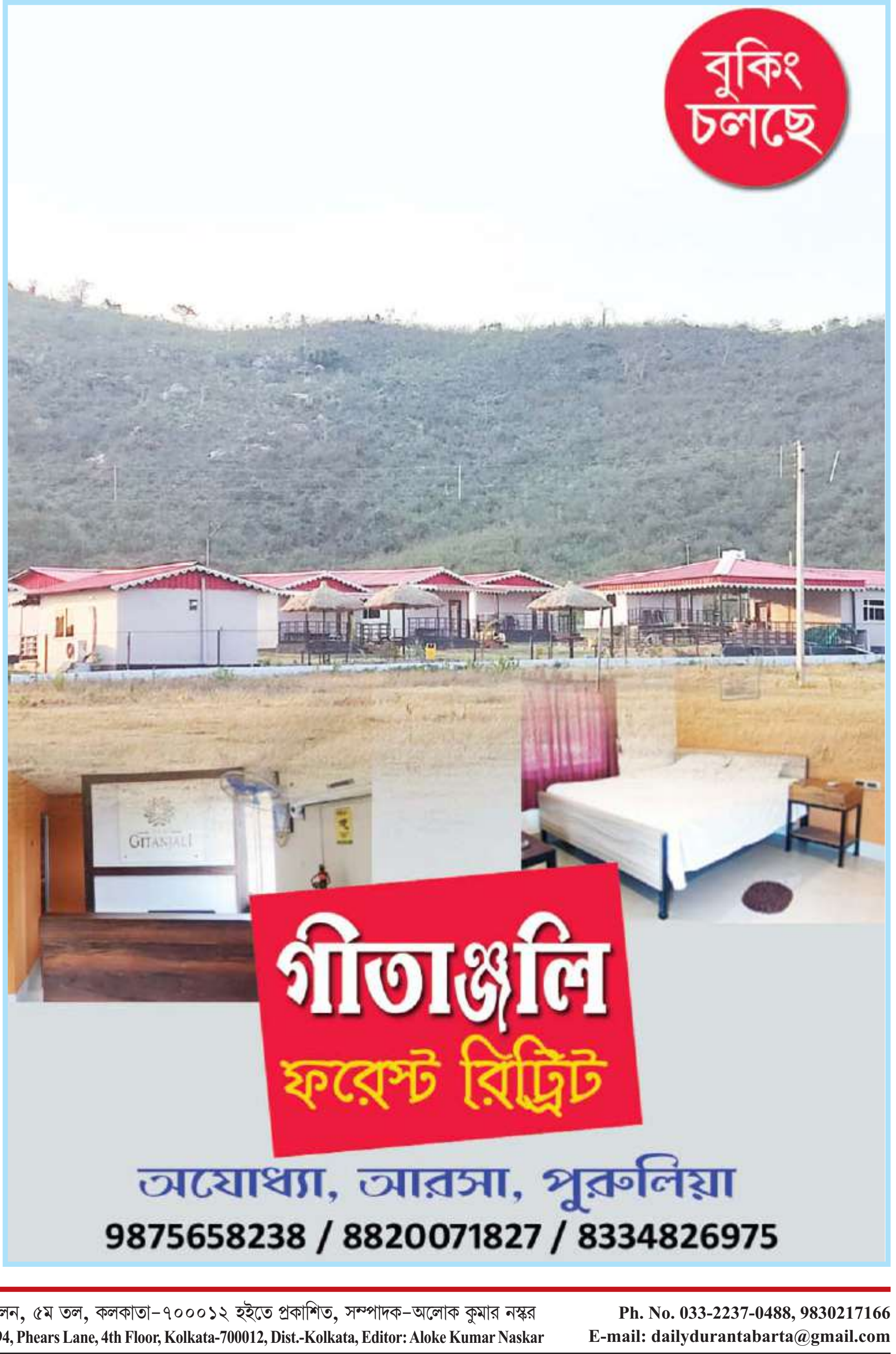

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com